ক্ষণ-পরে আজানু-লম্বিত-চাপ্‌কানপরিহিত, মস্তকে মল্‌মলের পাক্‌ড়ি-মণ্ডিত, দেখিলেই উৎকল-বাসী বলিয়া বোধ হয়, একটী বালক-ভৃত্য একখানি ট্রেতে করিয়া কয়েকটী গরম চায়ের পিয়ালা আনিয়া হাজির করিল। একটী বালক তথায় উপস্থিত ছিল। সে বলিল "মাম্‌মা, মাম্‌মা, টি প্লিজ্‌ (Mamma, Mamma, tea please)। টেব্‌লের উপর একখানি শুভ্রবর্ণের মূল্যবান্‌ চাদর বিস্তৃত ছিল। তাহার উপর ঐ বালক-ভৃত্যটী চায়ের পিয়ালা ও খান কয়েক বিস্‌কুট রাখিয়া দিল। গৃহস্বামী মিষ্টার বনার্জ্জি, তাঁহার পাণিগ্রহীতী মিসেস্‌ বনার্জ্জি, একটী পুত্র ও একটী তনয়া, সকলে মিলিয়া উদরের আদেশে ঐ চা ও বিসকুটের সহিত প্রণয় স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে একান্ত আপনার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক রকমের খোসগল্প চলিল; হাসির হর্‌রা উঠিল; গৃহপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইল।

চা-পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে স্ত্রীলোকটী আসিয়া আপনার ষ্টুডিওতে (studio) প্রবেশ করিলেন: একখানি বহুমূল্য চেয়ারে বসিয়া টেব্‌লের উপর হস্ত রাখিয়া মঞ্জু বঙ্কিম গ্রীবায় ইংরাজীতে একখানি চিঠি লিখিলেন; চিঠিখানি খামের মধ্যে পূরিয়া অধর-সুধা লাগাইয়া তাহা বন্ধ করিলেন। পরে তিনি চিঠিখানি লইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া ডাকিলেন, 'ডরোয়ান্‌, ডরোয়ান্‌, বেহারাকো ভেজ্‌ দেও।' বেহারা আসিলে তিনি সেই চিঠিখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "ক্যামাক ষ্ট্রীট, ১২ নম্বর (Camack St. No. 12)—মেসিস্‌ ডলী (Mrs. Dolly)।" বেহারা তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিল। তিনি বলিলেন, "Silly fellow, এক দশ, দো নম্বর; সম্‌জায়া?" বেহারা তবুও তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিল। তিনি বিরক্তভাবে মেজেতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, 'ষ্টুপিড্‌ (stupid), টোম্‌ কুচ্‌ কাম্‌কা নেই; good for nothing!' এই বলিয়া পুনরায় হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "যো মেম-সাব্‌ কি শনিচারমে হামারা কোঠীমে পিয়ানো শিখ্‌লানে আয়তা হ্যায়, সম্‌জায়া?" বেহারা "সম্‌জায়া সম্‌জায়া, মেম-সাহেব!" করিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চিঠি লইয়া চলিয়া আসিল।

কিয়ৎক্ষণ-পরে বাথরুমের (Bath room) দরজা ঝপাং করিয়া পড়িয়া গেল। তথায় সাবান, টুথপাউডার, টুথব্রাস্‌, ঝিঙের খোলা, স্পঞ্জ, তোয়ালে প্রভৃতির যথোচিত ব্যবহার হইলে মিসেস্‌ বনার্জ্জী টয়লেট-রুমে (Toilet room) আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তথায় পাউডার, পমেটম্‌, এসেন্স্‌ প্রভৃতির সাহায্যে দস্তুরমত বেশ-বিন্যাস করিয়া মিষ্টার বনার্জ্জীর নয়নলোভন হইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

বাটীর 'হল'ঘরের মধ্যস্থলে ২।৩ খানি টেবিল একসঙ্গে সাজান; তাহার উপরে শুভ্র চাদর বিস্তৃত। চারিধারে অনেকগুলি চেয়ার সাজান। সেই ঘরটী ডিনার খাইবার সময় ব্যবহৃত হইত। ডিনারের সময় উপস্থিত; কাঁটা, চামচ, ছুরি, তোয়ালে, সল্ট, মাষ্টার্ড প্রভৃতি মজুত। টেবিলের উপর দুই একটী দামী ফুলের তোড়াও শোভা পাইতেছে। মিসেস্‌ বনার্জ্জী জুতাপায়ে গাউন পরিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া ডাকিলেন, 'কিড্‌মড্‌-

গার, কিড্মড্গার!" তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, 'হুজুর, মেমসাব!' মেম-সাহেব খুব ব্যস্ততা-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খানা খানা তৈয়ারী হুয়া?' কিড্মডগার বলিল, "হুয়া মেমসাহেব।" মেমসাহেব বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, লে আনে বোলো।" বাবুর্চি খানা আনিল। কি সৌরভ! ঘর আমোদিত হইল! যেন গ্রেট ইষ্টারন্ বা পেলিটীর বাড়ী বলিয়া বোধ হইল! একজন বাহিরের বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার সাহেব, মিসেস্ বনার্জি, মিষ্টার বনার্জি, পুত্র রবার্ট, কন্তা শোফিয়া প্রভৃতি সকলে আহারে বসিলেন্। আহার করিতে করিতে গল্পের ছালা খুলিয়া গেল। কখনও আমাদিগের লাটসাহেবের কথা, কখনও আমাদিগের রাজ্য-পরিচালনার কথা, কখনও বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর কথা, কখনও রাজা-রাণীর কথা, কখনও বা জর্ম্মানী-ফ্রান্সের কথা, এরূপ নানাবিধ কথায় আহারের সময় অতিবাহিত হইল। গল্পে গল্পে আহারের মাত্রাও দৈনিক মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিল। আহারান্তে যে যাহার কাজে চলিয়া গেলেন্।

বৈকালে মিসেস্ বনার্জি বারাণ্ডায় আসিয়া অতিশয় মিহি সুরে ডাকিলেন, 'সইস্, সইস্, কোচম্যান্, কোচম্যান্!" দুইজন দৌড়িয়া আসিয়া নীচের উঠান হইতে কপালে করস্পর্শ দ্বারা অভিবাদন করিল। মেম-সাহেব বলিলেন, "গাড়ী তৈয়ার কর।" গাড়ী আসিয়া 'পোর্টিকো'র নীচে দাঁড়াইল। মিসেস্ বনার্জি পাউডার মাখিয়া পোষাকী গাউন ও জুতা পরিয়া, নাসিকায় সোনার চশ্মা লাগাইয়া, হাতে রিষ্ট ওয়াচ বাঁধিয়া, আঙুলে আংটি দিয়া এবং মাথায় একটী ধামার মত টুপি বসাইয়া দস্তুর মত মেম্ সাজিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী হু হু করিয়া হগ্ সাহেবের বাজারের দিকে ছুটিল। আধ-ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী আসিয়া মিউনিসিপাল মার্কেটের (Municipal Market) সাম্নে দাঁড়াইল।

মেম-সাহেব গাড়ী হইতে নামিয়া দোকানে দোকানে ঘুরিতে লাগিলেন। সঙ্গে রবার্ট বনার্জি, শোফিয়া, দুই বাবালোক এবং পশ্চাতে সইস্ চলিল। তিনি প্রথমে ফলের দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন্। ফলওয়ালা "মেম্-সাব্, মেম্-সাব্, গুড্ ফ্রুট্, মেম সাব্," করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কোথা হইতে অদৃশ্যে ঝাঁকা লইয়া একটা ঝাঁকা-মুটে যুটিয়া গেল। তাহার ঝাঁকায় পিয়ারা, চাপা কলা, লেবু প্রভৃতি ফল কিনিয়া রাখা হইল। মিসেস্ বনার্জি তৎপরে মেওয়ার দোকানে আসিলেন। প্রতিদোকানে দুই চারিটি করিয়া মেওয়া চাকিয়া উদরের অর্দ্ধাংশ ভর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন; শেষে এক দোকান হইতে কিছু মেওয়া খরিদ করিলেন। সঙ্গে কুরিয়ার ব্যাগ ছিল, তাহা হইতে নোট ও টাকা বাহির করিয়া দোকানদারকে দিয়া চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় তিনি চারিটা গ্রামফেড্ মুর্গী, দুইটা গিনী ফাউল, ও দুই সের ফার্ষ্ট ক্লাস্ মটন লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী নক্ষত্রবেগে চৌরঙ্গির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বাটীতে আসিয়া পৌছিল।

মেম-সাহেব বাটীতে প্রবেশ করিতে না করিতে ফটকের গায় লেটার বক্স (Letter box) হইতে দরোয়ান ৪।৫ খানি চিঠি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া চিঠি পড়িতে পড়িতে উপরে

আসিলেন। তথায় টেলিফোন (Telephone) রিঙ্ অপ্ (ring up) করিলে, হোয়াইট ওয়ে লেড্‌লর বাড়ী হইতে একজন সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,

Hallo! who are you? (আপ্‌নি কে?)

I am Mrs. Bonnerjee. (আমি মিসেস্ বনার্জি)

Yes, what do you want? (আপ্‌নার কি চাই)

Please, send me 2 dozen of stockings, 2 pairs of Jackets, 2 pairs of blouses and a good valuable gown. (আমাকে দুই ডজন মোজা, ২ জোড়া জ্যাকেট, ২ জোড়া ব্লাউস্, আর একটি ভাল দামী গাউন পাঠিয়ে দিন্)

"All right" বলিয়া সাহেব চলিয়া গেলন্।

তাঁহার ভালবাসার কুকুর টম আসিয়া এইবার তাঁহার গাউন আঁচড়াইতে লাগিল। তিনি তাহাকে কোলে লইয়া 'টম্ টম্' করিয়া চুমু খাইলেন। তৎপরে নিজ-কক্ষে প্রবেশ-পূর্ব্বক বাহিরের পোষাক ছাড়িয়া ফেলিলেন।

কোন কোন দিন মেম-সাহেব, রবার্ট বনার্জি, শোফিয়া অপরাহ্নে গাড়ীতে করিয়া ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী আনন্দ-উদ্যানে সন্ধ্যা-সমীরণ-সেবনার্থ বেড়াইতে যাইতেন। গঙ্গার স্নিগ্ধ সুখস্পর্শী অনিল-হিল্লোলে তাহাদিগের মনঃপ্রাণ শীতল হইত। তাহারা যেন স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেন্। তথায় অনেক খাঁটি মেম, সাহেব বেড়াইত। আমাদিগের মিসেস্ বনার্জি, রবার্ট ও শোফিয়াকে লইয়া তাহাদিগের সহিত মিশিয়া যাইতেন্। ইহা দুধে আল্‌তায় মেশা নয়; আমে দুধে মেশা নয়; দুধে সন্দেশে মেশা নয়;—তেলে জলে মেশার মত মিশিত, কাক ও ময়ূরের মত মেশা মিশিত। ইউরোপীয়গণ বাঙালীর দিকে থাকিয়া থাকিয়া বক্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত আর ঘৃণাসূচক ব্যবধান রাখিয়া পাদচারণা করিত। মিসেস্ বনার্জি কিন্তু তবুও কালা আদ্‌মিকে দেখিলে নাক্ সিঁটকাইতে ছাড়িতেন না, তাহাদিগের সহিত মিশিতে বা কথা কহিতে তত ভালবাসিতেন্ না। সন্ধ্যা হইতে না হইতে রুল 'বৃট্যানিয়া, লঙ্ লিভ্ দি কিং' প্রভৃতি সঙ্গীত-সকল বাজিয়া উঠিত এবং সেই সঙ্গে তালে তালে ইংরাজের মনও নাচিয়া উঠিত। আমাদিগের মিসেস্ বনার্জি, রবার্ট ও শোফিয়ার মনেও দস্তুর মত স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছুটিত। তাহারাও লম্বা লম্বা পাদ-বিক্ষেপে সেই আনন্দ-উদ্যানের রঙ্গভূমিতে ভ্রমণ করিত। কোন কোন দিন সেই আনন্দ-উদ্যানের ঝিলে প্রমোদ-তরণীতে (Pleasure-boat) চাপিয়া মিসেস্ বনার্জি, স্বহস্তে দাঁড় বাহিয়া অনাবিল সুখ সম্ভোগ করিতেন। রাত্রিতে বাড়ীতে আসিয়া দস্তুর মত ইংরাজী খানাতে উদরের পূজা করিয়া ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করিতেন।

অধিকাংশ রাত্রিতে কলিকাতার থিয়েটার-বায়স্কোপে পয়সা ব্যয় করিতে মিসেস্ বনার্জি কুণ্ঠিতা হইতেন না। তিনি বক্‌সে বা রিজার্ভ সিটেই সকল সময়ে বসিতেন্। বাড়ীতে মেম রাখিয়া তিনি পিয়ানো, হার্ম্মোনিয়ম্ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সুন্দর বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। অনেক সময়ে সেই শিক্ষিত কলাবিদ্যার দ্বারা তিনি স্বামীর মনোমুগ্ধকারিণী হইতেন। মিষ্টার বনার্জি তন্ময় হইয়া সেই বাদ্য শুনিতেন ও

আপনাকে যাঁহার পর নাই সুখী ও ভাগ্যবান্ মনে করিতেন্।

মেম সাহেবের পাখী পুষিবার অত্যন্ত সখ ছিল। তিনি হরেক রকমের দামী দামী পাখী আনিয়া বাড়ীতে পুষিয়াছিলেন। তাহাদিগের তত্ত্বাবধান ও পরিচর্য্যা করিবার জন্য কয়েকজন খান্সামা ছিল। ভাল ভাল বিলাতি কুকুর, ময়ূর, অষ্ট্রীজ্ রাজহাঁস প্রভৃতি তাঁহার বাটীর শোভা-সংবর্দ্ধন করিত। তাঁহার বাড়ীতে একটী ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানা স্থাপিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গো-শালাতে ভাগলপুরী গাই ৪।৫টী যেমন ছিল; হাঁস, মুর্গী, টর্কী, বটের প্রভৃতিও অনেক সময়ে বাড়ীতে গিজ্ গিজ্ করিত। বাটীর চারিদিকে সুন্দর সুন্দর ফুলের কেয়ারি। ২।৪টী মালি সর্ব্বদাই তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিত। বাড়ীর একধারে লনটেনিস্ গ্রাউণ্ড্। বৈকালে অনেক বাঙালী মেম ও সাহেব জুটিয়া তথায় খেলা করিতেন্।

মিসেস্ বনার্জির মাথা ধরিলে ব্যাথ্‌গেট, ষ্ট্যান্ষ্টীট বা স্মিথ্‌ষ্টানীট বা স্কট্‌টমসনের বাড়ী হইতে দাওয়াই আসিত; সাহেব-ডাক্তার রোগ দেখিত; ইংরাজী চিকিৎসার কিছুই ত্রুটি হইত না। মিসেস্ বনার্জি ইচ্ছা করিলেই সিম্‌লা-শিখরে, কখনও দার্জিলিং-শৈলে বিহার করিতেন্; কখনও বা মশৌরি বা নাইনিতালে মনের আনন্দে দিন কাটাইতেন্। তিনি মুক্তাকাশের প্রমুক্তা বিহঙ্গীর ন্যায়ই উড়িয়া বেড়াইতেন। তাঁহার স্বাধীনতায় কাহারও হস্তাক্ষেপ করিবার অধিকার বা সামর্থ্য ছিল না। মিষ্টার বনার্জি সর্ব্বদাই তাঁহার ফুল্লনলিনীকে ভয় করিতেন; সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট জড়সড় ও তটস্থ থাকিতেন্।

একদিন মিসেস্ বনার্জি স্বামীকে বলিলেন, "আমার একখান মটর চাই; নইলে আমার সম্মান রক্ষা হয় না। এই সেদিন মিসেস্ — বলিলেন, "তোমার মটরখানা পাঠিয়ে দিয়ো।" আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল।" মিষ্টার বনার্জি কহিলেন, "এখন থাক্, কিছুদিন পরে কিনে দেব।" মিসেস্ বনার্জি কোন মতে সে কথা শুনিলেন না; তিনি প্রত্যহ ভয়ানক বিরক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বয়ং মটর আনাইয়া চড়িতে লাগিলেন্। সেই মটর চড়িয়া কোন দিন তিনি ব্যারাক্‌পুরে, কোন দিন বা বর্দ্ধমানে বেড়াইতে যাইতেন, এবং ইচ্ছামত সর্ব্বদাই কলিকাতার রাস্তাঘাটে চড়িয়া বেড়াইতেন্।

ক্রমে মিসেস্ বনার্জির নাম এতই প্রচারিত হইল যে, বাজারে নূতন পোষাক উঠিলেই, আগে তাহা মিসেস্ বনার্জির বাড়ীতে আসিত। হারম্যান্ টেলার্স (Harman, Tailors) ফ্রান্সিস্ রামসে (Francis Ramsiy), হোয়াইট অ্যাওয়ে লেড্‌ল (Whiteaway Laidlaw) প্রভৃতি ইউরোপীয় দোকানদারগণ অনেক সময়ে তাঁহার পরিচ্ছদ সপ্লাই করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন্। ক্যাথ্‌বট্‌সন (Cuthbutson) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পাদুকানির্ম্মাতা তাঁহার জুতা সরবরাহ করিতেন্। ভাল ভাল দামী এসেন্স্ তাঁহার প্রত্যেক ঘর আমোদিত করিত। ভাল গিনী সোনার নেক্‌লেস্, চেন্ হার, ব্যাঙ্গেল প্রভৃতি অলঙ্কার তাঁহার গৌরাঙ্গ সুশোভিত করিত। রাস্তায় তাহার দ্বারের সম্মুখে 'মেম-সাব, কাপ্‌ড়াওয়ালা, মেম সাব!' বলিয়া হাঁকিয়া যাইলে, কোন ডাকই তাঁহার কান এড়াইতে

পারিত না। তিনি সেই ফেরিওয়ালাকে ডাকিয়া কিছু না কিছু সওদা করিতেনই। তিনি টাকার ভাবনা কিছুই ভাবিতেন না। তিনি জানিতেন, তাঁহার যত টাকা লাগুক, দেবেন গৌরীসেন। তাঁহার গৌরীসেনটী ব্যারিষ্টার; তাঁহার পশার ও নাম ডাক ছিল। সুতরাং, তাঁহার আর ভাবনা কিসের? তিনি টাকাকে টাকা জ্ঞান করিতেন না; খোলামকুচি মনে করিতেন; তাহাতে বিলাস-সরে ছিনিমিনি খেলিতেন!

মধ্যে মধ্যে বাঁড়ুয্যে সাহেবের বাড়ীতে ভোজের অনুষ্ঠান হইত। বাহিরের দুই চারি জন সাহেব-মেম আসিত। নানাবিধ রসনার তৃপ্তিকর খাদ্য ফল ও বহুবিধ সাহেবী খাদ্যের সমাবেশ হইত। বিদেশীয় নৃত্য-গীতের কোলাহলে বাটী মুখর হইয়া উঠিত। খুব আমোদ আহ্লাদে দিন কাটিয়া যাইত।

এইরূপ সুখের স্রোত কিছুদিন বহিতে না বহিতে হঠাৎ একদিন শুনা গেল, বিলাস-নদীতে চড়া পড়িয়াছে, সে স্রোত বাঁড়ুয্যে সাহেব ও তাঁহার মেমকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে! কেহই তাঁহাদের ঠিকানা জানে না! তাঁহাদিগের থিয়েটার রোডের বাড়ীখানি শূন্য—মাহশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! কত তাগাদাদার কুক্ষিদেশে খাতা লইয়া দরজায় আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছে! তাঁহাদিগের নাকি দেনায় মাথার চুল বিকাইয়াছিল!!

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
'কভু নাহি কমে কাম ভুঞ্জি কামনায়।
হের বহ্নি ঘৃত লভি শুধু বৃদ্ধি পায়।"

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

ব্যথা।

১

বড় যে বেদনা জাগে!—
আঁধার-হৃদয় উজলিবে আর
কাহার প্রেমের রাগে?
কা'র মুখ চেয়ে ভবের বেদনা
নীরবে লইব সয়ে,
কাহারি আশায় বাঁধিয়া হৃদয়
সময় যাইবে বয়ে?

২

হায় রে, কর্ত্তব্য ভবে,—
তোর নিদারুণ হেন অত্যাচার
ফুরাবে হায় রে কবে!
মনেরে বুঝাতে পারি না যে মোর
বুক ভেঙ্গে আসে দুখ,
নয়নের ধারা পারি না রোধিতে
নাহি শান্তি একটুক!

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত।

ভুবনেশ্বর-দর্শন।

"স্বপনের ছবি" পুরীর সমুদ্র-সৈকত পরিত্যাগ করিয়া দোলায়মান হৃদয়ে কলিকাতায় আসিবার পথে প্রাচীন কীর্ত্তি-দর্শন মানসে ভুবনেশ্বরে নামিয়া পড়িলাম। একখানি গোযান ভাড়া করিয়া পথের দুই পার্শ্বের বন্য ভূমির বাসন্তী শোভা দেখিতে দেখিতে বিন্দু-সরোবর-তীরে উপস্থিত হইলাম।

পুরীর মুক্ত সাগরের মুক্ত সমীরণ উপভোগের পর নিদাঘ-দ্বিপ্রহরে এই স্থান বড় কষ্টকর হইয়া উঠিতেছিল। পাণ্ডা-ঠাকুর প্রসিদ্ধ "গৌরী কুণ্ডা"র এক কলসী শীতল জল আনাইয়া দিলেন। ঐ জল পান করিয়া শরীরটা শীতল বোধ হইল এবং বেশ ক্ষুধারও উদ্রেক হইল। এই কুণ্ডার জল অতিশয় স্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর। ইহা দেখিতে "চাউল ধোয়া" জলের মত। অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের পক্ষে এই কুণ্ডার জল-পান অতিহিতকর। এইজন্য এস্থানে এই শ্রেণীর রোগী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আসিয়া থাকেন্। এখানে ভাড়ার জন্য অত্যল্প-সংখ্যক বাড়ীও আছে। সম্প্রতি একজন বাঙ্গালী "গৌরী-নিবাস" নামে একটি স্বাস্থ্য-নিবাস করিয়াছেন। সেখানে গৃহস্থের বাসের উপযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। পুরী, কটক প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক লোক ঐ কুণ্ডার জল নিয়মিত-রূপে পান করিয়া থাকেন্।

বৈকালে জলযোগের পর ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিতে গেলাম। এই মন্দির নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫২০ ফিট ও প্রস্থে ৪৬৫ ফিট এবং মন্দিরের চূড়া ১৬০ ফিট উচ্চ। কত কাল অতীত হইয়া কোথায় মিশিয়া গিয়াছে! কিন্তু সেই সুদূর অতীতের কি যেন মধুর বারতা অন্তরে জাগাইবার জন্য ঐ প্রাচীন মন্দির এখনও অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে! ঐ মন্দিরের বহু স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও উহার এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা সেই অতীত দিনে হিন্দুগণ কিরূপ শিল্প-বিদ্যায় উন্নত ছিলেন, তাহার প্রমাণ দিতেছে। তাহার চিত্রকলা এবং গঠন-প্রণালী দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তাহা হইতে নয়ন তুলিয়া লইতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। প্রস্তর কাটিয়া অনেক দেবদেবী এবং জীব-জন্তুর মূর্ত্তি মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অতিসুন্দররূপে ক্ষোদিত আছে।

ভুবনেশ্বরের মূল মন্দিরের চারিপার্শ্বে অসংখ্য মন্দির ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় রহিয়াছে। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের অপেক্ষা ভুবনেশ্বরের মন্দির কারুকার্য্য এবং শিল্প-নৈপুণ্যে অধিকতর সুন্দর। ভুবনেশ্বরের ইতস্ততঃ বহু মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া বন্যজন্তু এবং সর্পাদির আশ্রয়-স্থল হইয়া রহিয়াছে। হায়! এমন একদিন ছিল যখন এই সকল পরম পবিত্রস্থান নর-নারীর মঙ্গল কণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিত! আর তাহা আজ ঘন আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং দর্শন-মাত্রই কি যেন এক বিষাদসিন্ধু হৃদয়-তটে প্রতিঘাত করে। তখন মনে হয় ঃ—

"বিষাদ-মগন আঁধার নগর বিজন গ্রাম
পুরবাসী সব মলিন নীরব বিষাদ-মগন সকল
ধাম।"

ভুবনেশ্বরের মন্দির স্থানে স্থানে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে,—কোনও স্থান বা কালা-পাহাড়-কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছে। ঐ সকল স্থানের কোনও কোনও অংশ সংস্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের কারুকার্য্য রক্ষিত হয় নাই।

ভাগ্যক্রমে পুরী হইতে আসিবার সময় গাড়ীতে পরম শ্রদ্ধাস্পদ —বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইল। তিনিও আমার সঙ্গে ভুবনেশ্বর আসিয়া নামিলেন। তিনি "উদয়গিরি" এবং "খণ্ডগিরি" দেখিতে যাইবেন শুনিয়া আমার মনে অনেক সাহস হইল। কারণ, এই স্থানে আসিবার আমার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ঐ স্থান দর্শন করা।

আমরা ভোর ৪টার সময় ঐ গিরিদ্বয়ের পথে যাত্রা করিলাম। তখন চারিদিকে ম্লান জ্যোৎস্না রহিয়াছে। আকাশে তারকাগণ যামিনী-জাগরণে যেন অবসন্ন হইয়া নিদ্রালস নয়নে মিটিমিটি করিয়া চাহিতেছে। চারিদিক্ নীরব নিস্তব্ধ। এমন মধুর সময়ে আমরা পাঁচটী প্রাণী এই নির্জ্জনতা-ভঙ্গ করিয়া প্রকৃতির অপার্থিব শোভা অনুভব করিতে করিতে চলিয়াছি! তখন শীতল বায়ু প্রস্ফুটিত প্রসূনের পরিমল বহন করিয়া মৃদু মৃদু ভাবে বহিতেছিল এবং প্রাণিগণের প্রাণে কি যেন নবীন ভাব জাগাইয়া দিতেছিল! কোথাও গৃহস্থ অতিপ্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া পথের ধারে বসিয়া "পিকা" ধরাইয়া তাহার কেমন সুখ অনুভব করিতেছিল, কোথাও বা কোনও পথিক বোঝা-মস্তকে করিয়া "তুস্ত লাগি জগন্নাথ" গান গাহিতে গাহিতে গ্রাম হইতে গ্রামন্তরে গমন করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে আলোক ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই আলো ও আঁধারের মিলন দেখিয়া মনঃপ্রাণ মোহিত হইয়া গেল! কি যেন এক মধুর ভাব হৃদয়ে জাগরিত হইয়া বিশ্বপিতার করুণার বিষয় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিল! আমরা অগ্রসর হইতে হইতে দেখিলাম, পথের পার্শ্বে কতকগুলি বৃক্ষে কুন্দ কুসুম-সদৃশ সুবাসিত বন্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সেই রমণীয় নির্জ্জন স্থান আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। মধুর মধু-প্রভাতে প্রকৃতির এই মনোহারিণী শোভা দেখিয়া অভিনব আনন্দ-সাগরে মন ডুবিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল পরিশ্রান্ত পথিকদিগের প্রাণে ক্ষণ-কালের জন্য শান্তি-দানের জন্যই বুঝি, পরম শান্তিময় জগদীশ্বর এই জনহীন প্রান্তরে প্রসূনসম্ভারে শান্তির বিধান করিয়াছেন্। তখন কবির কথা মনে পড়িল।—

—"Full many a flower is born to
blush unseen
To waste its sweetness in the
desert air."

"কত-ফুল আপনি ফুটে বাস বিলাইয়া যায়।"

কবি বলিয়াছেন :—

"কত শত ফুলরাশী সুমধুর বায়
কাননেতে ফুটে তারা কাননে শুকায়!"

কিন্তু মন ইহাতে সায় দিতে চাহিল না; মনে হইল কাহার জন্য বিশ্বনিয়ন্তার কি বিধান, তাহা বুঝা ভার! তাঁহার রাজ্যে আমিই ত একলা প্রাণী নই!

প্রকৃতির এই মনোহারিণী শোভা দর্শন কয়জনার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কয়জনেই

বা এই নানা-পুষ্প-কল-সুশোভিত বিহঙ্গ কল-কূজিত নন্দন-কানন-সদৃশ এই রম্য বনভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে?

আমরা "উদয়-গিরি হইতে সূর্য্যোদয় দেখিবার মানসে উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। যখন ঐ পাহাড়ের পাদদেশে আসিলাম,তখন বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের উপরে ও নিম্নে বৃক্ষশাখার উপর বসন্ত-সহচর তাহার সুমধুর কণ্ঠে "কুহু" "কুহু"-রবে যেন বহুকাল-বিস্মৃত স্মৃতি-সিন্ধুর উপর তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছিল! চারিদিকে নানা-জাতীয় বিহঙ্গের বিচিত্র স্বরে সে নির্জ্জন স্থানে যেন কি এক সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল! এ হেন মধুর প্রভাতে আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। এখানে এক মনোরম স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বাম্বরের দিকে এক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম! ক্ষণকাল পরেই দিনমণি অতিশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে ঈষদ্রক্তাভরঞ্জিত আকাশ ভেদ করিয়া উদিত হইলেন! অনন্ত সাগর-সৈকত হইতে একদিন পূর্ব্বে যে রূপ দেখিয়াছি, আজ আর সে রূপ নয়! দেখিতে দেখিতে স্বর্ণাভ কিরণ তরুশিরে ঝক্ ঝক্ করিতে করিতে-চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পৃথিবী যেন কি এক অপরূপ নবীন রূপসাগরে ডুবিয়া যাইল!

"উদয়"- ও "খণ্ড"-গিরি বৃক্ষ-লতা-বেষ্টিত ক্ষুদ্র পাহাড়। উহা উপত্যকা-দ্বারা বিভিন্ন হইয়া আছে। উদয়গিরি ১১০ ফিট উচ্চ। ইহার উপর সুন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট অনেকগুলি গুহা আছে। ঐ সকল গুহা কাটিতে এবং কারুকার্য্য করিতে কত যে অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক একটী গুহার চিত্র এবং তাহার কারুকার্য্য অতীব সুন্দর। এখানে "হস্তি-গুহা" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে মহামতি উড্‌বরণ তাহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন এবং স্তম্ভ লাগাইয়া দিয়া পতন হইতে উহাকে রক্ষা করিয়াছেন। এই গুহার উপরে পালী ভাষায় কয়েক ছত্র লেখা আছে। এই পাহাড়ের উপর অনেক গুহা আছে; তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—রাণী হংসপুর, জগন্নাথ, যবন হরিদাস, ব্যাঘ্রগুহা, পবনাহারী গুহা, স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল, অলকাপুরী, জয়াবিজয়া। ইহা ব্যতীত ইহাতে গণেশ এবং হস্তি-মূর্ত্তিও আছে।

উদয়গিরির পার্শ্বেই খণ্ডগিরি। ইহা ১২০ ফিট উচ্চ। ইহার উপরে একটী জৈন মন্দির আছে। তাহাতে বারটী জৈন মূর্ত্তি আছে। একজন জৈন পূজারী ঐ মন্দিরের তত্ত্বাবধায়করূপে এখানে বাস করেন। অতি-প্রত্যূষে তিনি পুষ্পাদি চয়ন করিয়া, চন্দন বাটিয়া পূজার আয়োজন করিতেছিলেন। এমন মধুর সময়ে এই নির্জ্জন প্রদেশে প্রাণের দেবতাকে আকুল প্রাণে ডাকিবার উপযুক্ত স্থানই বটে! আমরা অনেকক্ষণ ঐ মন্দিরের মধ্যে বসিয়া রহিলাম এবং কি এক অভিনব আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পাহাড়ের ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড উদ্যানে যত্নপূর্ব্বক রোপিত বৃক্ষের ন্যায় স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। ঐ স্থানের বিষয় দুই একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না। খণ্ড-

গিরির উপরে "আকাশ-গঙ্গা" নামে একটী কুণ্ড আছে। উহার জল গাঢ় সবুজ-বর্ণ। উদয়গিরির ন্যায় এই পাহাড়ের উপরও অনেকগুলি গুহা আছে। অধিকাংশ গুহাগুলিই অপরিষ্কৃত এবং ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। খণ্ডগিরির উপর ২।১টী গুহাতে সর্পমূর্ত্তি ঐ কালের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের উন্নতির সাক্ষ্য দিতেছে। এই পাহাড়ের উপরে বুদ্ধদেবেরও একটী মূর্ত্তি আছে।

ভুবনেশ্বর হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের মতে এই জীর্ণ-মলিন ভুবনেশ্বরই ভারতের প্রসিদ্ধ "কলিঙ্গ-নগর।" ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ধ্বংসাবশেষ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা এককালে মহা-সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

শ্রীচণ্ডীচরণ দে।

শিল্প।

ছেলেদের সার্ট।

চারি বৎসর হইতে আট বৎসরের বালকের গায়ের সার্ট তৈয়ার করিতে হইলে কতটা কাপড়ের প্রয়োজন, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম।

কাপড়ের মাপ।

৩০ ইঞ্চ বহরের কাপড়, একটী চারি বৎসরের বালকের সার্টের জন্য ১½ গজ লাগিবে; চার হইতে ছয় বৎসরের বালকের জন্য ১⅔ গজ লাগিবে ও ছয় হইতে আট বৎসরের বালকের জন্য ১⅞ গজ লাগিবে।

সার্ট কাটিবার প্রণালী।

সার্টের কাটের যে চিত্রটী দেওয়া হইয়াছে, তাহা এখন দেখুন। ৩০ ইঞ্চ বহরের একখানি কাপড় দেড় পাট করিয়া লওয়া হইয়াছে। কাপড়ের একটী পাড় ধারে এবং অপর পাড়টী কাপড়ের মধ্যভাগে 'ক'—'ক' চিহ্নিত স্থানে রহিয়াছে। দুইপাট ভাঁজেতে বুক, পিঠ, গলার কলার কাটিয়া একপাট কাপড়ে হাত, হাতের কপ ও বুকের প্লিট ভাগ ভাগ করিয়া কাটা হইয়াছে।

গায়ের মাপ লইবার প্রণালী।

এখানে একটী সুস্থ, সবল, হৃষ্টপুষ্ট চারি বৎসরের বালকের গায়ের মাপ দিলাম :—

(সম্মুখের) বুকের কাপড়ের ঝুল	২০	ইঞ্চ
(পশ্চাতের) পিঠের কাপড়ের ঝুল	২১½	,,
বুকের ছাতির চওড়া	১৪	,,
কাঁধ	৪	,,
গলার ঘের সর্ব্বশুদ্ধ (সম্মুখদিকে ৬" পশ্চাতে ৬")	১২	,,
হাতের লম্বা	১০	,,
হাতের কপের লম্বা	৮½	,,
হাতের কপের চওড়া	৩	,,
কলারের চওড়া	১ হইতে ১½	,,

চিত্রে কাপড়ের উপর যেমনভাবে টুক্‌রাগুলি সাজাইয়া যেরূপ আকারে কাটা হইয়াছে এখন ঠিক সেইভাবে সেরূপ আকারে উপরি লিখিত মাপে টুক্‌রাগুলি কাটিয়া লউন্। কলার ও কপ দুইপাট কাপড়ের হইবে।

চিত্রে প্রায় প্রত্যেক টুক্‌রায় 'V'র মত যে কাটা আছে, উহা কিছু নহে। কাটিবার কালে সমান কাটিতে হইবে।

সেলাই করিবার প্রণালী।

প্রথমতঃ বুকের কাপড়ের ঠিক মাঝ-খানটী গলা হইতে নীচেরদিকে ১০ ইঞ্চ আন্দাজ চিরিয়া লউন্, তৎপরে বুকের যে প্লিটটী কাটা হইয়াছে সেইটীকে ডানদিকের ঐ চিরার মুখ হইতে সেলাই করিয়া কাপড়ের উপর দিকে বসাইয়া দিন্।

এই প্লিটের উপরে বোতামের ঘর পরে কাটিয়া সেলাই করিয়া লইতে হইবে। বুকের প্লিটের চারিধার অল্প অল্প কাপড় বাদ দিয়া সেলাই করিতে হইবে।

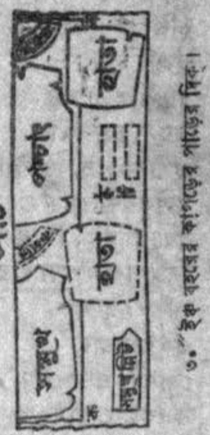
তারপর বামদিকের চিরার মুখে সরু পটি দিয় ভিতরদিকে তলা দিয়া সেলাই দিন। (এই বামদিকের পটিটী এমনভাবে সেলাই করিয়া দিতে হইবে যেন উহা ডানদিকের প্লিটের নীচে অবধি যায়। ডানদিকের প্লিটটী উহার উপর পড়িবে।) ইহাতে পরে বোতাম বসাইতে হইবে।

পরে কাঁধ সেলাই করুন্। কাঁধে দুইটী সেলাই পড়িবে। তারপর দুইপার্শ্ব সেলাই করিতে হইবে। চিত্রে পার্শ্বেরদিকে যে 'V'র মত কাটার দাগ আছে ঐ পর্য্যন্ত সেলাই হইবে; বাকীটা খোলা থাকিবে। ঐ কাটার জায়গা হইতে তলাটা সমস্ত সরু মুড়ী দিয়া সেলাই দিতে হইবে।

তারপর হাত। হাতের মুখ কুচ্ কাইয়া লইয়া তাহাতে কপ বসাইয়া পার্শ্বের সেলাই



শার্টের কাট।



দিয়া বগলের সঙ্গে সেলাই করিয়া দিন্। শেষে কলার দুইটী সেলাই করিয়া দিলেই একটী সুন্দর সার্ট তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

একটী সার্ট দেখিয়া সেলাইগুলি যদি কেহ করেন্, তাহা হইলে বুঝিতে সুবিধা হইবে।

শ্রীমতী—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এই বৎসর নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন্।

মীরা সরকার, মহারাণী স্কুল, দার্জ্জিলিং ১ম
সরলা ঘোষ, মহারাণী স্কুল, দার্জ্জিলিং ১
বীণা বন্দ্যোপাধ্যায় ১
বঙ্গবালা মণ্ডল, ইউনাইটেড মিশন স্কুল ১

নয়নতারা শাস্ত,	ইউনাইটেড মিশন স্কুল	১	বাসন্তীলতা বিশ্বাস,	প্রাইভেট্	৩
রেণুকা চৌধুরী	"	১	দুর্গাপুরী দেবী	"	১
অতুলা দাস	"	২	সিসিলিয়া বোরা	"	৩
সুষমা কুলভি,	ব্রাহ্মবালিকা স্কুল	১	বিলাসিনী দাস	"	৩
জ্যোৎস্নাময়ী দাস	"	১	সুসন্না স্যামুয়েল	"	১
উমা মৈত্র	"	১	প্রতিভা ঘোষ	"	২
পরিমল সিদ্ধান্ত	"	২	অমলা সিংহ রায়	"	৩
তুহিনিকা ব্যানার্জ্জি	"	১	হিমানী ঘোষ	"	২
অমিয়া দত্ত	"	২	করুণাবালা হোম	"	১
সুখময়ী দত্ত	"	২	বীণাপানি সান্ন্যাল	"	২
মাধুরীলতা রায়	"	১	অরুণকুমারী সিংহ	"	২
তৃপ্তিবালা রায়	"	১	অমিয়া রায়	"	২
সুরুচি দাস	"	১	সুরমা চৌধুরী	"	৩
বাসন্তীলতা বসু	"	১	অমিয়প্রভা দে	"	২
করুণা চক্রবর্ত্তী	"	১	ভাওলেট এমিলিয়া এলচান্সো		অরুণাদ্রে
সুশীলা দাস,	ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিউশন	২	ফ্লোরেন্স এলিজাবেথ চারলোট টারণর		
মণিকুন্তলা সেন	"	১	ওস্‌বরন্		ঐ
সরযু বিশ্বাস,	ভিক্টোরিয়া কলিকাতা	১	কনকলতা দাস,	ইডেন হাই বালিকা ঢাকা	১
নির্ম্মলাবালা হালদার,	ক্রাইষ্ট চার্চ হাই	১	অমিয়বালা দত্ত	"	২
ললিতা রায়,	ডাওসেসন	১	লাবণ্যপ্রভা রায়	"	১
সুজাতা রায়	"	১	অরুবালা সেনগুপ্তা	"	১
জ্যোতিঃপ্রভা ঘোষ	"	১	সুষমা সেনগুপ্তা	"	১
কনকলতা দাসগুপ্তা	"	১	অমিয়বালা নন্দী	"	১
বিভা মিত্র	"	১	জ্যোৎস্না ঘোষ,	প্রাইভেট ডিব্রুগড়	১
নরীন পিটর	"	১	নিরুপমা সেন,	প্রাইভেট, গৌহাটী	২
প্রতিভা দত্ত	"	২	ফ্লোরেন্স ডান্,	শিলং, প্রাইভেট	২
হেমপ্রভা সিংহ	"	২	বেলিসো সিংহ,	শিলচর, প্রাইভেট	২
অমিয়া বসু	"	১	তরুবালা রায়	ঐ	২
গ্ল্যাডিস্ জ্যোতির্ম্ময়ী সেন	"	১	মহম্মদ ইয়াহিয়া খানচৌধুরী,	প্রাইভেট	২
রেণুকা মুখার্জ্জি	"	১	মৃণ্ময়ী বসু,	বিদ্যাময়ী হাই ময়মনসিংহ	১
সৈয়দ মুওয়াইদ্‌জাদা	"	১	লীলাময়ী দাসগুপ্তা	"	১
গ্রেস্ ধরমজিৎ	"	২	লাবণ্যপ্রভা দাস	"	১
জ্যোতির্ম্ময়ী বসু	U. F. C. ট্রেণিং হাই	১	সুধীরা গুহ	"	১
প্রতিভাবালা সিংহ	"	১	স্নেহশোভনা গুপ্তা	"	১
শতদল দাস	"	১	অশ্রুকণা মজুমদার	"	১
প্রভাবতী সরকার	"	২	অমিয়া গুহ,	ডাঃ খাস্তগী হাই চট্টগ্রাম	১
হিমানী সরকার,	বেথুন	১	সরোজিনী দাসগুপ্তা	"	১
রেণুকা ঘোষ	"	২	সুষমা দস্তিদার	"	১
প্রীতিলতা ভট্টাচার্য্য	"	১	সরোজবালা চক্রবর্ত্তী,	মালদহ, প্রাইভেট	২
রেণুপ্রভা বসু	"	২	সুহাসিনী বসু,	পাবনা, প্রাইভেট	১

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 671. July, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৭১ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩২৬। জুলাই, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বরষা-রাতে।

বিরাট আঁধার স্বরগ মর্ত্তে করিয়াছে একাকার,
নীরব, নিথর সারাটী ভুবন, দৃষ্টি চলে না আর!
বিশ্ব কাঁপায়ে হুঙ্কারে মেঘ দূর-গগনের গায়,—
লুকোচুরী খেলা খেলিছে চপলা; পলকে ছুটিয়া যায়!
বিটপি-শীর্ষে বিহগের দল শঙ্কাজড়িত চিতে
আজি দুর্দ্দিনে লভিছে বিরাম আপন কুলায়টিতে।
অর্ব্বুদ কোটী অম্বরে তারা সুপ্তি লভিছে আজি,
ধরণীর শিরে আর না বিতরে স্নিগ্ধ কিরণ-রাজি!
এ হেন সুপ্ত নিশায় জাগিয়া সরোবরে ভেকদল,
নীরবতা ভাঙ্গি ভগ্নকণ্ঠে ফুকারিছে অবিরল।
গাহিছে ঝিল্লী বক্ষ বিদারি হইয়া আপনাহারা
মৃদুলঝঞ্ঝা জগতবাসীরে দিয়ে যেন যায় সাড়া!
বাতায়নপথে অনিমেষে যবে চাহি বিশ্বের পানে,
উদাস হরষ অন্তরে মোর কে যেন বহিয়া আনে!

শ্রীগোপিকাকান্ত দে।

গানের স্বরলিপি।

বেহাগ খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আমার আর ভালো নাহি লাগে—
সংসার-সাহারায় বিচরিনু কত
জরজর প্রাণ মন কাঁদে!
প্রেমের তৃষা হেথা মেটে না-মেটে না,
জীবন-কমল হেথা ফোটে না—ফোটে না,
অকূল প্রেম-সাগর বিনে
(বৃথা) তৃষ্ণা-হরণ আশা জাগে॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১ ২´
সা পা II -পধা -ণা -র্সা -ণধা । -ধপা -পমা গা -া ।
আ মা ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০র আ র্

২ ০ ১
। গা মা পা পগা । পা -মপমপা -গা রসা I সা -া পা -া ।
ভা লো না হি০ লা ০০০০ ০ গে০ স ং সা র

২´ ৩ ০
। পা ধা ণা -া । -র্সা -ণধপা পা ধা । পা পা মা গা I
সা হা রা ০ ০ ০০য় বি চ রি নু ক ত

১ ২´ ৩
গা গা গা গা । মা -া মপা -া । -মা -গা পা -ঋগা ।
জ র জ র প্রা ণ ম০ ০ ০ ন কাঁ ০০

০
। রা সা সা পা II
০ দে "আ মা"

১ ২´ ৩
পা পা II পা না না না । না র্সা র্সর্গা র্রা । র্সা র্সা র্রর্সা র্সা ।
প্রে মে র তৃ ষা হে থা মে টে০ না মে টে না০ জী

০　　　　　　　　১　　　　　　　　২´

। র্সা র্সা র্সা না I ধপা পা পা পা । পনা না র্সা র্সা ।

ব ন ক ম　　ন০ হে থা কো　　টে০ না কো টে

৩　　　　　　　　০　　　　　　　　১

। নধপা সা সপা -া । পা না ধা পা I পা পা ধপা মমা ।

না০০ অ কৃ০ ল　　প্রে ম সা গ　　র বি নে০ বৃথা

২´　　　　　　　　৩　　　　　　　　০

। মা মমা মা মা । মা মা পা মগা । -রা সা সা পা II II

তৃ ষ্ণা০ হ র　　ণ আ শা জা০　　০ গে "আ মা"

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গড়মুক্তেশ্বর।

মিরাট-জেলার অন্তঃপাতী গড়মুক্তেশ্বর-পরগণায় গড়মুক্তেশ্বর-নামে একটী সহর আছে। ইহা গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। জনসংখ্যা ৭৯৬২; তন্মধ্যে ৫৪০১ হিন্দু এবং ২৫৬১ মুসলমান। এখানকার বাটীগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত। বাজারের পশ্চিমদিকে ৪টী পান্থনিবাস আছে। পান্থগণ এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার পরই মদ্য-বিক্রয়ার্থ একটী বাজার আছে। এখানে একটী চিকিৎসালয়ও আছে। এখানকার কূপোদক অতিস্বাদু। ৩০ বা ৪০ ফিট নিম্ন হইতে জল উঠাইতে হয়। চাষই এখানকার লোকদিগের উপজীবিকা। বাণিজ্যবস্তু সামান্তই দেখা যায়। বাঁশ ও বাহাদুরী কাষ্ঠই এখানকার বণিজ্য পদার্থ।

গড়মুক্তেশ্বর হস্তিনাপুরের একটি মহল্লামাত্র। ভাগবত-পুরাণ এবং মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এখানে একটী পুরাতন দুর্গ ছিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি মীরভবনই এই দুর্গটীর সংস্কারক। পারসীক ঐতিহাসিকগণ গড়মুক্তেশ্বরকে একটী সেনা-নিবাস বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এখানে মুক্তেশ্বর-মহাদেব আছেন বলিয়াই স্থানটীর নাম গড়মুক্তেশ্বর। এখানে সুবৃহৎ মন্দির-চতুষ্টয় বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে দুইটী পাহাড়ের উপর এবং দুইটি নীচে। সকল মন্দিরগুলিতেই গঙ্গার মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি শ্বেতপ্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাদের পরিধানে কিংখাপের কাপড়। যাত্রিগণ গঙ্গাদেবীর পূজা করে। মিরাটের সন্নিকটে যে গঙ্গার মন্দির আছে তথায় একটী পূতকূপ দৃষ্ট হয়। বিগতকলুষ হইবার মানসে যাত্রিগণ তথায় স্নান করে। এই মন্দিরের সন্নিকটে ৮০টী সতীস্তম্ভ আছে। পূর্ব্বে এখানে রমণীগণ তাঁহাদিগের মৃত

স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে এখানে একটা মেলা হয়। এই মেলাতে প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ইহার দ্বিগুণ লোক ৬ষ্ঠ বা দ্বাদশ বৎসরের মেলায় এবং তদপেক্ষা অধিক লোক ৫০ বৎসরের মেলায় আইসে। গোমতী অমাবস্যায়, বৈশাখী পূর্ণিমায় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-নবমীতে মেলা হইয়া থাকে। নদীর পরপারে যাইবার জন্ম ফেরী আছে। পূর্ব্বে নদীর উভয়তটে নিবিড় বন ছিল। ব্যাঘ্রগণ তথায় বাস করিত। এখন জঙ্গল আর নাই : সুতরাং ব্যাঘ্রও দেখা যায় না।

চিত্রকূট।

প্রয়াগ হইতে চিত্রকূট যাইতে হইলে মাণিকপুরে নামিতে হয়। G. I. P. রেলওয়ের ট্রেনে চড়িয়া কারউই যাইতে হয়। এখান হইতে চিত্রকূট যাইবার রেল আছে।

বাঁদা-জেলার অন্তঃপাতী কারউই তহসিলে চিত্রকূট পাহাড় অবস্থিত। ইহার অন্য একটি নাম কামতা। পাহাড়ের নিম্নদেশটী তিন মাইল বিস্তৃত। ইহার অর্দ্ধমাইল দূরে পয়স্বিনী নদী প্রবাহিতা। মন্দাকিনী-নামে ইহার একটী শাখা-নদী আছে।

কামতা নাথ শব্দটী কামদানাথ শব্দের অপভ্রংশ। যিনি অর্থীর বাসনা পূর্ণ করেন, তিনিই কামদানাথ-নামে খ্যাত। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এইখানে আসিয়াছিলেন। রামায়ণে আছে, যখন কৈকেয়ীর কথায় রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে বনে পাঠান, তখন রাম গঙ্গাপার হইয়া প্রয়াগে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে চিত্রকূটে প্রস্থান করেন্। চিত্রকূট পঁহুছিয়াই রামচন্দ্র তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণকে একটী কুটীর প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। পর্ণকুটীর তৈয়ার হইলে তাঁহারা দুই ভ্রাতা ও সীতাদেবী এখানে বহুদিন পর্য্যন্ত বাস করেন্। পরে রামানুসন্ধানে ভরত আসিয়া তথায় পঁহুছিলেন্। রামও ভরতকে এড়াইবার নিমিত্ত চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে চিত্রকূটের মহিমা লিখিত আছে। মহাভারত বলেন যে, মন্দাকিনীতে স্নান করিলে লোকে বিগত কল্মষ হয় এবং স্নানান্তে পিতৃ- ও দেব-গণের পূজা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয় এবং মরণান্তে মুক্তিপ্রাপ্তি হয়।

নানাবর্ণের প্রস্তর চিত্রকূটে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই ইহার নাম চিত্রকূট। পর্ব্বতের নিম্নদেশ বেষ্টন করিয়া একটি মঞ্চ আছে। এই স্থানে যাত্রিগণ পরিক্রমা করিয়া থাকে। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে পান্নার রাজা রামচন্দ্র কুণ্ডর এই মঞ্চটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে ৩৩টী স্থান আছে। তন্মধ্যে সাতটীর নাম প্রসিদ্ধ; যথা, (১) কোটীতীর্থ, (২) দেবাঙ্গনা, (৩) হনুমান-ধারা, (৪) স্ফটিক শীলা, (৫) অনসূয়া, (৬) গুপ্ত গোদাবরী এবং (৭) ভরতকূপ। হিন্দুমাত্রেই এই স্থানগুলিতে স্নান ও পূজা করিয়া থাকেন্।

কোটীতীর্থ যাইতে হইলে পাহাড়ের সিঁড়ি চড়িয়া যাইতে হয়। তীর্থস্থানে একটী কুণ্ড আছে। পর্ব্বতের ধারা নিঃসৃত হইয়া এই কুণ্ডে পতিত হইতেছে। যাত্রিগণ

এইস্থানে স্নান করে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই স্থানে কোটী ঋষি যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ইহার নাম কোটীতীর্থ।

হনুমান্‌ধারা :—কোটিতীর্থের পর্ব্বতশ্রেণী বহুদূর-বিস্তৃত। ইহার মধ্যে হনুমান্‌ধারা অতীব মনোরম স্থান। এখানে হনুমান্‌জীর বিশালমূর্ত্তি অবস্থিত। ইঁহার মস্তকের উপর দিয়া পর্ব্বতের ধারা দুইটী কুণ্ডে পড়িতেছে। চারিশত সিঁড়ি না চড়িলে হনুমান্‌ধারায় পঁহুছিতে পারা যায় না; স্থানটি বনস্পতিগণে পরিশোভিত বলিয়া বড়ই মনোরম। এখানে দুই একটি সাধুর বাস দেখা যায়।

স্ফটিক-শীলা :—চিত্রকূটের লোকালয় হইতে এক মাইল দক্ষিণে মন্দাকিনীর তটে প্রমোদ-বন অবস্থিত। এখানে রেঁওয়া নরেশ-নির্ম্মিত লক্ষ্মীনারায়ণের একটী সুন্দর মন্দির আছে। এই বনের এক মাইল দক্ষিণে মন্দাকিনীর বাম তটে প্রস্তরের একটি ঢিবি আছে। ইহাই স্ফটিকশীলা নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, এইস্থানে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত কাকমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সীতাদেবীর স্তনে চঞ্চু-দ্বারা আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু রামায়ণের মতে এ ঘটনাটি গোদাবরীতটে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

অনসূয়াজী :—সীতাপুর হইতে ৮ মাইল দূরে অনসূয়ার মন্দির অবস্থিত। মন্দাকিনীর বামতটে ও পাহাড়ের পাদমূলে দুইটী দেবালয় আছে, তন্মধ্যে একটীতে অনসূয়ার ও অন্যটীতে অত্রিমুনির মূর্ত্তি আছে। যাত্রিগণ ইহার সন্নিকটে এক পান্থনিবাসে বাস করে।

গুপ্ত গোদাবরী :—অনসূয়া হইতে চারি মাইল দূরে গুপ্তগোদাবরী অবস্থিত। এক অন্ধকার-পরিপূর্ণ গুহার মধ্যে সীতাকুণ্ড দেখা যায়। কুণ্ডটী অগভীর। যাত্রিগণ এখানে বসিয়া বসিয়া স্নান করে। ঝরণার জলধারা কুণ্ডটী পূর্ণ হয়। এই গুহার কিছুদূরে এক মন্দির আছে। মন্দিরের অন্ধকার এত গাঢ় যে, বিনা প্রদীপে কিছুই দেখা যায় না। এখানে যাইতে বড়ই কষ্ট হয়। বাহিরে দুইটী কুণ্ড হইতে জলধারা নিঃসৃত হইয়া কিছুদূরে অদৃশ্য হইয়াছে। ইহাই গুপ্তগোদাবরী-নামে খ্যাত।

ভরতকূপ :—গুপ্তগোদাবরী হইতে দেড় মাইল দূরে একটি লোকালয় আছে। ইহাই চৌবেপুর নামে খ্যাত। এখান হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে ভরতকূপ অবস্থিত। ভরত-কূপের সন্নিকটস্থ মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের মূর্ত্তি আছে।

তুলসীদাস-কৃত রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্রকূটে একটি অনাদিসিদ্ধ-স্থল গুপ্ত ছিল। এই স্থানে অত্রিঋষির শিষ্যগণ জলের জন্য কূপ খোদিত করে। রামচন্দ্র স্বীয় অভিষেক অস্বীকার করিলে, ভরতের অভি-ষেকের জন্য নানাতীর্থের জল এই কূপে একত্র করা হয়। এই জন্য ইহার নাম ভরত-কূপ। বলা বাহুল্য, নানাতীর্থোদক-দ্বারা এই কূপটী পূত হইয়াছে।

চিত্রকূটে দুইটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি চৈত্রমাসে এবং অন্যটি কার্ত্তিক-মাসে। পূর্ব্বোক্তটি রামনবমী এবং শেষোক্তটি দিবালীতে (দীপমালিকাতে) হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মাসার্দ্ধে এবং গ্রহণে একটী করিয়া মেলা হয়। এই সময়ে পয়স্বিনী নদীতে স্নান, পর্ব্বতের পরিক্রমা, মহাবীর ও মুখর বৈদ্যের

পূজা হইয়া থাকে। কেহ কেহ চরণ-পাদুকার পূজা করে। এই চরণপাদুকা রামচন্দ্রের পদচিহ্ন বলিয়া খ্যাত। পয়স্বিনী-নদীতটে যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমুদয়ই গঙ্গাপুত্রের প্রাপ্য। ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। অন্যান্য স্থানের পূজা পূজারিগণ প্রাপ্ত হয়েন। পূজারিদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি মহান্ত নামে খ্যাত। এই মহান্তের ৩৯টী নিষ্কর গ্রাম আছে। ইহার বাৎসরিক আয় ২৪ সহস্র মুদ্রা। এতদ্ব্যতীত মিত্ররাজ্যেও মহান্তের অনেকগুলি গ্রাম আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মেলাতে বহুলোকের সমাগম হইত, কিন্তু এখন তাহার তৃতীয়াংশ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, রাজগণ পূর্ব্বকোর ন্যায় তেমন আর মেলায় যান্ না। 'কারুই'এর পেশোয়া-বংশধরগণও এখন দুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে দীপমালিকার সময় ৪৫ সহস্র এবং রাম-নবমীতে ৩০ সহস্র লোকের সমাগম হইত। এক্ষণে পাঁচ সহস্র এবং দশ সহস্র লোকের জনতা হয় মাত্র।

চিত্রকূটের মন্দিরগুলির মধ্যে কতিপয় ইষ্টক- ও কতিপয় প্রস্তর-নির্ম্মিত। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩৬০টী মন্দির আছে। তন্মধ্যে ১০০ ভগ্নাবস্থায় এবং ২৬০টী উত্তম অবস্থায় অবস্থিত। এখানে পূজারীর সংখ্যা ১২০০। স্নানের জন্য ৩০টি ঘাট আছে। চিত্রকূটে যেমন পাণ্ডার সংখ্যা অধিক তেমনি রূপী বাঁদরের। বাঁদরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে ছাদের উপর কাঁটা দিয়া রাখে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটী-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান ;—
চিন্তামগ্ন হেমচন্দ্র একাকী বসিয়া—;
রমার প্রবেশ]

রমা। বাবা!—

হেম। কি মা?

রমা। বাবা!—

হেম। কি বল্‌ছ মা?

রমা। বাবা, আপনি বাড়ী বিক্রী ক'রে আমার—

হেম। হুঁঃ! পাগ্‌লামী ক'র্ত্তে এসেছে!

রমা। বাবা, আমি পাগ্‌লামী করি নি, যথার্থ বল্‌ছি। আমার জন্যে মাথা রাখ্‌বার স্থানটুকু নষ্ট কর্ব্বেন্ না! বাড়ীখানি বেচে আপ্‌নারা যে নিরাশ্রয় হবেন্, আমি তা সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্ব না। আপ্‌নার পায়ে পড়ি, বাবা, এ কাজ কর্ব্বেন্ না।

হেম। মা, কেন তুমি মনে কষ্ট ক'চ্ছ? তুমি মনের মতন স্বামী পাবে, রাজরাণী হয়ে সুখে ঘর কর্ব্বে; আমরা তোমার বিয়ে দিয়ে কাশী-বাস কর্ব্ব। প্রফুল্ল বড় ভাল ছেলে, প্রফুল্লর সঙ্গে বিয়ে হ'লে, তুমি খুব সুখে থাক্‌বে মা!

রমা। বাবা, আপনাদের স্নেহে আমি

অতুল সুখভোগ ক'চ্ছি, এর চেয়ে সুখ আর আমি চাই না। আমি চির-কুমারী থেকে আপনাদের চরণসেবা ক'র্ব্ব, আমাকে এই অধিকার দিন্।

হেম। এ সংসারে কা'র মেয়ে চিরকুমারী আছে মা? বরং পুরুষের পক্ষে এ-কথা খাটে, স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না।

রমা। কেউ কুমারী না থাকে, না থাক্;—আমি থাক্‌বো। আমি সমাজকে দেখাব যে, বাপ্-মার পয়সা না থাক্‌লে মেয়ে কুমারী থাক্‌তে পারে। আপনার পায়ে পড়ি, বাবা, বাধা দেবেন্ না!

হেম। তুমি ছেলেমানুষ, তাই ছেলে-মানুষের মতন কথা বল্‌ছ। এ সব কাজের কথা নয়। আমায় বিরক্ত কোরো না, যাও!

রমা। বাবা, দয়া করুন্, আমার কথা শুনুন্! আপ্‌নি আমার জন্যে নিরাশ্রয় হবেন্ না। আমি চিরকুমারী থেকে আপনাদের চরণ-সেবা ক'রে মনের সুখে দিন কাটাবো! এ সংসারের সুখ কতক্ষণের জন্যে? আমি সুখ, ঐশ্বর্য্য কিছুই চাই না, কেবল আপনাদের চরণ-সেবা ক'র্ত্তে চাই। আপনার এ দুঃখিনী মেয়েকে তা থেকে বঞ্চিত ক'র্ব্বেন্ না! আমাকে এই ভিক্ষা দিন্, আপনার পায়ে পড়ি, বাবা!

(হেমচন্দ্রের চরণ-ধারণ)

হেম। চোপ্‌রাও বেহায়া মেয়ে! আমার সুমুখে বিয়ের কথা বল্‌তে লজ্জা ক'চ্ছে না? আমি তোমায় পরামর্শ দেবার জন্যে এখানে ডাকি নি। যাও, বাড়ীর ভেতর যাও!

[হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন। পরে রমাও ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

(অপর দিক্ দিয়া প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফু। কই রমা ত এখানেও নেই! বাড়ীতে দেখে এলুম্ সেখানেও নেই, এখানেও নেই! তবে গেল কোথায় রমা? রোজই ত' এমন সময় রমা এইখানে থাকে! আজ আসে নি কেন? তাকে নির্জ্জনে দুটো কথা ব'ল্‌ব ব'লে খুঁজ্‌ছি, কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কোথায় গেল? ঠাকুর-বাড়ীতে গেছে কি? ঠাকুর বাড়ীতে ত' কোন কথা বলা হবে না, সেখানে অনেক লোক থাকে। এই বেদীটার উপরে একটু বসি। দেখি রমা আসে কি না!

(বেদীর উপরে উপবেশন)

মানুষের একবার যা যায়, তা' আর ফেরে না। শৈশবে কি সুখের দিনই ছিল! বিমল আনন্দ দিন-রাত্রি কত উপভোগ ক'রেছি। তখন সংসারের ক্লেদে হৃদয় পঙ্কিল হয় নি। এখন ত' আর তেমনটি নেই? এখন সে-সংসারের বাতাস গায়ে লেগেছে, সংসারের ঝড়ে সব উল্‌টে পাল্‌টে দিয়েছে। আর সে দিন ফির্‌বে না! তখন দিনরাত রমার সঙ্গে খেলা ক'রেছি, একসঙ্গে দু'জনে বেড়িয়েছি, কিন্তু এখন আর সে-রকম হয় না। এখন রমা আমার কাছে আস্‌তে লজ্জা করে, একলা তার সঙ্গে কথা কইতে গেলে আমারও সঙ্কোচ হয়! কেন এমন হয়, তাকি কেউ বল্‌তে পারে?

(রমার পুনঃপ্রবেশ)

এস, রমা, তোমাকে একটা কথা বল্‌বার জন্যে আমি অনেকক্ষণ ধ'রে তোমায় খুঁজ-ছিলুম। অনেকক্ষণ এখানে বসে আছি। কাছে এস, একটা কথা শুনে যাও।

রমা। কি কথা?

প্রফু। (উঠিয়া) আমাকে এত ভয়

কেন, রমা? আমার কাছে আস্‌তে এখন তোমার এত লজ্জা হয়!

রমা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি বল্‌ছ?

প্রফু। দেখ রমা, এতদিনে আমার চির-কালের আশা পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে বটে, কিন্তু তা বড় ভয়ঙ্কররূপে। বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন, কিন্তু তোমার বাপের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা চেয়েছেন; আর তিনি বাড়ী বিক্রী করে বাবার সেই নিষ্ঠুর প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে কৃত-সঙ্কল্প হয়েছেন, তা বোধ হয়, তুমি শুনেছ। কিন্তু আমি এমন নির্ব্বোধ, নিষ্ঠুর নই যে, তোমাদের আশ্রয়হীন ক'রে তোমার বাপ, মা, ভাইকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ কোর্ব্বো। বাবাকে অনেক বোঝালুম, আমার বন্ধুদের দিয়ে বিস্তর অনুরোধ করালুম, যাতে ক'রে তোমার বাপের কাছ থেকে এই টাকাটা না নেওয়া হয়, কিন্তু দুঃখের কথা কি ব'লব, রমা, তিনি কিছুতেই তা শুন্‌লেন্ না; উল্টে আমাকে বক্‌তে লাগলেন্। রমা, তোমাকে বিয়ে কো'র্ব্বো, এ আমার চিরদিনের সাধ। আমি অন্য কা'কেও বিয়ে ক'রে সুখী হতে পার্ব্ব না। তাই আমি নিজে মনে মনে একটা মত্‌লব ক'রেছি। আমি দশ হাজার টাকা যোগাড় করেছি। সেই টাকাটা গোপনে তোমার বাবাকে দিয়ে যাব, মনে ক'চ্ছি। তিনি তা আমার বাপ্‌কে দিয়ে তাঁর দারুণ অর্থলিপ্সা দূর করুন্। তিনি কি এ-প্রস্তাবে সম্মত হবেন্ না! আমি তাঁকে টাকাটা ধার দিচ্ছি মাত্র! সময় হলে আমায় ফিরিয়ে দেবেন্। তাঁকে এ-কথা বল্‌তে আমার সাহস হ'চ্ছে না। বড় ভয় হ'চ্ছে। আমি টাকাটা সঙ্গে করে এনেছি। কি করে তাঁকে দিয়ে যাই, বল দেখি? [রমা নীরব]

প্রফু। রমা উত্তর দিচ্ছ না কেন?

রমা। আমি কি বল্‌ব? যত অনিষ্টের মূল আমি। কুক্ষণে আমি জন্মেছিলুম্।

প্রফু। এত আত্মগ্লানির দরকার কি? আমিই তাঁর কাছে যাচ্ছি; তাঁকে কর্জ্জস্বরূপ টাকাটা দিয়ে যাব। তিনি এতেও কি সম্মত হবেন্ না? (প্রস্থানোদ্যত) এই যে তিনি এইখানেই আস্‌ছেন্!

[হেমচন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ ও অলক্ষিতে রমার প্রস্থান]

প্রফু। (কিছু ইতস্ততঃ করিয়া) আপ-নার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

হেম। কি কথা প্রফুল্ল?

প্রফু। আমি কোন দিন আপনাকে কোন অনুরোধ করি নি। আপ্‌নাকে একটা অনুরোধ কর্ত্তে এসেছি। আপনাকে তা রাখ্‌তেই হবে।

হেম। কি বল?

প্রফু। বলুন্ রাখ্‌বেন্?

হেম। তোমার অনুরোধ রাখ্‌ব না? যদি রাখ্‌বার মত হয়, অবশ্য রাখ্‌ব।

প্রফু। দেখুন্, আমি—

হেম। বল্‌তে বল্‌তে চুপ কর্লে কেন, প্রফুল্ল? বল, আমার কাছে লজ্জা কি?

প্রফু। আমার বাবা অন্যায়রূপে আপ-নার কাছে যা চেয়েছেন্, শুন্‌লুম্, আপনি আপনার বাড়ী বেচে, বাবার সেই নিষ্ঠুর প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে চেয়েছেন্।

হেম। হাঁ, বাবা, নইলে ত আর আমার কোনও উপায় নেই।

প্রফু। আমি, আপনাকে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আপনি এ কাজ ক'র্ব্বেন্ না। আমি আপনার কাছে বেশী কি বল্‌ব? বাবার এই নিষ্ঠুরতা স্মরণ করে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত পাচ্ছি, বড় লজ্জিত হয়েছি; আপনার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে।

হেম। সে কি কথা? তোমার লজ্জা কি প্রফুল্ল? আজ্‌কালকার বাজারে টাকা খরচ না কর্লে কি মেয়ের বিয়ে হয়? তোমার মত পাত্রের হাতে রমাকে দিতে পার্লে, আমি নিশ্চিন্ত হব। সে-জন্যে তোমার লজ্জার কারণ কিছুই নেই।

প্রফু। বাড়ী বিক্রী না করে, আমার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিয়ে আমার বাবাকে দিন্। বাড়ী বিক্রী কর্ব্বেন্ না। আপনার যখন সময় হবে, তখন আমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দেবেন্।

হেম। প্রফুল্ল! তোমার হৃদয় উদার, মহৎ। তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু প্রফুল্ল! তোমার অনুরোধ রাখ্‌তে আমি অসমর্থ। এর নাম প্রবঞ্চনা। তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তোমার বাপ্‌কে দোব? না বাবা, সে অধর্ম্ম আমি কর্ত্তে পার্ব্ব না। এ-সংসার ক'দিনের জন্যে? বাড়ী-ঘর, ধন, ঐশ্বর্য্য, কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়? সকলই ত গিয়েছে, না হয়, বাড়ীখানাও যাবে। এ-সব ত মানুষের সঙ্গে যাবে না। একমাত্র ধর্ম্মই মানুষের ইহ-পরকালের সঙ্গী—সহায়। জেনে শুনে, আমি এমন অধর্ম্ম কর্ত্তে পার্ব্ব না।

প্রফু। একে অধর্ম্ম কি? আমিও ত আপনার সন্তান!

হেম। প্রফুল্ল! ক্ষমা কর। এতে আমার মন বল্‌ছে অধর্ম্ম, প্রাণ বল্‌ছে অধর্ম্ম। আমায় এ-কাজ কর্ত্তে তারা নিষেধ কচ্ছে।

প্রফু। আপনি অনুগ্রহ ক'রে কর্জ্জ-স্বরূপ এ টাকাগুলি নিন্; এর পর সুবিধা হ'লে আমায় দেবেন্। (এক তাড়া নোট প্রদানে উদ্যত)

হেম। এ টাকা আমি যে পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্ব, সে আশা আর আমার নেই, প্রফুল্ল! দেখতেই ত' পাচ্ছ চারিদিকে কু-গ্রহ সকল আমায় ঘিরে রেখেছে। যদি আমার অন্য উপায় থাকৃত, তাহলে বাড়ী বেচ্‌তুম্ না। আমার রমা সুখে থাক্‌লেই আমি সুখী হব। আমার রমাকে তুমি সুখী কর। আমাকে ও অনুরোধ আর ক'র না। আমি রাখ্‌তে পার্ব্ব না। রমাকে সৎপাত্রে দেওয়া আমার কঠোর কর্ত্তব্য। তোমরা পাঁচ-জনে মিলে আমাকে সে কর্ত্তব্য হ'তে ভ্রষ্ট কর না।

[প্রস্থান]

প্রফু। (স্বগত) আমি আগেই ভেবে-ছিলুম্! আমি তোমায় চিনি। যাক্—সব আশা ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যাই হোক্, বাড়ী বিক্রী ক'র্ত্তে কিছুতেই দোব না। প্রেমের জন্যে মনুষ্যত্ব-বিসর্জ্জন দিতে পার্ব্ব না। এত নীচ আমি নই। যদি কিছু না কর্ত্তে পারি, একটী ভাল ছেলের সঙ্গে রমার বিয়ে দোব। আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেক আছে, যাঁ'রা পয়সা না নিয়ে গরীবের মেয়ে বিয়ে ক'র্ত্তে প্রস্তুত। তা'র পর আমার—! যাক্,

সে চিন্তা আর ক'র্ব্ব না। তা'হ'লে হয়ত কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হ'তে হবে।

[বহুক্ষণ পরে রমার পুনঃপ্রবেশ]

রমা। নারী-জন্মে ধিক্! যা'র জন্যে বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজনকে কষ্ট পেতে হয়, সে-জন্মে সহস্র বার ধিক্! কেন ভগবান্ গরীবের মেয়েকে চিরকুমারী থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দেন্ নি? বাবা আমার জন্যে মাথা রাখ্‌বার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট ক'র্ত্তে বসেছেন, কিন্তু আমি বাবাকে কিছুতেই এ কাজ ক'র্ত্তে দেব না। সংসারের সুখ-ঐশ্বর্য্য আমি কিছুই চাই না; প্রফুল্লর আশা-পর্য্যন্ত আমি অনায়াসে ত্যাগ ক'র্ত্তে পার্ব্ব। কিন্তু আমার বাপ মা, ভাই যে গৃহ হীন হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, আমি তা দেখ্‌তে পার্ব্ব না। এর প্রতিবিধান আমাকে ক'র্ত্তেই হবে। মেয়েমানুষ ব'লে কি কোন ক্ষমতাই নেই? (সম্মুখে দেখিয়া) এ কে!—প্রফুল্ল এখানে! প্রফুল্ল! আমায় ভুলে যাও, ভাই! অভাগিনীর স্মৃতি হৃদয় থেকে মুছে ফেল দাও, ভাই!

প্রফু। (স্বগত) রমা! আশৈশব তোমায় ভালবাসি। তুমি আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে ব'সে আছ। কেমন ক'রে তোমায় ভুল্‌ব? কিন্তু অন্য উপায় নেই। প্রেমের জন্যে কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিতে পার্ব্ব না। (প্রকাশ্যে) হাঁ, রমা! যেমন করেই হোক্ পরস্পর পরস্পরকে ভুল্‌তেই হবে। না হলে উভয়েরই অনিষ্ট। আমি আমার জন্যে ভাবি না। ভাবনা তোমার জন্যে! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যাঁর গৃহলক্ষ্মী হবে, তাঁকে যেন সুখী ক'র্ত্তে পার; নিজেও যেন সুখী হও। তবে আজ বিদায় দাও, রমা! এ-জীবনে আর দেখা হবে না। (প্রস্থান)

রমার গীতি—

শৈশবের প্রীতি, প্রণয়ের স্মৃতি
ভুলে যাও সখা, মনে রেখ না!
মিছে ভালবাসা, মিছে প্রেম-আশা,
প্রাণে যাগে শুধু বেদনা!
সুখের আশায় বৃথা দিন যায়,
এখানে পূরে না বাসনা;
জুড়াইতে তাই, সেথা যেতে চাই,
যেথা গেলে যায় যাতনা!

পঞ্চম দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বৈঠকখানা।

হেমচন্দ্র, সর্ব্বেশ্বর ও হরিদাস।

সর্ব্বে। বাবু, যা শুন্‌ছি তা কি সত্যি?

হেম। (বিরক্তি-সহকারে) কি শুন্‌ছ সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। আজ্ঞে আপনি না কি বাড়ী বেচে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে রমার বিয়ে দেবেন্?

হেম। হাঁ, এ কথা সত্যি।

সর্ব্বে। হায়! এ যে কঠোর সত্যি বাবু! এ কথা মিথ্যা হলেই ভাল হ'ত।

হেম। কেন বল দেখি?

সর্ব্বে। কেন? বাড়ীখানি বিক্রী করলে আপনাদের কি হবে, একবার ভেবে দেখেছেন্ কি?

হেম। ভেবেছি বই কি! না ভেবে এ কাজ করি নি।

হরি। (উত্তেজিত-স্বরে) কি ভেবেছেন্ বাবু? আমার মাথা আর মুণ্ডু! কি ভেবেছেন্? দুঃখে কষ্টে পড়ে আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধি লুপ্ত হয়ে গেছে।

হেম। বৃথা আমাকে তিরস্কার ক'চ্ছ

তোম্‌রা। বৃথা! রমা কত বড় হয়েছে, সেটার হিসেব তোমরা রেখেছ কি ? রমা যে ১৬।১৭ বছরে পড়্‌তে চল্‌লো।

হরি। তা হোক্। এত বড় হয়েছে, না হয়, আরও একটু বড় হবে। আর দু'বছর পরে সময়টা একটু ভাল হ'লে, তখন রমার বিয়ে দিলে হয় না ?

সর্ব্বে। বাবু, বাড়ী বেচ্‌লে কি আর হবে ? সুবোধ কোথায় দাঁড়াবে ? আপনারা কোথায় দাঁড়াবেন্ ?

হেম। স্ত্রীপুত্রের হাত ধ'রে রাস্তায় দাঁড়াব, কাশীবাসী হব, তবু আমাকে এ কাজ কর্ত্তেই হবে, সর্ব্বেশ্বর! কর্ত্তব্য-সাধন কর্ত্তেই হবে। লোকে আমাকে সমাজচ্যুত করেছে, আমায় দেখ্‌লে লোকে হাসে, টিট্‌কারী দেয়। এ-সব আর আমার সহ্য হয় না। মানুষের প্রাণে আর কত সয়, বল ?

হরি। দোহাই বাবু। আপ্‌নার পায়ে পড়ি বাবু, বাড়ীখানি বেচ্‌বেন না। সুবোধের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে এইটুকু আছে। এ থেকে তাকে বঞ্চিত ক'র্ব্বেন্ না। এ বাড়ীতে ঢুকতে আমার কত আহ্লাদ হয়! এ আপনার বাড়ী নয়, আমার সুবোধের বাড়ী। এই বাড়ীতে আপ্‌নাদের নিয়ে কত সুখে কাটিয়েছি! আজ যে আপনি এ বাড়ী বিক্রী ক'রে ছেলে-পুলে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবেন্, তা আমার প্রাণে সইবে না। তার চেয়ে রমা চিরকাল আইবুড় হ'য়ে থাকে, সেও ভাল।

হেম। (বিরক্তির সহিত) তোমরা সকলেই ব'লছ, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না, বাড়ী বিক্রী ক'র না।' গিন্নী বল্‌ছেন, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', মেয়ে বল্‌ছেন, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', জামাই বল্‌ছেন্, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', তোমরাও বল্‌ছ, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', কিন্তু বাড়ী না বিক্রী করে কি করি বল ?

সর্ব্বে। দিন কতক একটু সবুর করুন্, অন্য উপায় হবে। অন্য উপায়ে রমার বিয়ে দিন্।

হেম। উপায় কি ? মেয়ের বিয়ে ত দিতেই হবে ? লোকের কাছে যে মুখ দেখাতে পার্চ্ছি না ? সমাজচ্যুত হয়েও রক্ষা পাই নি; লোকের টিট্‌কিরির জ্বালায় বাড়ীর বার হ'তে পারি না। খুনী ডাকাতেরও এমন অবস্থা হয় না। আমার যে কি যন্ত্রণা, তা তোমরা কি বুঝ্‌বে ? এদিকে মেয়েরও ১৬।১৭ বছর বয়স হতে চল্‌লো। জাত-কুল যেতে বসেছে! বাপ্-ঠাকুরদাদার নাম ডুবুবো কি ? তোমরাই বল ?

সর্ব্বে। তা' কেমন ক'রে বল্‌ব বাবু ? বংশের মর্য্যাদা আগে রাখ্‌তে হবে। তবে বল্‌ছিলুম কি, দিনকতক অপেক্ষা ক'লে ভাল হ'ত। চেষ্টা ক'লে যদি দু'তিন হাজার টাকায় অন্য সৎপাত্র পাওয়া যেত!

হেম। আজ কালকার বাজারে দু'হাজার টাকায় ভাল ছেলে মেলে না। ছেলের বাজার বড় চড়া। আর দু'তিন হাজার টাকায় যে-সব ছেলে পাওয়া যায়, তেমন ছেলের হাতে রমাকে দিতে পার্ব্বো না! বাপ্ হয়ে মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পার্ব্বো না। বৃথা বল্‌ছ তোমরা, আমি স্থিরসঙ্কল্প। জানইত আমি যা ঠিক্ করি, তার কখনও নড়্‌ চড়্‌ হয় না। (প্রস্থান; অপর দিক্ দিয়া সর্ব্বেশ্বর ও হরিদাসের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর ;—

সুসজ্জিতা রমা।

রমা। জীবনের সাধ, জন্মের সাধ, এ পৃথিবীর সাধ, আজ আমায় মিটিয়ে নিতে হবে! এ পৃথিবীর আলো, চাঁদের হাসি, ফুলের শোভা আর দেখ্‌তে পাব না। এই শেষ দেখা! যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কি এ-সব নেই? কে জানে? থাক্ আর নাই থাক্, এ পৃথিবী থেকে আজ আমায় বিদায় নিতে হবে, তাই আজ মনের সাধে সেজেছি। এক দিন ত' এ প্রাণ যাবেই, তবে আর এর জন্যে এত মায়া কেন? যেতে যখন হবে, তখন দিন থাকতে যাওয়াই ভাল! ভগবান্! নারীজন্ম বড় পরাধীন, তোমার সংসারে আর নারীর সৃষ্টি করো না! নারী-জন্মের এত জ্বালা! মেয়ে জন্মালে যদি বাপ্-মা ভাইকে এত কষ্ট পেতে হয়, তবে তোমার পৃথিবী থেকে মেয়ের সৃষ্টি লুপ্ত ক'রে দাও। আমার জন্যে আমার বাপ্-মা, কোলের ভাই আশ্রয়হীন হয়ে পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি সুখভোগ কর্ব্বো? না না, তা কখনও হবে না। আপনি নিরাশ্রয় হ'য়ে বাবা কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হবেন, লোকনিন্দার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ কর্ব্বেন, সমাজের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন, আর যত অনিষ্টের মূল আমি উচ্চশিক্ষিত রূপ-গুণবান্ স্বামী নিয়ে সুখে ঘরকন্না ক'র্ব্ব! কেন? নারী কি এতই হেয়? এতই অপদার্থ? এত ঘৃণিত স্বার্থপর! নারী-জন্মে কি মনুষ্যত্ব থাকে না? নারীর প্রাণে কি কোন শক্তিই নেই? আমাদেরই দেশের মেয়েরা একদিন গৌরবের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেছিল, তারা শাস্ত্র-চর্চ্চায় ঋষিদের পরাস্ত ক'রেছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে দীপ্ত বীর পুরুষকেও পরাজিত ক'রেছিল, আবার দরকার হলে হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের প্রাণ জলন্ত আগুনে বিসর্জ্জনও দিয়েছিল। আমিও সেই দেশের মেয়ে, আমিও দেখাব, এখনও হিন্দুর কন্যার প্রাণে শক্তি আছে। তারা মর্‌তেও ভয় করে না! আর নিষ্ঠুর সমাজও দেখুক্, মেয়ের জন্যে বাপ্‌কে পথে বস্‌তে হয় না। তারা নিজের উপায় নিজে ক'র্ত্তে জানে। প্রফুল্লর হৃদয় কি উদার, কি মহৎ! টাকা নিয়ে বাবাকে কত সাধা-সাধি কর্লেন্, ধার দিতে চাইলেন্! বাবা নিলেন্ না। কেন নেবেন্? এত ধার নেওয়া নয়, ভিক্ষা নেওয়া। এত টাকা বাবা এখন কি ক'রে শুধ্‌বেন্? তিনি ভিক্ষা নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন্? ছিঃ ছিঃ—কেন তিনি একাজ ক'র্ব্বেন্? বাবার কাজ বাবা ক'রেছেন্। সমাজ যদি আমাকে অবিবাহিতা থাকতে না দেয়, আমাকে স্বাধীনতার মুক্তবাতাস উপভোগ কর্ত্তে না দেয়, তবে এইবার আমার কাজ আমি কোর্ব্বো। বাড়ীর লেখা-পড়া সব শেষ হয়ে গেছে, পরশু রেজিষ্ট্রী হবে ; আজ আমাকে না গেলেই নয়। আর এ পৃথিবীর মায়া কর্লে চল্‌বে না। অন্য পথ আর নাই। মা, মা, বাবা, তোমাদের আদরের রমা আজ চল্‌লো! যাবার সময় তোমাদের একবার বলে যেতে পার্লে না। বল্‌লে ত আর তোমরা যেতে দেবে না! প্রাণের ভাই সুবোধ! আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না, ভাই! একদণ্ড আমার

কাছ নইলে থাক্‌তে পার্ত্তিস্ না, আজ আমি তোকে জন্মের মতন ছেড়ে চলেছি। রাগ করিস্ নি ভাই!—প্রফুল্ল! প্রিয়তম! এ জন্মে আমাদের মিলন হল না! যেন জন্মান্তরে তোমায় পাই! অভাগিনীকে ভুলে যাও, তুমি সুখী হও। (করযোড়ে) ভগবান্! অবলাকে ক্ষমা কর। জানি না, কোথায় যাচ্ছি!—তোমার নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় আলোকে কি অনন্ত অন্ধকারে! কিন্তু কি করি! উপায় কি! না, আর না, এই ঠিক্ সময় হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে! যাই, যাই! কেউ দেখ্‌তে পাবে না। হে দেবি—! অভাগিনীকে কোলে স্থান দিও, সতি! (প্রস্থান)

[প্রফুল্লর প্রবেশ]

প্রফু। শৈশবকাল থেকেই এই বাড়ীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! এর ঘর, দালান, বাগান, পুখুর, প্রত্যেক স্থানটী আমার ভালবাসার সামগ্রী। সবলের চেয়ে ভালবাসতুম্ সেই ফুলটী! সযত্নে সেই ফুলটীকে রক্ষা ক'রেছি! আশা ছিল, এক দিন হৃদয়ে ধারণ কোর্ব্বো। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হ'ল না। এমন কি পুণ্য ক'রেছি যে, সেই অমূল্য রত্ন লাভ কোর্ব্বো? অথচ ইচ্ছা ক'র্লেই এখনও পাই! কিন্তু তা হ'লে একটী ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করা হবে। এ সামান্য লোক নয়। এমন পুণ্যাত্মা, ধর্ম্মভীরু, উদার, মহৎ লোক সংসারে বিরল! এমন লোককে গৃহহীন ক'রে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করা পশুর কাজ। আমি মানুষ হ'য়ে তা কেমন করে কর্ব্ব? না, তা' কথনই পার্ব্ব না। যেমন ক'রে হোক্ রমাকে ভুল্‌বই। তা' না হ'লে বৃথা আমার শিক্ষা, বৃথা আমার চরিত্র গঠন, বৃথা আমার জন্ম। পুরুষ হ'য়ে এটুকু সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্ব না? নিশ্চয় কর্ব্ব! এ-সব নভেলি প্রেম আমার সাজে না। হায়! আগে আমি নভেলের প্রেমের কথা শুনে হেসে উঠ্‌তুম; ভাব্‌তুম, সে আবার কি!—কবির কল্পনামাত্র। কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি, 'ভালবাসা' ব'লে একটা জিনিব আছে, আছে। তা' চ'খে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, হাতে স্পর্শ করা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাসিকায় ঘ্রাণ করা যায় না, জিহ্বায় আস্বাদ করা যায় না, কিন্তু প্রবলভাবে অনুভব করা যায়। কবি বলেছেন, 'ভালবাসা' স্বর্গীয়,—লাভ ইজ্ হেভ্‌ন, এণ্ড হেভ্‌ন ইজ লাভ—("Love is heaven and heaven is love") সে কথা ভুল। ভালবাসা বড় ভীষণ জিনিষ। ভালবাসা মানুষকে অন্ধ করে, দিগ্-বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য করে, কর্ত্তব্যভার ভুলিয়ে দেয়। আমিই জানি, হৃদয়ের সঙ্গে কি যুদ্ধ ক'চ্ছি। যাক্,—আবার সে চিন্তা কেন? মনে করেছিলুম, রমার সঙ্গে শেষ দেখা ক'রে যাব, কিন্তু তা' আর যাব না। তা'তে কোনও লাভ নেই; তাকে যন্ত্রণা দেওয়া মাত্র। তা'র হৃদয় আমি জানি, সে আমায় কত ভালবাসে, তা' জানি। সে ত আর নিতান্ত বালিকা নয়! তা'তে তা'র মহান্ অনিষ্ট। আমি তাকে ভালবাসি, কেমন ক'রে তার অনিষ্ট কর্ব্ব? আর আমার এথানে থাকা উচিত নয়। কি জানি, আমার অনিচ্ছায় আমার প্রাণ যদি তা'র কাছে আমায় টেনে নিয়ে যায়। শীগ্‌গির আমি বিদেশে চলে যাব। তবে এখানকার

কাজটা শেষ ক'র্ত্তে হবে। রমার বিয়ের ঠিক্ ক'রে ফেলেছি ; তা দিয়ে যেতে হবে। এ রত্নহার যে গলায় পর্ব্বে, সে ভাগ্যবান্। —তা'র অদৃষ্টেই আছে। একবার হেমবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। তাঁকে ব'লে আসি, বাড়ী বিক্রী ক'র্ত্তে হবে না, আমি সৎপাত্র ঠিক্ করেছি। আপনার একটী পয়সাও দিতে হবে না।

[বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে]

এ কি! বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তে বুক কাঁপ্‌ছে কেন? হৃদয়, স্থির হও, আমায় জ্বালাতন ক'র না। তা হ'লে তোমায় উপ্‌ড়ে ছিঁড়ে ফেলব। রমা? রমা আমার কে? কেউ নয়। সে আমার কেউ নয়—পরম শত্রু!—

[হরিদাসের বেগে-প্রবেশ]

হরি (ব্যস্তভাবে) এ কে! প্রফুল্লবাবু? সব শেষ! (সক্রন্দন) রমার ভস্মাবশেষ!—

* * * *

অন্নপূর্ণা। (সক্রন্দন) রমা রমা, মা আমার, কোথায় গেলি? আমায় সঙ্গে নিয়ে যা। আমায় ছেড়ে যে তুই একদণ্ড থাক্‌তে পার্তিস না মা, কেমন ক'রে জন্মের মতন ছেড়ে চল্‌লি? ও :—মা গো, আমার কি হ'ল? আমি কোথায় যাব! বাপ্‌রে!—

সপ্তম দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

হেমচন্দ্রের প্রবেশ।

হেম। সব ফুরিয়ে গেছে, সব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে! আর কোনও আত্মীয় জান্‌তে আসে না, আমার মেয়ের বিয়ে হ'ল কি-না! মেয়ে বড় হ'য়েছে বলে আর কোন বন্ধু আত্মীয়তা ক'র্ত্তে আসে না। সব চুপ চাপ্, সমস্ত নীরব নিস্তব্ধ! সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছে! এত দিন ভাবনায় কারও ঘুম হ'ত না, আজ আমার স্বদেশবাসীরা নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে ঘুমুচ্ছে। এ বাংলা রসাতলে যাক্। যে-দেশের লোক পরনিন্দা পরকুৎসা নিয়েই থাকে, পর-পীড়নে যে দেশের লোকের উল্লাস, পরচর্চ্চায় যে দেশের লোকের উৎসাহ, যে দেশে কেউ কারও ভাল দেখ্‌তে পারে না—যে দেশে মানুষ মানুষের হিংসা করে, যে দেশের লোকের আত্মোন্নতির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা নাই, নিজের অধঃপতন নিজে বুঝ্‌তে পারে না, সে দেশ উৎসন্ন যাক্। রমা, আমার রমা কোথায় গেল? রমা, রমা, আয়, একবার কাছে এসে দাঁড়া; একবার 'বাবা' ব'লে ডাক্! তুই চিরকুমারী হয়ে থাক্‌তে চেয়েছিলি, কেন তোকে আমি তা' রাখি নি? তা'হলে ত এমন ক'রে হৃদয় জ্বল্‌ত না। আমিই তোকে মেরে ফেলেছি। আমি বাপ্, তোকে সৎপাত্রে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য, আমি তা পারি নি! আমাকে নিষ্ঠুর সমাজের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যেই আমার স্নেহময়ী কন্যা আত্মবলি দিয়েছিস্।

[প্রফুল্লর প্রবেশ।]

কে?—প্রফুল্ল? প্রফুল্ল, কে আমার এমন সর্ব্বনাশ ক'র্লে? আমি ত কারও কোন অনিষ্ট করি নি?

প্রফু। আপনি জ্ঞানী। আপনাকে আর আমি কি বোঝাব? সে পাপ-সংসারের নয়, কেন সে এ পাপ-সংসারে থাক্‌বে? দু'দিনের জন্যে এসেছিল, নিজের মহত্ত্ব দেখিয়ে কাজ করে চলে গেছে। তা'র এ আত্মহত্যা নয়, এ আত্মবিসর্জ্জন।

হেম। ঠিক্ বলেছ। সে স্বর্গের দেব-বালা। আমি সংসারের অধম জীব, তাই সে ঘৃণায় আমায় ছেড়ে চলে গেছে!

প্রফু। আপনি কাতর হবেন্ না। রমা সংসারে অক্ষয়কীর্ত্তি রেখে গেছে। তার এ অদ্ভুত আত্মত্যাগ সমাজের গায়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাক্‌বে। তা'র এই আত্ম-বিসর্জ্জন অন্ধ সমাজের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে। জানবেন্, অমঙ্গলের ভিতরেও ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত নিহিত আছে।

হেম। ভুল প্রফুল! ভুল! সব ভুল! আমাদের সমাজের চো'খ ফুট্‌বে? তা' তুমি মনেও স্থান দিও না। আমরা জোরে কলম চালাতে পারি, বক্তৃতার স্রোতে দেশ ভাসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কার্য্যকালে আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না। এই হচ্ছে আমাদের স্বভাব, এই আমাদের ধর্ম্ম, এই আমাদের নীতি, এই আমাদের অস্থি-মজ্জাগত গুণ। যুগ-যুগান্তরেও এ নীতির ব্যতিক্রম ঘট্‌বে কি না সন্দেহ!

[যবনিকা-পতন]

(সমাপ্ত)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

জিজ্ঞাসা।

মানস-নন্দনজাত কল্প-লতিকার
একটি কুসুম যদি দিই উপহার
পদপ্রান্তে, মহারাজ! তুমি স্নেহ হাসি,
তুলে কি নেবে না তা'রে আদরে সম্ভাষি?

হৃদয়-গহনপ্রান্তে ভাবের দেউলে,
সহসা কখনো যদি দীপখানি জ্বলে
ভকতি অমৃতদীপ্ত, আরতির তরে,
তোমারে কি পাইব না বিজন মন্দিরে!

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা।

আতুরের ভিক্ষা।

আমি পাতকী বলিয়া করিও না হেলা,
রাখিও না দূরে ফেলিয়া হে,
আমার পাপের মাঝারে বসতি বলিয়া
ঘৃণায় যেও না চলিয়া হে!
আমার দিবস যামিনী বৃথা কাজে যায়,
তোমারে থাকি গো ভুলিয়া হে,
এ জগতে হায়, বড় পাপী আমি,
রাখিও না পায়ে ঠেলিয়া হে!
মনে হয়, বুঝি, কেহ নাই মোর,
একাই চলেছি আঁধারে হে;
শুনেছি হে তুমি অগতির গতি,
তুমি কি ছাড়িবে আমারে হে?
সম্বলহীন সহায়-বিহীন
মোর ভরসা তোমার চরণ হে,
তাই আর্ত্ত কাতরে ডাকে বারে বারে,
মাগে গো তোমার শরণ হে!
দীন হতে দীন, অতিদীন আমি,
মোরে হের প্রভু, আঁখি মেলিয়া হে,
অধম-তারণ পতিত-পাবন,
কোলে মোরে লহ তুলিয়া হে!

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু জ্যোতিষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সূর্য্যের পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণ-পথটী ক্রান্তি-বৃত্ত বা রাশিচক্র-নামে অভিহিত। অন্য গ্রহগণের পৃথক্ পৃথক্ ভ্রমণের পথ আছে; তাহাদিগকে সেই সেই গ্রহের বিমণ্ডল বলে। কিন্তু তাহাদেরও পরিমাণ গণনা-দ্বারা রাশিচক্রেই স্থিরীকৃত হয়। অশ্বিনী নক্ষত্র রাশিচক্রের আদি। ইহা হইতেই মেষ বৃষাদি দ্বাদশ রাশি গণিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাশিচক্রে ৩৬০ অংশ, তাহাতে ১২ রাশি; সুতরাং প্রতি ৩০ অংশে এক একটী রাশি হইয়া থাকে।

রাশির নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে।—

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা,
তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ মীন।

রাশিচক্রে ২৭টী নক্ষত্র কল্পিত হয়। এজন্য ৩৬০ অংশকে সমান ২৭ ভাগ করিলে প্রতি ১৩ অংশ ২০ কলাতে (৬০ কলায় ১ অংশ) এক একটী নক্ষত্র হইয়া থাকে। নক্ষত্রগণের নাম—১। অশ্বিনী, ২। ভরণী, ৩। কৃত্তিকা, ৪। রোহিণী, ৫। মৃগশিরা, ৬। আর্দ্রা, ৭। পুনর্ব্বসু, ৮। পুষ্যা, ৯। অশ্লেষা, ১০। মঘা, ১১। পূর্ব্বফল্গুনী, ১২। উত্তরফল্গুনী, ১৩। হস্তা, ১৪। চিত্রা, ১৫। স্বাতী, ১৬। বিশাখা, ১৭। অনুরাধা, ১৮। জ্যেষ্ঠা, ১৯। মূলা, ২০। পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১। উত্তরাষাঢ়া ২২। শ্রবণা, ২৩। ধনিষ্ঠা, ২৪। শতভিষা, ২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ, ২৬। উত্তরভাদ্রপদ, ২৭। রেবতী।

প্রত্যেক রাশি রাশিচক্রের ১২ ভাগের এক ভাগ। প্রত্যেক নক্ষত্র রাশিচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ। এজন্য $\frac{২৭}{১২}$ বা ২$\frac{১}{৪}$ অর্থাৎ প্রত্যেক সওয়া দুই নক্ষত্রে এক একটী রাশি হইয়া থাকে।

অশ্বিনী, ভরণী, ও কৃত্তিকার প্রথম পাদ (চতুর্থাংশকে পাদ বলে) মেষ-রাশি। এইরূপে কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ, রোহিণী ও মৃগশিরার প্রথমার্দ্ধ বৃষরাশি। মৃগশিরার শেষার্দ্ধ, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসুর প্রথম তিন পাদ মিথুনরাশি। পুনর্ব্বসুর শেষ পাদ, পুষ্যা ও অশ্লেষা কর্কট-রাশি। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনীর প্রথম পাদ সিংহরাশি। উত্তরফল্গুনীর শেষ তিন পাদ, হস্তা ও চিত্রার প্রথমার্দ্ধ কন্যারাশি। চিত্রার শেষার্দ্ধ, স্বাতী ও বিশাখার প্রথম তিনপাদ তুলারাশি। বিশাখার শেষপাদ, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা বৃশ্চিক-রাশি। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার প্রথম চরণ ধনুরাশি। উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিন চরণ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার প্রথম অর্দ্ধেক মকররাশি। ধনিষ্ঠার শেষ র্দ্ধ, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদের প্রথম তিন পাদ কুম্ভ। পূর্ব্বভাদ্রপদের শেষ পাদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী মীনরাশি নামে অভিহিত হয়।

সূর্য্য এক বৎসরে বা ১২ মাসে রাশিচক্র অর্থাৎ ১২ রাশি পরিভ্রমণ করেন্; এজন্য এক রাশি অতিক্রম করিতে সূর্য্যের যত সময় লাগে, তাহাই এক মাস। মেষ-রাশিতে সূর্য্য অবস্থান করিলে বৈশাখ মাস, বৃষরাশিতে থাকিলে জ্যৈষ্ঠ মাস ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার ১২ মাসে ১২ রাশি-ভোগ পূর্ণ হয়।

ইহার কাল ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩২ পল (৬০ পলে ১ দণ্ড) অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট।

৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩২ পলকে সমান ১২ ভাগ করিলে গড়ে ৩০ দিন ২৬ দণ্ড ১৮ পল, এক মাসের দিনসংখ্যা হয়। কিন্তু সূর্য্যের গতি প্রতিদিন সমান নহে। গতির হ্রাস হইলে অধিক সময়ে ও গতির বৃদ্ধিতে অল্পদিনে রাশি-ভোগ সমাপ্ত হইয়া থাকে।

সূর্য্যোদয়-সময়ে সূর্য্য যে রাশিতে অবস্থিত সম্পূর্ণ দিনটী রাশি-অনুসারে সেই মাসের তারিখরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা সংক্রান্তি-দিবসে অহোরাত্রের ভিতরে যে কোন সময়ে সংক্রান্তি অর্থাৎ সূর্য্যের অন্য রাশিতে গমন হইলেও সূর্য্যোদয়-রাশি অনুসারে সম্পূর্ণ দিনটী পূর্ব্বমাসের ভিতর থাকে। এইরূপে ২৯ দিন হইতে ৩২ দিন পর্য্যন্ত মাসের দিন সংখ্যা হইয়া থাকে।

আমাদের বঙ্গদেশে যেরূপ সূর্য্যের মেষ-বৃষাদি-রাশিভোগ অনুসারে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি সৌর মাস ও তাহার দিনসংখ্যা-দ্বারা মাসের তারিখ গণিত হয়, আসাম, উড়িষ্যা এবং পঞ্জাবেও সেইরূপ সৌর মাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশে চান্দ্র মাস অনুসারে মাস-ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত।

চান্দ্র মাসে দুইটী পক্ষ। যে পক্ষে চন্দ্র ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহার নাম কৃষ্ণপক্ষ এবং যে পক্ষে চন্দ্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহার নাম শুক্লপক্ষ। কৃষ্ণ-পক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে একটী গৌণ চান্দ্র মাস হয়। এই গৌণ চান্দ্রের তিথি তাঁহারা তারিখের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিকে মুখ্য চান্দ্র মাস বলে। ইহার তিথি তারিখের ন্যায় ব্যবহৃত হয় না; কেবল কোন কোন ধর্ম্মকার্য্যে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ১২টী মুখ্য চান্দ্র মাসে এক চান্দ্র বৎসর হয়। যে-বৎসরে মলমাস হয় অর্থাৎ যে-বৎসরে কোন সৌরমাসে দুইটী শুক্ল প্রতিপদ্ আরম্ভ হয়, সেই বৎসরে একটী চান্দ্র মাস অধিক হয়। এই অধিক চান্দ্র মাসটীকে মলমাস বলে। এ-নিমিত্ত সেই বৎসরে ১৩টী চান্দ্র মাসে এক চান্দ্র বৎসর হইয়া থাকে। চৈত্র-মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে চান্দ্র বৎসরের আরম্ভ হয়। শকাব্দ ও বঙ্গদেশের সন, উড়িষ্যার বিলায়তী প্রভৃতি বৎসর সৌরমাস হিসাবে এবং সংবৎ, হিজরী প্রভৃতি চান্দ্রমাস-হিসাবে গণিত হয়।

তিথি-অনুসারে তারিখের ব্যবহার অত্যন্ত অসুবিধাজনক। কারণ, কখন কখন একদিনে দুইটী তিথি শেষ হয়, কখনও বা দুই দিনেও এক তিথি থাকে। এই অসুবিধার জন্য আজ-কাল ঐ সকল প্রদেশে ইংরাজী-মাসের তারিখই সমাদরে গৃহীত হইতেছে। আমার মনে হয়, জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে ঐ সকল স্থলেও বিদেশীয় তারিখ ব্যবহার না করিয়া, ভারতেরই কোন প্রদেশের তারিখ ভারতের সকল প্রদেশের তারিখ-রূপে ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এজন্য পশ্চিম-ভারতের ঐ সকল প্রদেশে এ বিষয়ে বহু আন্দোলনও চলিতেছে। বঙ্গদেশের তারিখে এরূপ কোন অসুবিধা নাই; মাস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক তারিখ বাড়িতে থাকে। এইজন্য সমগ্র ভারতে বঙ্গদেশের ন্যায় তারিখ-ব্যবহারের আবশ্যকতা

দেখাইয়া এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত সম্মেলন-নামক মাসিকপত্রিকায় আমিও কয়েকবার প্রবন্ধ লিখিয়াছি।

বঙ্গদেশেও অল্পদিন হইল, যুক্তি-ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিরুদ্ধ একটী কুপ্রথা তারিখ-ব্যবহারে প্রচলিত হইতেছে। ইহাতে কখন কখন মাসের তারিখ পরিবর্ত্তিত হয়। এজন্য হিন্দুস্থানীয়দিগের প্রকাশিত পঞ্জিকার বাংলা তারিখের সহিত বাঙ্গলার পঞ্জিকার তারিখের অনৈক্য ঘটিয়া থাকে।

কুপ্রথাটী এই :—যদি রাত্রি দুই প্রহরের পর সূর্য্যের সংক্রমণ হয়, তবে সংক্রমণের পরের দিনটীও পূর্ব্ব মাসের মধ্যেই ধরা হইয়া থাকে।

যেমন, ১৩২৫ সালের ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার রাত্রি ঘ ১।১০ মিনিটের সময়ে সূর্য্য কর্কট রাশিতে গমন করায় ভাদ্রমাস ঐ সময়ে আরম্ভ হইয়াছে, পঞ্জিকাতেও যথাবিধি ভাদ্র প্রদং ৪৮।৪৭ রাত্রি ঘ ১।১০ লেখা হইয়াছে, কিন্তু পরদিন শনিবার '১লা ভাদ্র' না লিখিয়া পঞ্জিকায় ৩২ শ্রাবণ লেখা হইয়াছে। হিন্দুস্থানীয় পঞ্জিকায় কিন্তু '১লা ভাদ্রই' লেখা হইয়াছে। এইরূপ মাস-ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু বিবদ্‌ব্যক্তি লেখনী-পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফললাভ হয় নাই। সুপ্রথাই হউক্ বা কুপ্রথাই হউক্, বঙ্গবাসীর উর্ব্বর মস্তিষ্কে যাহা একবার নিহিত হইবে, তাহা কিছুতেই অপসারিত হইবার নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-জ্যোতিস্তীর্থ।

"বন্ধু মোরে বলেছিল।"

১

বন্ধু মোরে বলেছিল
আকাশ-পানে চাইতে,
নীল সাগরে দৃষ্টি-তরী
বাইনু আমি তাইতে!
ওই সুদূরের অসীমতা,
শ্রান্তিবিহীন উদারতা,
প্রাণের আমার সকল ব্যথা
শিখিয়ে দিল সইতে!

২

বন্ধু মোরে বলেছিল
চাইতে আকাশ পানে,
চন্দ্র যেথায় তারার সনে
মগ্ন মহাধ্যানে!
উজল মধুর শুদ্ধ সাঁঝে
এই যে বিরাট শান্তি রাজে,
অশান্ত মোর পরাণ মাঝে
পুরায় শান্তি গানে!

৩

বন্ধু মোরে আকাশ পানে
চাইতে বলেছিল ;
অনন্ত ওই নীলের মাঝে
যেথা খেলছে ছায়া আলো,
ওই যে আমার প্রাণের সখা
নীলের আভা অঙ্গে মাখা,
সূর্য্য চন্দ্র ভালে আঁকা,
প্রাণের মাঝে এলো!

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্নাহত।

হে প্রিয়, ফিরিয়া নাহি য'ব রাজপুরে।
স্বপনে হেরিনু যারে, কোথা গেলে পাব তা'রে,
কোন্ দূর সমুদ্রের কোন্ নদী-তীরে?
দূরে যাক্ ধনুর্ব্বাণ, র'ক অসি খরশান,
তূণীর পড়িয়া থাক্ স্তব্ধ বটমূলে!
মিছে সখা, রাজবেশ, ভ্রমর-নিন্দিত কেশ,
দহিছে হৃদয় মম বিরহ-অনলে।
কোথা সমুদ্রের মাঝে, সেই স্বর্ণপুরী রাজে,
সোনার পালঙ্কে কোথা হৃদয়-রতন?
ছড়াইয়া এলোচুল, দলিয়া বকুল ফুল,
কোথা মহীয়সী বালা ঘুমে অচেতন?
জিনিয়া ভাস্কর-ভাতি, কোথা সে তনুর দ্যুতি,
কই সে অধর-প্রান্তে অমলিন হাসি?
ভুবন ভ্রমিয়া সখা, কোথা তা'র পাব দেখা,
কোন্ পাতালেতে কোন্ ত্রিদিবেতে প'শি?
হের প্রিয়, নদী-নীরে, রবিকর মূর্চ্ছি পড়ে,
শরৎ-প্রভাত কাঁদে কাহারে স্মরিয়া!
পুষ্পগন্ধ বহি' ধীরে, সমীর কাঁদিয়া ফিরে;—
তাহারো কি প্রিয়তমা গিয়াছে ছাড়িয়া!
তা'রো কি জাগিছে মনে সুনিবিড় আলিঙ্গনে,
একটি নিশার সেই বাসর-যাপন?
সেও কি আমারি মত, নিশা-শেষে স্বপ্নাহত,
আকাশে বাতাসে হেরে প্রিয়ার আনন?
শরতের দিবাশেষে, চন্দ্রমা উদিবে হেসে,
জোছনায় পুলকিয়া বিশ্বচরাচর,
আমার হৃদয়-নভে শুধু কি জাগিয়া রবে
চির-মৌন অন্ধকার অসীম দুস্তর!
যাও বন্ধু, যাও ফিরে, আবার উজ্জানীপুরে,
মদন রহিল হেথা, চাহিও না ফিরি।
নাহি চাহি রাজ্য-ধন, মণিময় সিংহাসন,
কোথা মধুমালা কোথা হৃদয় ঈশ্বরী!

শ্রীচারুলতা গুপ্তা।

বাইগ্রস্ত ননীবালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—উপবাস।

"কৈ গো, কোথায় গো?"

কাহারও সাড়া-শব্দ না পাইয়া, পশুপতি-বাবু উঠানে পাইচারি করিতে করিতে আবার ডাকিলেন, "কৈ গো, কোথায় গেলে? একবার এ দিকে এস না?"

ঝি, নিরুর মা রান্নাঘর ধুইতেছিল; সে বলিল, "মা, নীচের ঘরে গঙ্গাজল ছড়াচ্ছেন।" পশুপতিবাবু একটু সরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তখনও রান্নাঘরের উনানে আগুন পড়ে নাই। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কৈ! এখনও রান্নাঘরে আগুন পড়ে নি! আমি কাল দশবার বলেছি, আমাকে আজ সকাল সকাল বেরুতে হবে।"

ঝি চুপ করিয়া রহিল! বাবু এ-দিক্ ও দিক্ চারিদিক্ চাহিয়া পত্নীর উদ্দেশে গমন করিলেন। ননীবালা তখন ছেলেদের বিছানা গুটাইয়া তাহাতে গঙ্গাজলের ছিটা দিতেছেন। পশুপতিবাবু বলিলেন, "এ কি! আমি না তোমাকে কাল বলে রেখেছিলাম

যে, আমাকে আজ সকাল সকাল বেরুতে হবে? আমার আপিসে ইন্‌স্পেক্‌সন হবে; কমিসনার সাহেব আসবে।"

ননীবালা চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তরই দিলেন্ না। তিনি আপনার মনে ছেলেদের বিছানায় গঙ্গাজলের ছিটা, ঘরের মেজেতে গঙ্গাজলের ছিটা, ছেলেদের কাপড়-চোপড়ে গঙ্গাজলের ছিটা; প্যাটরা বাক্স, সিন্দুকে গঙ্গাজল লেপন-কার্য্যে বিব্রত। পশুপতিবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি পাগল না কি? কি ক'র্‌চো? দেখ্‌চো না—হু হু করে বেলা হয়ে গেল! এখনও রান্না-ঘরে আগুন প'ড়্‌লো না?"

ননীবালা তখন বলিলেন, "এই যা-চ্চি, তুমি চল, তুমি চল।" পশুপতিবাবু বলিলেন, "তুমি এখানে জল ছড়াচ্চো, আর আমার সেখানে মধু ছড়াবে!"

ননীবালা একটু হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন, কেন? এই চল না, যাচ্চি।" পশুপতি-বাবু তাহার বিলম্ব দেখিয়া আবার বলিলেন, "তুমি এখানে গঙ্গাজল দিতেছ, আপিসে আমাকে মিছরির জল দেবে!" ননীবালা তখন বলিলেন, "অমন আপিসে চাকুরি কর কেন? একদিন সুখ অসুখ নেই, একদিন সুবিধা অসুবিধা নেই! রোজ এক সমান ভাবে কি পেরে ওটা যায়!" পশুপতিবাবু তখন বলিলেন, "তুমি ত প্রায় রোজই এই রকম বেলা ক'রে থাক। শুধু ত আজ বলে নয়! তুমি জান, আমাদের কেরানীগিরি কাজ, আমরা ক্রীতদাসেরও হীন! লোকে খুন ক'রেও অব্যাহতি পেতে পারে, কিন্তু আমাদের নিষ্কৃতি নাই;—আমাদের পাণে থেকে চুণ খস্‌লেই বড় বিপদ্! বড় সাবধান হয়ে কাজ ক'র্‌তে হয়, জান? আমাদের প্রত্যহ সাপের সঙ্গে খেলা। কখন্ ছোবল মারবে, তা'র ঠিক্ নেই।

ননীবালা তখন বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ও—ও-ঝি—ই-ই, ও-ঝি-ই।" ঝি উত্তর দিল ক্যানো-ও-ও?"

ননী। তুই শীগিগ্‌র উনুনে আগুন দে। বাবু সকাল সকাল বেরুবেন্।

ঝি। আমি অনেকক্ষণ আগুন দিয়েছি। উনুন্ পুড়্‌চে। আপ্‌নি এলে হয়।"

ননীবালা ঘর হইতে বাহির হইয়া, একটু তৈল গায়ে-মাথায় দিয়া তাড়াতাড়ি কলে গেলেন্। কলে যত জল মাথেন্, কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় না! একবার, দুইবার, দশবার গায়ে মাথায় জল ঢালিলেন, তবুও তাঁহার স্নান-কার্য্য সম্পূর্ণ হইল না। এ-দিকে ছেলেরা স্কুলের ভাতের জন্য তাড়া লাগাইল।

ঘড়ি ত আর কাহারও হাত ধরা নয়। সে আপনার মনে টিক্ টিক্ করিয়া চলিয়াছে। সূর্য্যদেবও আকাশে উঠিয়া যেন আলস্য-পরতন্ত্র ও দীর্ঘসূত্রী গৃহিণীগণকে চোখ রাঙাইতেছেন্। দেখিতে দেখিতে ঘড়িতে সাড়ে নয়টা বাজিল। তখন ননীবালা আসিয়া গৃহদেবতা নারায়ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তিনি একবার গড় করেন্, দুইবার গড় করেন্, দশবার গড় করেন্ তবুও, তাঁহার মনের শান্তি হয় না।

পশুপতিবাবু আবার আসিয়া বলিলেন, "কি গো, ভাত হ'ল?" তখন ননীবালা তাড়াতাড়ি আসিয়া ভাত চড়াইয়া দিলেন। পশুপতিবাবু দেখিয়া অবাক্! তিনি কিয়ৎক্ষণ

ননীবালার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ছিছি, অতিসুন্দর! এ-রকম হ'লে আর চাক্‌রী থাক্‌বে না! আমাদের অশেষ দুর্গতি হবে!"

এই বলিয়া তিনি আপিসে চলিয়া গেলেন। ছেলেরা ২।৪ গ্রাস অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া এগারটার সময়ে স্কুলে গেল। কর্ত্তা-গৃহিণীর অন্ন-ব্যঞ্জন চাপা রহিল। নিরুর মা রান্নাঘর ধুইয়া ভাত লইয়া চলিয়া গেল। বেলা একটা বাজিল।

পাড়ার ভূতোর মা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বেড়াইতে আসিয়া বলিল, "কেন্‌রে ঝি, তুই এখনও বাড়ী যাস্‌ নে?" সে বলিল, "কি করে যাব মা?"

ভূতর মা।—কেন?

ঝি। এখনও সকলের খাওয়া দাওয়া হয় নি। বাবু না খেয়ে অম্‌নি চলে গেছেন্।

ভূ, মা।—তোর মা'র খাওয়া হয়েচে?

ঝি।—না—আ,—তাঁর আর বাবুর ওই ভাত বাড়া রয়েছে।

ভূ, মা।—বাবুর খাওয়া কেন হ'ল না?

ঝি (হাত নাড়িয়া)—বেলা—বেলা গো! বাবুর আপিসে কি কায ছেল, বেলা হ'লো, চলে গেলেন্।

ভূতর মা নাক-মুখ নাড়িয়া বলিল, "নে বাপু, তুই নে, তোর মায়ের গুণ জানা আছে। তোর আর চাক্‌তে হবে না। কোন্ দিন তোর বাবু সকাল সকাল আপিসে যায়?" ঝি চুপ করিয়া রহিল। ভূতর মা বলিল, "ঐ রকম কল্লেই তোর বাবুর চাক্‌রিটী যাবে, আর তোরা ঘরে ব'সে বসে খাবি আর কি!" এই বলিয়া ভূতর মা চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আপিস।

বরাহনগরের কুটীঘাটার রাস্তায় একজন পথিক সর্ব্বাগ্রে দ্রুতপদে চলিয়াছেন্। ষ্টীমারের ভোঁ শুনিয়া তিনিও ভোঁ দৌড় দিলেন। ষ্টীমার যত ভঁস্ ভঁস্ করিয়া ধূমোদ্‌গিরণ করিতে লাগিল, কুটিওয়ালা বাবুরা তত ঊর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাভিমুখে দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পেটের ভাত আর জল চকাস চকাস করিয়া নড়িতে লাগিল! আমাদিগের পশুপতিবাবু ঐ অগ্রগামী ব্যক্তি। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ষ্টীমারে আসিয়া উঠিলেন্।

ষ্টীমার যথাসময়ে ছাড়িয়া দিল। গস্ গস্ শব্দে গঙ্গাবক্ষের বীচিমালা ভেদ করিয়া ষ্টীমার আসিয়া হাবড়া-পুলের ঘাটে ধরিল। আরোহিগণ তাড়াতাড়ি নামিয়া আপিস-পানে ছুটিলেন। আমাদিগের পশুপতিবাবুও তাড়াতাড়ি আসিয়া ট্রামে উঠিলেন।

তিনি যখন আলিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা প্রায় ১১টা, সাড়ে এগারটা। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া অর্দ্ধমৃত ছাগপশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন কেবল মধুসূদনের নাম তাঁহার জপমালা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন্, কমিসনর সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, সুপারিণ্টেনডেণ্ট-বাবু প্রভৃতি তাঁহার টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া; তিনি সাহসে ভর করিয়া কর্ত্তাদিগকে এক লম্বা সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন্।

কমিশনর—Who is this man?
(এ ব্যক্তি কে?)

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—Headclerk of this

department (এই বিভাগের প্রধান কেরাণী)

কমি—Why is he so late ? (উহাঁর এত দেরী কেন ?)

সুপ—তোমার এত দেরী হ'ল কেন ?

Headclerk—আমার কাল হইতে জ্বর হইয়াছে।

কমি—What ? (কি ?)

সুপ—He has been attacked by fever since yesterday. (কাল হইতে ইহার জ্বর হইয়াছে।)

কমি—What ! Fever ! Damn ! Nonsense ! Where is his medical Certificate ? (কি ? জ্বর ! ছিঃ ! পাগ্‌লামি ! চিকিৎসকের নিদর্শনপত্র কোথায় ?)

সুপ—তোমার ডাক্তারের সার্টিফিকেট এনেছ ?

পশুপতিবাবু—কাল জ্বর হয়েছে,—সার্টিফিকেট আন্‌তে পারি নাই।

কমি—What ? (কি ?)

সুপ—He got fever yesterday only ; could not get time to bring his certificate. (কালমাত্র জ্বর হইয়াছে। সার্টিফিকেট আনিতে সময় পায় নাই।)

কমি—Nonsense ! False Excuse ! I dn't hear. Where is his Service Book ? (বাজে ওজর ! আমি শুন্‌ব না। উহার কর্ম্মপুস্তক কোথায় ?)

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট দৌড়িয়া গিয়া Service Book আনিয়া সাহেবের সম্মুখে ধরিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, What is his pay ? (উহার বেতন কত ?)

সুপা—Hundred rupees (এক শত টাকা।)

কমি—Very well. I fine him ten rupees for his so late attendance. (ভাল, উহার এত বিলম্বে উপস্থিতির জন্ত আমি উহাকে ১০৲ জরিমানা করিলাম।)

এই বলিয়া সাহেবপুঙ্গব আপনার অকাট্য হুকুম জাহির করিয়া সার্বিস বুকে (Service Book) কলম ডালিলেন। হেড্ কেরাণী পশুপতিবাবুর মাথা খাইলেন !

অতঃপর আগন্তুক সাহেবদল এদিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বনমধ্যে ভয়ার্ত্ত পক্ষি-শাবক বা হরিণশিশু ব্যাধ কিম্বা ব্যাঘ্রকে যেরূপ দেখে, কেরাণীদল তদ্রূপ আলমারির অন্তরাল হইতে, কেহ টেবিলের পার্শ্ব হইতে, কেহ দরজার ফাঁক হইতে চকিত দৃষ্টিতে উঁকি মারিতে লাগিল,—কতক্ষণে সাহেবেরা বাহির হইয়া যায় ! সকলেই প্রাণপণে দুর্গা-নাম জপ করিতেছে। পরিদর্শক-দল বাহির হইয়া আসিতে না আসিতে লোষ্ট্র-ক্ষিপ্ত পানা-পুকুরের পানার ন্যায় কেরাণীদল এক এক জায়গায় আসিয়া জুটিল। আপিসে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল, "বাবা ! সাহেব ত ভয়ানক কড়া ! একেবারে দশ টাকা ফাইন ! লঘু পাপে গুরু দণ্ড ! একটু দেরীর জন্ত এত শাস্তি !" কেহ বলিল, "সাহেবের অপরাধ কি ? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-বাবুর বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল !" কেহ বলিল, "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দোষ নয়, হেড ক্লার্কবাবুরও দোষ নয় ! ও-সব বরাতের দোষ হে, বরাতের দোষ ! তা না হলে

আজ হেডক্লার্ক-বাবুর অত বেলাই বা হবে কেন?" এইরূপে বেচারা কেরানীগণ কেরাণীখানায় বসিয়া পরীক্ষকদিগের দেব-চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে দিবস শেষ করিয়া, যে যাহার পাত্তাড়ি গুটাইয়া ভাল ছেলের মত গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পশুপতিবাবুর গৃহ।

পশুপতিবাবু আপিস হইতে বাটীতে আসিয়া পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, শান্ত ও বিমর্ষভাবে আপনার শয়ন-কক্ষে শয্যার উপরে অর্দ্ধ-শয়নে কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ননীবালা আসিয়া বলিল, "বেশ, তুমি কখন্ এসেচো, আমাকে বল নি? ভাত বেয়ুন্ এনে দিই, খাও? মুখ হাত ধোও! সকালে না খেয়ে চলে গেলে কেন?" পশুপতিবাবু না রাম না গঙ্গা। তিনি চুপ করিয়া কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন; আর এক এক বার স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ননীবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে তোমার? অসুখ করেছে? অমন কচ্চো কেন? ভাত খাবে না? ভাত আন্‌বো?" পশুপতিবাবু হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটী বেদনা-সূচক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, —"হবে আর কি? আমার মাথা আর মুণ্ড!" ননী বলিল, "কেন, কেন, কি হয়েছে?" পশুপতি বলিলেন," আমার দশ টাকা জরিমানা হয়েচে, আর শুধু তাই নয়; সার্বিস-বুকে (Service Book) সাহেব তাই লিখে দিয়েছে! আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির দফা খেয়ে দিয়েছে!"

ননী অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আমার পোড়া কপাল আর কি! আমি পোড়ারমুখী মরতে গিয়ে কেন দেরী কর্‌লাম—আমি সকাল সকাল ভাত দিলে ত আর এসব কিছু ঘট্‌ত না! আমার মরণ আর কি!"

পশুপতিবাবু বলিলেন, "দেখ ননী, তোমার যা হয়েছে, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, এখন শেষ রক্ষা কি রকমে হবে, আমি আর ভেবে কূল-কিনারা পাই না!"

ননী বলিলেন, "যা হবার তা হবে, এখন খাও তো?" তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে ভাত আনিয়া দিলেন। পশুপতি দুই এক মুঠা যা তা করিয়া খাইয়া উঠিলেন। ননী ধরিলেন, "ভাল করে খেলে না কেন? ভাত বুঝি কড়্‌কড় হয়ে গেছে? ব্যান্নুন এড়াইয়া গিয়াছে!"

পশুপতি বলিলেন, "আমি আর খাব কি! আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যাচ্চে!"

ননীবালা রান্নাঘরে গিয়া আপনি খাইয়া আসিলেন। সে দিন রাত্রে আর রাঁধিলেন না। ঝি-চাকরের পয়সা দিলেন, তাহারা জলপান কিনিয়া খাইল। ছেলেরা ফলার করিল।

ননী ঘর-দুয়ার সারিয়া উপরে আসিল। নীচের, উপরের ঘরে গঙ্গাজল ছড়াইল, কাপড় ছাড়িল; শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল। পশুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এত দেরী হ'ল কেন?"

ননী বলিল, "বিলম্ব আর কি, এই সব সেরে আস্‌চি।"

পশুপতি বলিলেন, "ঐ সার্‌তে সার্‌তেই শেষে আমাকেও সেরে ফেলে দেবে আর কি!"

ননীবালা বলিলেন, "কি রকম ?"

পশু। এই আমার চাকুরিটা যাবে, আর কি! শেষে শুকিয়ে ম'রবো! আর কি!"

ননী একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তা আমি আর কি করবো বল! আমার ত কোন দোষ নাই। আমার একলাকে ঘরের উনকুটি চৌষট্টি সব দেখ্‌তে হয়।"

পশুপতি।—তোমার দোষ নাই? খুব দোষ আছে।

ননী—কেন?

পশুপতি—যে কাজ একবার ক'র্‌লে হয়, তুমি তাই দশবার ক'র্‌বে! তাতে সময় যায়, শরীর নষ্ট হয়! বাসন একবার মাজ্‌লে পরিষ্কার হয়, তুমি তাই দু' তিনবার মাজাবে, তাতে বৃথা সময় যায়। ঝি চাকরেরাও অসন্তুষ্ট হয়। কখন কখন আবার তাদের মাজা মনঃপূত না হলে, তুমি নিজে মাজো। বাজারে জিনিষ কিন্‌তে দিলে, ঝি চাকর জিনিস আন্‌লে, তুমি তাতে পাঁচ সাতবার গঙ্গাজল ছিটাবে! তুমি ভাত রাঁধ্‌তে যাচ্চো, এমন সময় কেউ ছুঁলে, তুমি থোম্‌কে দাঁড়াবে; টিক্‌টিকি প'ড়্‌লে বসে থাক্‌বে, ভাত চড়াবে না। তোমার এত কুসংস্কার যে, আপিস-স্কুলের বেলা হলেও তোমার তাতে ভয় নাই; চৈতন্য নাই! তুমি যেন কেমন একটা অসার জড় জিনিসের মত! তোমার দেখ্‌তে পাই, কেবল গা ধোবার সময়, শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার কর্‌বার সময়, চৈতন্যের উদয় হয়! জ্ঞানের দুয়ার খুলে যায়! তুমি তখন একজন লোক দশজন হও! তোমার উৎসাহ দেখে কে! তুমি তখন অসাড়, নিশ্চেষ্ট থাক না। তোমার গায়ে তখন দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হয়। এক বাল্‌তির জায়গায় দশ বাল্‌তি জল ঢাল; ছি! ছি!

ননী—বাজারের জিনিষগুলো অম্‌নি তুলে নেবো? তাতে গঙ্গাজল দেবো না?

পশুপতি।—যদি তাই দিতে হয়, একবার দিলেই ত হয়? দশবার দিবার দরকার কি? একবার ভাল করে ধুয়ে নিলেই ত হয়।

ননী।—বাজারে কত ছত্রিশ জাত আসে। কাওরা, বাগ্‌দী, হাড়ি, ডোম, মেথর, মুদ্দফরাস! সকলের ছোঁয়া জিনিস নেবো?

পশুপতি।—তোমার জন্য কি বাজারে কেবল বাচা বাচা নবদ্বীপের আর ভাটপাড়ার শাস্ত্রজ্ঞ বামুন আস্‌বে? আর কেউ আস্‌বে না? তোমার যে সৃষ্টি ছাড়া কথা।

ননী।—জল না ঢাল্‌লে গায়ের ময়লা যাবে কি করে?

পশুপতি। গায়ের ময়লা নয়, মনের ময়লা! এ বাল্‌তি বাল্‌তি জলে আর কিছু না হ'ক, তুমি ব্যায়রামকে সাদরে ডেকে আন। তুমি কতবার ভুগেছ, মনে আছে? তোমার শুদ্ধ অশুদ্ধ ব্যায়রাম। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি রাত, কি দিন, সকল সময়ে তোমার মনে খেয়াল হলেই, তুমি ছেলেগুলোর গায়ে হুড় হুড় করে জল ঢাল্‌বে! তোমার এক বাল্‌তি দু বাল্‌তি জলে কুলায় না। তুমি বিশ পঁচিশ বাল্‌তি জল গায়ে ঢাল্‌বে! তুমি সব সময়েই গা সঙ্কুচিত করে ক্ষেপে ক্ষেপে পা ফেল্‌তেছ; হ্যাক্ থু কর্‌ছ! নাকে কাপড় দিয়েই আছ! তোমার যেন একটা কি জানি, কি বিট্‌কেল ব্যায়রাম লেগেই আছে! কিছুতেই তোমার মনের শান্তি

নেই। একি! তোমার মনে পড়ে, তুমি কতদিন শীতকালে আমার গায়ে শুদ্ধ হুড় হুড় করে জল ঢেলে দিয়েছ? আমার কাপড় চোপড় সব ভিজিয়ে দিয়েছ। কষ্টের অবধি থাকিত না! তুমি যতক্ষণ না স্বহস্তে আমাকে ধুইয়ে অনুমতি দিতে, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম, ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পারতাম্ না। আমার বোধ হয়, তুমি যদি পার্‌তে তা হ'লে আমাকে ধোপার পাটে আছ্‌ড়াতেও ছাড়্‌তে না। পুকুরে দশবার ঘাড় ধরিয়া চোপাতে ছাড়্‌তে না! ছি ছি! মনে পড়ে কি, বিড়ালে দুধে মুখ দিয়াছে, এই সন্দেহ করে, তুমি কতদিন বাটী বাটী দুধ ফেলে দিয়েছ? এ-সব কি গৃহস্থের সংসার! তুমি কতদিন কত জিনিষ ভুল বুঝে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দাও! সে-সব কি ভাল? তুমি কতদিন ছেলেরা ভাত ছুঁয়েছে বলে ভাত ফেলে দিয়েছ, খাও নি, উপোস দিয়েছ! সে কি গৃহস্থের মঙ্গল, না তোমার শরীরের পক্ষে ভাল?

ননী—তুমি কি বল, আমি তোমাদের মত নাস্তিক হব? আমরা হিঁদুর মেয়ে; ছেলে পিলে নিয়ে ঘরকন্না করি, তোমাদের মত সাহেব হ'লে চল্‌বে কেন? বাচ্চা-কাচ্চার ত মঙ্গল দেখ্‌তে হবে?

পশুপতি।—ঐ রকম করে জল ঢাল্‌লেই কি ছেলেদের মঙ্গল হয়?

ননী। আমি অনাচার দেখ্‌তে পারি না!

পশুপতি। তুমি বুঝ্‌তে পার না, যাকে তুমি আচার মনে কর, সেই অনাচার; আর যাকে তুমি অনাচার মনে কর, সেই আচার?

ননী। কেন?

পশুপতি। তুমি যে-গুলিতে শরীরের পীড়া হয়, যাতে সংসারের কতকগুলা ব্যয় হয়, দেনাপত্তর হয়, তাই কর। সে কি রকম আচার? সে যে আমাদের উৎসন্নে দেবার আচার!

ননী। তুমি নাস্তিক।

পশু। আমি নাস্তিক তুমি জান্‌লে কেমন করে?

ননী। তুমি খৃষ্টান্।

পশু। কেন?

ননী। তোমার খাবার বিচার নাই। যা পাও তাই খাও। দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই! তুমি কখনই হিন্দু নও।

পশুপতি। কৈ, কোন্ দিন যা তা খেতে দেখেচ? দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি? তোমাদের মত যেখানে সেখানে, যা'র তা'র পায়ে গড়াগড়ি দেব? একজনের গলায় এক ফের সুতো দেখলেই তাহার পায়ে লুটোলুটি হব?

ননী। খেতে না দেখি, আমরা সব বুঝি গো, বুঝি। কেন গড় ক'র্‌বে না? বামুন হ'লেই নিশ্চয়ই গড় ক'র্‌বে।

পশুপতি। সে যদি চোর হয়, ডাকাত হয়, খুনে হয়, তবুও গড় ক'রবো?

ননী—নিশ্চয়ই। বামুন হলেই গড় ক'র্‌বে। গলায় যজ্ঞোপবীত থাক্‌লেই তাঁকে প্রণাম কর্‌বে, তাঁর পায়ের ধূলো নেবে।

পশু। ব্রাহ্মণের গুণ না থাক্‌লে, তবুও পায়ে পড়্‌বো!

ননী। প'ড়্‌বে না ত কি? তাঁর যে পৈতা আছে।

পশু। আজ কাল ত অনেক শুঁড়ীতেও পৈতে নিচ্চে, তবে তাদের পায়েতে মাথা ঠুক্‌বো?

ননী। তা কেন? তারা যে ছোট জাত!

পশু—যাও যাও, তোমার বুদ্ধির দৌড়টা বুঝা গেছে! তুমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি জান?

ননী—কি লক্ষণ?

পশু।—'ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ'। ব্রহ্মকে যে জানে সেই ব্রাহ্মণ। কয়জন ব্রাহ্মণ তা জানে? তুমি জান?—"মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে। আর শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে।" "চণ্ডলোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরি-ভক্তিপরায়ণঃ।" যে ব্রহ্মের পথে অগ্রসর হ'তে পারে, তাঁকে উপলব্ধি করে, সেই ব্রাহ্মণ। তার জাতও নাই, জন্মও নাই। সেই বিকারশূন্য ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে আছে—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ। বেদাভ্যাসাত্তবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।" কেবল 'ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ' বলে পাগল হলে কি হবে!

ননী—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) তোমাদের শাস্তর নেস্তর বাপু আমরা অত বুঝি না। আমরা মেয়েমানুষ। আমাদের বাপ, পিতামো যা করে এসেছে, আমরা তাই করি।

পশুপতি।—আমাদের বাপ, পিতামো কি শাস্ত্র মানৃত না? আর যদি ভুলই বুঝে থাকে, আমাদেরও তাই ক'রতে হবে? তার বিচার নেই? আর তা ছাড়া তখনকার ব্রাহ্মণের অনেকে নিষ্ঠে কাঠা ছিল। তাদের অনেকের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। এখনকার ব্রাহ্মণদের সে ক্ষমতা কৈ?

ননী—ক্ষমতা থাক্ আর না থাক্, আমি কখনও হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে পারবো না।

পশুপতি—আমি তোমাকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে বল্‌চি না কি? আমি বলি, ডাল-পালা বাদ দিয়ে, আগ্‌ড়োম বাগ্‌ড়োম ছেড়ে দিয়ে যেটুকু দরকার সেইটুকুই কর। তাতে আমার আপত্তি নেই।

ননী।—তোমার হিন্দুর মত ব্যবহারটা কি? তুমি ব্রাহ্মসমাজে যাও, যা'র তা'র সঙ্গে খাও,—তোমার ধর্ম্ম কোথায়?

পশু।—তুমি কি মনে কর, কতকগুলা জল মাথ্‌লেই ধর্ম্ম হয়? না, এক কাজ দশবার ক'রলেই ধর্ম্ম হয়? না, এটা ছুঁওনা, ওটা ছুঁওনা ক'রলেই, ধর্ম্ম হয়? না, পৈতা গলায় মানুষের পায়ে কেবল মাথা ঠুকলেই ধর্ম্ম হয়? ধর্ম্ম, আপনার মনে। ধর্ম্ম সৎ-কার্য্যে। দয়ায় ধর্ম্ম; পরোপকারে ধর্ম্ম; কর্ত্তব্য কাযে ধর্ম্ম। তোমার গৃহকার্য্য দেখা; স্বামীর সেবা করা; সন্তান-পালন করা; দাসদাসীকে প্রতিপালন প্রভৃতি কার্য্য, ধর্ম্ম। ধর্ম্ম গাছের ফল নয় যে, মনে ক'রলেই পেড়ে লওয়া যায় বা তলায় কুড়াইতে পারা যায়। ধর্ম্মে ত্যাগ চাই, সাধনা চাই, তবে ধর্ম্ম হয়। মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রলেই ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্ম বড় শক্ত জিনিস! ধর্ম্মে মন পরিষ্কার হওয়া চাই। মনের অত সংকীর্ণতা, অত খুঁত খুঁত ভাব, ধর্ম্মের মস্ত অন্তরায়। তোমরা মনে কর, কেবল উপোস রেখে ধর্ম্ম? সে মহাভ্রম! অতিরিক্ত উপোস ভিরেসে শরীর নষ্ট হয়; পীড়া হয়! সেও একটা মহাপাপ! যে আপনার শরীর নষ্ট করে, সে আত্মঘাতী! তা'র পুণ্য-সঞ্চয় দূরে থাকুক, সে মস্তকে পাপের বোঝা বহন করে। সকল কার্য্যের সীমা আছে। তোমরা দৌড়ে দৌড়ে তীর্থে যাও, মনে কর, তীর্থ-ভূমির মাঠ মাড়িয়ে এলেই সব পাপ দূর

হ'ল, তোমাদের মুক্তি হয়ে গেল, পুনর্জন্ম আর হবে না! তা কখনই ভেবো না। তোমাদের হচ্ছে কি না, "মন ভাল নয়, তীর্থ কর, মিছে কাষে ঘুরে মর!" আগে মন ভাল কর, পরিষ্কার কর। পরে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হও।

ননী।—(দুঃখিত ভাবে) তুমি আমার তীর্থে যাবার খোঁটা দিচ্চ? বুঝিছি। আমার পোড়া কপাল আর কি!

পশুপতি খোঁটা নয় গো, খোঁটা নয়! তীর্থে গেছ্‌লে ভাল করেছিলে, কিন্তু তাতে আমার কি কষ্ট হয়েছিল, তা ভাব্‌তে পেরেছিলে কি?

ননী। কেন? তোমার কষ্ট কিসের?

পশুপতি।—(বিরক্ত ভাবে) আমার কষ্ট কিসের? তুমি যে-দিন আমাকে না বলে আমার বাক্‌স ভেঙে, গহনা-টাকা নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তীর্থ কর্ত্তে পালিয়ে ছিলে, সে-দিন আমাদের ভিটেতে সমস্ত দিন উনুন জ্বলে নি। ছেলেগুলো খাবার বিনে ছট্‌ফট্ করেছে; আমি পাগলের মত চারিদিকে তোমার খোঁজে ছুটে বেড়িয়েছি! পাড়ার লোকে কেউ হেসেছে; কেউ দুঃখ করেছে! সে দিনের কথা মনে হ'লে এখনও শরীরের রক্ত শুকিয়ে যায়!

ননী। (হাসিতে হাসিতে) স্বামীর ধনে সকলেই তীর্থ করে; সে ত স্বামীর একটা বরাতের কথা—ভাগ্যির কথা।

পশুপতি। তা বলে কি ঐ রকম লুকিয়ে লুকিয়ে না ব'লে কয়ে পালাতে হয়? কেন, আমাকে ব'লে গেলে কি ক্ষতি ছিল? আমি কি যেতে বারণ কর্ত্তুম? তুমি আপনার লোকের সঙ্গে যাচ্চ, এ ত একটা সুযোগ!

ননী। (হাসিতে হাসিতে) তোমাকে বল্লে তুমি কি আর যেতে দিতে!

পশুপতি—কেন যেতে দিতাম্ না? সঙ্গত হইলেই, যুক্তিযুক্ত হইলেই ত যেতে দিতাম্। তোমরা বড় আতঙ্ক-বুদ্ধিতে কায কর। তোমরা হামবড়া! ঐ তোমাদের মস্ত দোষ!

ননী। (গালে হাত দিয়া) ও মা! তোমাদের সব নূতন ধরণের কথা! আমাদের দেশে চিরকাল উপোস, তিরেস আছে; চিরকাল দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে; চিরকাল বার ব্রত আছে; চিরকাল শুদ্ধাচার আছে; চিরকাল তীর্থ-ধর্ম্ম আছে। আমরা তাই করি।

পশুপতি। ঠিক্ ঠিক্ ক'রলেই হব। তা ত নয়; তোমরা যে অনেক ডালপালা বার কর; শেষে জড়িয়ে মর। তোমরা কতক-গুলা লোকের দেখাদেখি কর; কতকগুলা আপনার মনের খেয়ালে কর। শেষে হয় কি?—সাত নকলে আসল ভ্যাস্তা হয়ে যায়!

ননীবালা। আমি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে চাই। তা থাক্‌তে দেবে না?

পশুপতি। বেশ ত, সে ত অবশ্যকর্ত্তব্য। তা'তে আপত্তি কি? তুমি তা' ত ক'র্‌বে না?

ননীবালা। আমি কি করি?

পশুপতি। ধোপার বাড়ী থেকে কাপড় ধপ্‌ধপে হয়ে কেচে এলো। তুমি সে কাপড় আবার পাট ভেঙ্গে জলে কেচে আন কেন? তা'তে কি কাপড়গুলো আরো পরিষ্কার হয়,

না ধপ্ ধপ্ করে? একি তোমার মানসিক-পীড়া নয়? ঝি ঘর ঝাঁট দিলে, তুমি আবার অন্ত কায ফেলে সে ঘর ঝাঁট দাও কেন? এ কি তোমার মনের পীড়া নয়? ছেলেগুলো খিদেতে ছটফট্ ক'রতে লাগলো, দুটি ভাত পেলে তারা খেয়ে বাঁচে; তুমি তখন সাত-বার গা ধোবে, ঠাকুর-ঘরে আধ ঘণ্টা গড় ক'র্‌বে; বামুনের পা'র ধূলা নেবে, বাজার এলে সাতবার তরিতরকারি ধোবে, তবে ভাত রাঁধ্‌বে। তাতে কি আর সংসার চলে? সংসার যে শীঘ্র উৎসন্নে যায়! আমাদের পরের চাকরি, পরের মন যোগাতে হবে। তাতে সংসারে অত খুটি-নাটী, অত পিটি পিটি কর্‌লে কি চলে?

নলীবালা। তা বলে কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ত্যাগ ক'র্‌বো? তীর্থ কর্‌বো না, পুণ্য কর্‌বো না, গঙ্গাস্নান কর্‌বো না, চুপটি করে ঘরে বসে থাক্‌বো, আর তোমাদের কায কর্‌বো?—ভাত রাঁধ্‌বো?

পশুপতি। তুমি জান ননি, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম মত সনাতন ধর্ম্ম। এতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ-ফল সবই আছে। হিন্দুগৃহ পবিত্র দেবালয়। এখানে শ্বশুর, শাশুড়ী স্বামী, ভাসুর, দেবর, বালক-বালিকাগণ বধূদিগের সেব্য। বধূগণ সকল কাজ ফেলে তাদের সেবা-শুশ্রূষা কর্‌বে। তাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা দেখ্‌বে। বধূরা গৃহলক্ষ্মী, চাঁদের হাট, তাঁ'রা সর্ব্বদা হাসিমুখে কায কর্‌বে। এই হ'ল আমাদের হিন্দু-ধর্ম্মের সার উপদেশ। শিশুগণ সর্ব্বত্রই দেবতা। এই শিশুদিগের প্রতি যাঁ'রা অযত্ন করে, তাঁ'রা ঘোর দেবদ্রোহী। তাহাদের কোন পুণ্য নাই।

ননী। তুমি ত অনেক কথা বল্লে। আমি আমার ছেলেদের যত্ন করি না? তাদের জন্যে ভাবি না?

পশুপতি। ভাব্‌বে না কেন? ভুল ভাব; উল্টো বোঝো। তুমি যাও ভাল ক'র্‌তে, হয়ে দাঁড়ায় মন্দ! তোমার মন ভাল হলে কি হবে? বুদ্ধিটা ত চাই। বুদ্ধি না থেকে, ভাল মনে কি হ'তে পারে? বুদ্ধি বড় জিনিস, জান ননীবালা? এই বুদ্ধিতেই জগৎ চ'ল্‌চে। যেখানে বুদ্ধি নাই, সেখানে সব গোলমাল, অন্ধকার, বিপদ!

ননী। আমাদের কি বুদ্ধি নেই? আমরা কি জানোয়ার?

পশুপতি। জানোয়ার নয় সত্যি। তোমাদের মানুষের মত হাত, পা মুখ, চোক, কাণ, সবই আছে; কিন্তু বুদ্ধিটা বড় কম।

ননী। কেন?

পশুপতি। নয়? এই দ্যাখ, বিলাতে, ফ্রান্সে, সমগ্র ইউরোপে এবং আমেরিকায় মেয়েরা কতদূর উন্নত! তাঁ'রা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পায়, তাহারা পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে খাটে; তাদের সঙ্গে সমান ভাবে; গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করে। তাঁ'রাই যথার্থ পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গী হ'বার উপযুক্ত। তাঁ'রাই যথার্থ পুরুষের জীবন-ভার বহনের সহায়তা করে। আমাদের দেশে কি?—মেয়েরা কেবল খুপে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রতে পারে; কতকগুলা ভুল বুঝা অনাচারকে আচার বলে তর্ক কর্ত্তে পার। সে তর্কে স্বয়ং বৃহস্পতিরও তাদের কাছে হার মান্‌তে হয়।

তাঁ'রা কতকগুলো উপোস তীরেস ক'রে

শরীর ক্ষয় ক'রতে পারে; বাহিরের ব্যায়রামকে ঘরে ডেকে আন্‌তে পারে; ডাক্তার-কবিরাজের পুর্ব্বজন্মের ঋণ শোধ করাতে পারে; বেচারা গৃহস্থকে ঋণগ্রস্ত করিয়ে বিপন্ন কর্‌তে পারে! আর কি?

ননীবালা। আমাদের দেশে এতদিন যে এত স্ত্রীলোক ছিল, তারা কি সকলেই বোকা ছিল? কেউ কি ঘরকন্না ক'র্‌তো না, না, সংসারধর্ম্ম ক'র্‌তো না?

পশুপতি। সে-সব কথা ছেড়ে দাও। সে সব পুরাকালের কথা ছেড়ে দাও। তা'দের মত তোমাদের শরীরের বা মনের জোর কা'র আছে? তোমরা ত সব চিনির পুতুল! একটু জলে গলে যাও? তোমাদের পদার্থটা কি আছে? তোমরা এক একটা রোগের পুঁটুলি বৈ ত নয়!

ননীবালা। খুব বলে নিচ্ছ! আচ্ছা, তবে আমাদের কি ক'র্‌তে বল?

পশুপতি। তোমাদের শিক্ষা আবশ্যক, যা'তে তোমাদের শারীরিক ও মানসিক বল বাড়ে এবং তোমরা মানুষ হয়ে মানুষের মত সব কাজ ক'রতে পার।

ননীবালা। (হাসিতে ২) আমি ত বুড় হয়ে পড়েছি, আমার এখন আর কি শিক্ষা হবে?

পশুপতি। শিক্ষার কি বয়স ধরা আছে? লোকে সব সময়ে শিক্ষা কর্‌তে পারে; জ্ঞান-লাভ কর্‌তে পারে। আমেরিকার লোকেদের উন্নতি শুন্‌লে তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হবে। তারা কি ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মদ্দ সকলেই লেখা-পড়া, নানারকম ব্যবসায়ের কায-কর্ম্ম দস্তুর মত শিক্ষা করে। মেয়েরা উকিল ব্যারিষ্টার, অ্যাটর্ণি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রোফেসর, সবই হয়। তারাই এই বর্ত্তমান যুগের সভাজগতের সমক্ষে উন্নতিশীলা ও বরণীয়া। তা'রা সংসারের খুটিনাটি হ'তে রাজকার্য্য পরিচালনের ভারবহনেও সমর্থ; জুতা-গড়া হ'তে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত ক'র্‌তে পারে। তা'রা তোমাদের মত সামান্য লোকের নিন্দায় বা প্রশংসাবাদে গলে যায় না, বা ফুলে উঠে না। তা'রা কর্ত্তব্য কায বুঝে।

ননীবালা। আমরা কি আমাদের কর্ত্তব্য কায বুঝি না?

পশুপতি। (ননীর দিকে চাহিয়া) আর মুখ নেড়ো না, ঢের হয়েছে! তোমার বিদ্যাবুদ্ধি-ক্ষমতার দৌড় সব বুঝ্‌তে পারা গেছে! এখন চুপটী করে ঘুমাও, রাত হয়েছে। যে কথাগুলি বল্লাম, যেন মনে থাকে। আর সকাল ২ দু'টি করে ভাত দিও, যেন আর জরিমানা না হয়, চাকরিটা বজায় থাকে।

ননীবালা লজ্জিতা হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

নিবেদন।

আমারে রাখিয়া আমি সুদূরে ফেলে,
মিশে যাই যেন তব চরণ-তলে!
সংসারের যশ মান, চাহে না এ দীন প্রাণ,
থাক্ দৈন্য অপমান, মরত-ধূলে!
আমি যেন মিশি পদে, আপনা ভুলে!
আমি শুধু চাহি নাথ, তোমার জগতে
আপনা বিলায়ে দিতে, তোমার প্রেমেতে!
তোমার রবি ও শশী, তোমার জ্যোছনা হাসি,
তোমার আনন্দবহ স্নিগ্ধ সমীরণ,
প্রণমি পূজিতে ভরি' সারা প্রাণ মন।
চাহি না ঐশ্বর্য্য-ভার—দম্ভের সম্বল,
চাহি না ভোগের বাঞ্ছা—জলন্ত গরল!
তোমার কাজের তরে, যা দিবার দিও মোরে,
চাহি না ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল ;
—যদি দাও প্রাণে তৃপ্তি, বুকে দাও বল!
প্রেমে ধর্ম্মে সেবা-কর্ম্মে জুড়ি দুটি হাত
কাটায়ো দীনের দিন, ওগো দীননাথ!
ক্ষুধিতের ক্ষুধা-নাশে, শ্রান্তি যেন নাহি আসে,
আর্ত্তের সেবায় করিবারে দেহপাত
হৃদয়ে হৃদয়বত্তা, দাও হৃদি-নাথ!
সংসারের দুঃখ-শোক-তাপে সব ক্ষণ
জাগে যেন চিত্ত মাঝে ও দু'টি চরণ!
সকল ব্যথার ঘায়ে শুধু তব মুখ চেয়ে
হইবারে আত্মহারা আনন্দে মগন—
অন্তরে অমৃতালোক দাও, নারায়ণ!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ন বিক্ষেপো ন চৈকাগ্র্যং নাতিবোধো ন মূঢ়তা।
ন সুখং ন চ বা দুঃখমুপশান্তস্য যোগিনঃ ॥১০॥

যে যোগিপুরুষ সঙ্কল্পবিকল্প-ত্যাগপূর্ব্বক শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার চাঞ্চল্যও নাই, একাগ্রতাও নাই ; অতিবোধও নাই, মূঢ়তাও নাই, সুখও নাই, দুঃখও নাই। ১০।

স্বারাজ্যে ভৈক্ষ্যবৃত্তৌ চ লাভালাভে জনে বনে।
নির্বিকল্পস্বভাবস্য ন বিশেষোঽস্তি যোগিনঃ ॥১১॥

যিনি সঙ্কল্প ও বিকল্প ত্যাগ করিয়াছেন, এতাদৃশ যোগীর স্বর্গরাজ্য ও ভিক্ষাবৃত্তি, লাভ ও ক্ষতি, জনসমাজ ও অরণ্যরাজ্য, এই সকলে কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না। অর্থাৎ সাংসারিক বুদ্ধিতে লোকে যাহাকে উৎকৃষ্ট বস্তু বলে, তাহার লাভে যোগীর কোনো প্রকার হর্ষ উপস্থিত হয় না, বা নিকৃষ্ট বস্তুর সহযোগেও কোনরূপ দুঃখ হয় না। কারণ, পরিপূর্ণস্বভাব আত্মস্বরূপ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কিছুতেই হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণকে ত্যাগ করিলেই, তাদৃশ আত্মস্বরূপ অতিসুখলভ্য। ১১।

ক্ব ধর্মঃ ক্ব চ বা কামঃ ক্ব চার্থঃ ক্ব বিবেকিতা।
ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তস্য যোগিনঃ ॥১২॥

'ইহা অনুষ্ঠিত হইল', 'ইহা অনুষ্ঠিত হইল না', এইপ্রকার বিরোধিধর্মযুগলের গণ্ডী যিনি

অতিক্রম করিয়াছেন (অর্থাৎ পূর্ণস্বভাব আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি-নিবন্ধন যাঁহার কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কিছুই নাই), তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কিছুই কিছু নহে। ১২।

কৃত্যং কিমপি নৈবাস্তি ন কাপি হৃদি রঞ্জনা।
যথা জীবনমেবেহ জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৩॥

জীবন্মুক্ত যোগীর কিছুই কর্ত্তব্য নাই, তাঁহার হৃদয়ে কোনপ্রকার বিষয়ানুরাগও নাই। কিন্তু তথাপি প্রারব্ধানুসারে তাঁহার জাগতিক জীবন অতিবাহিত হয় (অর্থাৎ তিনি জীবনধারণের জন্য স্বয়ং কোনপ্রকার অনুষ্ঠান, চেষ্টা বা প্রযত্ন করেন না; কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের বেগানুসারে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটে)। ১৩।

ক মোহঃ ক চ বা বিশ্বং ক তদ্ধ্যানং ক মুক্ততা।
সর্ব্বসঙ্কল্পসীমায়াং বিশ্রান্তস্য মহাত্মনঃ ॥১৪॥

সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পের অতীত অবস্থা যে মহাত্মা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মোহ কোথায়, বিশ্ব তাঁহার পক্ষে কোথায়, বিষয়-বাসনা তাঁহার কিরূপে সম্ভবে, এবং মুক্তিই বা তাঁহার পক্ষে কি হইতে পারে? (এ-সকলই সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করে। যাঁহার সঙ্কল্প নাই, তাঁহার এইসমস্ত কিরূপে সম্ভবে?)। ১৪।

যেন বিশ্বমিদং দৃষ্টং স নাস্তীতি করোতু বৈ।
নির্বাসনঃ কিং কুরুতে পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥১৫॥

যিনি জগৎকে বাসনার দ্রব্যরূপে দেখেন, তিনি সেই দর্শন-নিরোধের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু যিনি বাসনাশূন্যভাবশতঃ কিছু দেখিয়াও দেখেন্ না, তাঁহার কি কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে?। ১৫।

যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম সোঽহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ।
কিং চিন্তয়তি নিশ্চিন্তো দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি ॥১৬॥

যে পুরুষ পরব্রহ্মকে নিজ হইতে ভিন্ন মনে করে, সে "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করুক্; কিন্তু যিনি দ্বিতীয় কিছুই দেখেন্ না, তিনি চিন্তাশূন্য হইয়া কি চিন্তা করিবেন্? ১৬।

দৃষ্টো যেনাত্মবিক্ষেপো নিরোধং কুরুতে ত্বসৌ।
উদারস্তু ন বিক্ষিপ্তঃ সাধ্যাভাবাৎ করোতি কিম্ ॥১৭॥

যে পুরুষ অন্তঃকরণের বিক্ষেপ অবলোকন করে, সে তাহার নিরোধের চেষ্টা করিতে পারে। (কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অন্তঃকরণ বা তাহার বিক্ষেপ কিছুই নাই।) অতএব উদার ব্রহ্মভাবনাকারী বিক্ষিপ্তই হইতে পারেন্ না। সুতরাং সাধনাদ্বারা প্রাপ্যবস্তুর অভাব-নিবন্ধন, তিনি কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন? (১৭)

ধীরো লোকবিপর্য্যস্তো বর্ত্তমানোঽপি লোকবৎ।
ন সমাধিং ন বিক্ষেপং ন লেপং স্বস্য পশ্যতি ॥১৮॥

লৌকিক বিপর্য্যাসভাব বা বিক্ষেপ যাঁহার নাই, এতাদৃশ ধীর পুরুষ সংসারী লোকের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিলেও, নিজের সমাধি, বিক্ষেপ, আসক্তি কিছুই দেখেন্ না। (সংসারে ত্রিবিধ লোক আছেন্ঃ—উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অধম। উৎকৃষ্টব্যক্তিগণ সাত্ত্বিকপ্রকৃতি;—নিয়ত যম, নিয়ম, সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠানে রত। মধ্যম ব্যক্তিগণ রাজসিক-প্রকৃতি;—নানাকর্ত্তব্যসম্পাদনার্থ আকুলচিত্ত,—বিক্ষিপ্ত। অধম ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার মোহময় বন্ধনে

আসক্ত, জড়ীভূত। গুণাতীত ধীরব্যক্তিও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এই তিনের এক অবস্থায় আসীন। কারণ, গুণময়ী ব্যাবহারিক দৃষ্টি এই তিন ব্যতীত কিছুই দেখিতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ ধীরব্যক্তির অবস্থা সমাধি, বিক্ষেপ ও আসক্তি, এই তিনের অতীত এক অনির্ব্বচনীয়-ভাবময়ী)। ১৮।

ভাবাভাববিহীনো যস্তৃপ্তো নির্ব্বাসনো বুধঃ।
নৈব কিঞ্চিৎ কৃতং তেন লোকদৃষ্ট্যা বিকুর্বতা॥ ১৯॥

যে ধীরব্যক্তি নিত্য আত্মানন্দরসে তৃপ্ত—পরিপূর্ণ, ভাবাভাবের অতীত—বাসনাশূন্য, তিনি লোকদৃষ্টিতে বিকারপ্রাপ্ত হইলেও বাস্তবিক কিছুই করেন্ না। (কেন না, তাঁহার অভিমান নাই। লোকে নিজের উপমায় অন্যের কার্য্যের সমালোচনা করে; এজন্য গুণাতীত ব্যক্তির কার্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিজের ভাব তাঁহাতে আরোপিত করে।)। ১৯। (ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

ভ্রাতৃভাব।

নিঃস্বার্থতা-দেবতার হইল বাসনা
ভ্রাতৃবক্ষঃসমুদ্রের করিতে মথন,
হইলা উদারচিত্ত মন্দর তখন,
লইলা বাসুকিধর্ম্ম সুবৃত্তি আপনা ;—
উঠিল অমৃতরূপী স্নেহ নিরমল
কিবা প্রাণসঞ্জীবন মধুর শীতল!

স্বার্থাসুর অভিলাষ করিল তখন
সুধা আশে ভ্রাতৃবক্ষঃ-মথনে আবার,
লইলা সঙ্কীর্ণচিত্ত মন্দরের ভার,
কুবৃত্তি বাসুকিকর্ম্ম করিল গ্রহণ ;
তীব্র হলাহলরূপে বৈরিতা উঠিল,
বিশাল সংসার হায়! নাশিতে যাইল!
কণ্ঠে সে গরল ধরে ভ্রাতৃভাব-ভোলা,
বিমুক্ত সংসার হ'ল অমৃতে উতলা!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

পালামৌ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

আমরা ছেলেবেলায় শুনিয়াছিলাম, ছোট-নাগপুরে এমন জঙ্গল যে, অনেকস্থানে সূর্য্যের আলোক পর্য্যন্ত দেখা যায় না। পালামৌ ভ্রমণ করিয়া তাহা যথার্থই বুঝিতে পারিলাম। ডাল্টন্‌গঞ্জের ১৭ মাইল দূরে রাঁচির দিকে সাতবাঁরোয়া। পথে যদিও মধ্যে মধ্যে জঙ্গল এবং পাহাড় আছে, কিন্তু সে জঙ্গল ঘন নহে। সাতবাঁরোয়া হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কেড় নামে একটী পুলিশ আউটপোষ্ট আছে; তথায় একটী ক্ষুদ্র ডাকঘরও আছে। এই স্থানটিতে নিবিড় বন। কেড় সাতবাঁরোয়া

হইতে ৮ মাইল। এই আট মাইলের মধ্যে দুই তিনটি গ্রাম ভিন্ন আর লোকালয় নাই। মধ্যে একটী পার্ব্বত্য নদী আছে। কিন্তু তাহার গর্ভে বালুকা অপেক্ষা প্রস্তরই অধিক। ইহাতে বর্ষা এবং বৃষ্টি ভিন্ন জল থাকে না। আমরা অশ্বারোহণে তাহা পার হইলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পালামৌতে গাড়ী চলিবার মত রাজপথ নাই। আমরা কেড় যাইতে সাতবাঁরোয়া হইতেই রাজপথ ত্যাগ করিলাম। ইহার পর বনবিভাগের হাঁটা পথ, যাহাকে ইংরেজীতে 'ফুটট্র্যাক' বলে। পালামৌর অনেক রাস্তাই বনবিভাগের। অনেক স্থলেই বনবিভাগের এবং চৌকিদারী বাঙ্গালা আছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কিংবা পাবলিক ওয়ার্কসের বাঙ্গালা অতিবিরল। চৌকিদারী 'বাঙ্গালা' অতিশয় অদ্ভুত। ইহা একখানি খোলার ঘর। তাহাতে একখানি ভাঙ্গা খাটুলি, একখানি ভাঙ্গা চেয়ার এবং একখানি ভাঙ্গা টেবিল। কোন জিনিষই চোরে লইবে না, এই বিশ্বাসেই বোধ হয়, বাঙ্গালায় এই সব সাজ-সজ্জা। ইহার দরজাও প্রায় ভাঙ্গা। অনেকস্থলেই রাত্রিতে বাঘের ভয়ে বড় কাঠ দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতাম।

সাতবাঁরোয়া একটী বড়গ্রাম। এখানে দোকান-পাঠ আছে; অনেক লোকের বসতি; কিন্তু কেড় যাইতে যে-সকল গ্রাম দেখিলাম, তাহাতে ৫।৭ ঘর মাত্র লোকের বসতি। যতই কেড়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, জঙ্গল ততই ঘনতর হইতে লাগিল। একদিকে জঙ্গল, অপরদিকে পাহাড়; তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র পথ। এই পথে আমি ক্ষুদ্র অশ্বে চলিয়াছি। সঙ্গে ২।৩ জন জিনিষ বহিবার কুলী, আমার পাঁড়ে এবং দুই একজন আরও সঙ্গী। ব্যাঘ্রেরা দয়া করিয়া আমাদিগকে অনেক-স্থলেই একপ্রকার ছাড়িয়া দিতেছিল। কারণ, পালামৌর জঙ্গলে ভীষণ কাঁটা আছে; তাহা দুর্ভেদ্য বলিলেও চলে। তাহাতে ব্যাঘ্র একবার টানিয়া লইলেই আর নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

পলামৌর কুলী-কাহিনী অদ্ভুত। কুলী বলিলে কেহই বোঝা বহিবে না। আমরা মফঃস্বলে যাইবার পূর্ব্বে থানায় চিঠি দিতাম যে, আমার এতজন লোক আবশ্যক। পুলিশ বেগার ধরিয়া কয়েকজন লোক আনিয়া দিত। বেগার সকল জাতি হয় না। কোন্ কোন্ জাতির লোককে বেগার ধরা হয়, পুলিশ তাহা জানে। এই সকল লোকের ধারণা, তাহারা কুলী নহে। সরকার হইতে বেগার ধরিয়াছে, তাই তাহারা কি করে আর, বাধ্য হইয়া কুলী হইয়াছে। পালামৌর সর্ব্বত্রই 'কুলী' কিংবা 'মজুর' কথায় ব্যবহার নাই। কুলীকে 'বেগারে' বলিয়া থাকে। বেগারী লোক প্রায় ৫।৬ মাইলের বেশী যায় না। পরে আবার স্থানীয় চৌকিদারকে বলিয়া বেগারি ধরিতে হয়। বেগারিকে ক্রোশে ১০ দিতে হয়।

বেগারি সুযোগ পাইলেই বোঝা ফেলিয়া পলায়ন করে। তজ্জন্য তাহাদিগকে চোখে চোখে রাখিতে হয়। এমন কি মল-মূত্র-ত্যাগের সময়ও কাছে লোক রাখিতে হয়। কারণ, জঙ্গলে বোঝা ফেলিয়া পলাইলে বড়ই বিপদ্। এজন্য প্রায়ই দুই একজন বেশী বেগারি রাখিতে হয়। আমার একবার লণ্ঠন ফেলিয়া, দ্বিতীয় বার পেটারি ফেলিয়া পলাইয়াছিল। শেষবার সঙ্গে লোক ছিল

না। দৈবচক্রে পথে একটী লোক বিমদ্দূর বহিয়া দেয়, নতুবা নিজকেই বহিতে হইত।

কেড় পৌছিয়া দেখিলাম, থানা এবং ডাকঘর ভিন্ন দুই তিন ঘর নিম্নশ্রেণীর লোকের বাসমাত্র। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই নিবিড় জঙ্গল। যতদূরে দৃষ্টি চলে অসীম বন ভিন্ন আর কিছুই নাই। বঙ্কময়ূর থানায় এক রূপির মধ্যে আসিয়া চরিতেছে। এখানে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে দূরবর্ত্তী হাট হইতে আবশ্যক মত জিনিষ আনিতে হয়, নতুবা কিছুই পাওয়া যায় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত দে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গজননী তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত সন্তান হারাইলেন। ছাত্রাবস্থায় রামেন্দ্রসুন্দর আপনাকে যদ্রূপ কীর্ত্তিমান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরেও তিনি স্বার্থত্যাগ, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবায় আপনার শক্তি নিয়োগে আপনাকে যশস্বী করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনি বহুকাল সম্পাদক এবং জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটী দিন উহার সভাপতিও ছিলেন। তিনি অতিশয় সুলেখক ও সাধুচরিত্র ছিলেন। জর্ম্মন ভাষায় অনূদিত তাঁহার কতিপয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জর্ম্মনদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও তাঁহাকে সম্মান-প্রদানে কুণ্ঠিত হন্ নাই। বিজ্ঞানে দেশবাসীর হৃদয় আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মৌলিক গবেষণাপূর্ণ সরল প্রবন্ধ-সকল, তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ প্রভৃতির জন্য, যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে দেশবাসী কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান করিবে। বিধাতা তাঁহার আত্মার উন্নতি ও শান্তি বিধান করুন্।

নগর-নির্ম্মাণ।—বঙ্গীয়-গবর্ণমেণ্ট ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থ নগর-নির্ম্মাণ-বিষয়ক একখানি বিল উক্ত গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিয়াছেন।

তীর্থ-যাত্রীদিগের স্বাস্থ্য।—বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশস্থ তীর্থক্ষেত্র-গুলির যাত্রিসমূহের স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধানবিষয়ক একখানি বিল ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থ পাঠাইয়াছেন।

বিজয় পদক।—অষ্ট্রেলিয়ায় বিজয়োৎসব উপলক্ষে তথাকার বালক-বালিকাদিগকে ১৫ লক্ষ বিজয় পদক বিতরণ করা হইবে। উহাতে লিখিত থাকিবে—"স্বাধীনতা, ন্যায় ও শান্তির জয়, ১৯১৯"।

বিনা সুদে ধার।—মুলতানের প্রসিদ্ধ ধনী শেঠ প্রভুদয়াল ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ৩ লক্ষ টাকা বিনা সুদে ধার দিয়াছেন। আফগান যুদ্ধ শেষ হইলে যতকাল পরে খুসী গবর্ণমেণ্ট এই টাকা শোধ করিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

১০৮

পরের জীবন হইতে দৃষ্টি ফিরাও।

এই পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগেরই মধ্যে একশ্রেণীর লোক পরের জীবনে উঁকি মারিতেই ব্যস্ত ; পরের জীবনের খুটিনাটি লইয়াই এরূপ চিন্তামগ্ন, পরে কি করিল, কি বলিল, কি ভাবিল, কি পাইল, এই লইয়াই এরূপ ভাবে জীবন কাটাইতেছে যে, নিজের জীবনে উঁকি মারিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার সময় তাহাদের নাই ; নিজের কি আছে, নিজে কি করিতেছে, কি বলিতেছে, কি পাইতেছে, তাহা ভাবিবার তাহাদের অবসর নাই। পরচর্চ্চায়, পরের জীবনালোচনায় তাহারা দিবারাত্র সম্পূর্ণ নিমগ্ন ও নিরন্তর অন্তর্জ্বালায় বিদগ্ধ ;—শান্তি নাই, স্বস্তি নাই। খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, দৈনন্দিন কর্ম্মসাধনকালে সর্ব্বদাই অপরের কাজ, অপরের বাক্য, অপরের আচরণ স্মরণ করিতেছে, মনে মনে তৎসম্বন্ধে কত কল্পনা করিতেছে, অন্যের সহিত তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতেছে ! এই শ্রেণীর লোকের আচরণ ও কথাবার্ত্তা দেখিলে ও শুনিলে, অনেক সময় মনে হয়, যেন তাহারা বুঝি, ঐ সকল ব্যক্তির জন্য দায়ী ? কিন্তু "অমুক ব্যক্তি এই প্রকার, অমুক অন্য প্রকার, অমুক এই বলিয়াছে, অমুক এই করিয়াছে, অন্য অমুক তাহাতে এই বলিল'—এই প্রকার বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিলে কি কোনও লাভ হয় ? অন্তিম দিনে, যেদিন এই শস্যশ্যামল, ঐশ্বর্য্যশালী মরলোক পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য জ্ঞানাতীত লোকান্তরে মানব চলিয়া যাইবে, তখন কি তাহার সেই গতি, 'পরে কি করিয়াছিল, কি বলিয়াছিল,'—তাহার দ্বারা নিরূপিত হইবে ? না, সেই মানবটী স্বয়ং যাহা করিয়াছিল, যাহা ভাবিয়াছিল, তাহার দ্বারাই নিশ্চিত হইবে ? ঋষিরা বলিয়াছেন,—"শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্‌দেহসম্ভবম্। কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥—অর্থাৎ "মানসিক, বাচিক ও কায়িক, এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার কর্ম্মজনিত গতি হয়"। "একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে। একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং এক এব তু দুষ্কৃতম্ ॥" —মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়, একাকী স্বীয় সুকৃতিফলভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি-ফলভোগ করে। অতএব মানুষ যদি নিজের জন্য নিজেই দায়ী, তবে সে অপরকে লইয়া এত ব্যস্ত কেন ? অপরকে লইয়া সে এত জড়াইতে চাহে কেন ? যখনই মানবের এই পরজীবনানুসন্ধিৎসুপ্রকৃতি প্রবল হইবে, তখনই কি সে আপনাকে এই বলিয়া সতর্ক করিবে না ?—'রে মূঢ়, রে নির্ব্বোধ মন, পরের জীবনে উঁকি মারিতে তোমার এত অভিলাষ কেন ? পরের কার্য্য দেখিতে তুমি আপনাকে ভুলিয়া যাও কেন ? পরের কাজ দেখিতেই ও তাহার সমালোচনা করিতেই কি তুমি জগতে আসিয়াছ ? তুমি কয়জন পরকে দেখিতে পার ? তুমি যে অতিক্ষুদ্র ; নিজেকে দেখ, নিজেকে দেখ। সকলকে দেখিবার জন্য তোমার ব্যস্ততার আবশ্যকতা নাই। সকলকে দেখিবার জন্য একজন আছেন ;—সেই বিধাতাপুরুষ

সকলকেই জানেন্। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের বৃহৎ হইতে বৃহত্তম, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষোদিষ্ঠ বস্তুর কার্য্যকলাপও তিনি সুবিদিত। কি প্রোজ্জ্বল রবিকিরণে, কি অমাবস্যার সূচী-ভেদ্য অন্ধতমসে অনুষ্ঠিত কোনও কার্য্যই তাঁহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি প্রত্যেকের প্রত্যেক অবস্থা জানেন্। প্রত্যেকের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেকের প্রত্যেক ইচ্ছা, প্রত্যেক অভিলাষের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি—এই সকলেরই সূক্ষ্মতম গতি তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন্।" আমরা অপরের কার্য্য দেখিয়া, তাহার বাহ্য হাবভাব দেখিয়া, আপনার কার্য্যাদির সহিত আপনার মানসিক ও বাহ্য ভাব চিন্তা করিয়া এবং তাহার সহিত অপরের ঐসকল অভিব্যক্তির তুলনা করিয়া অপরের মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করি, কিন্তু বহুস্থলেই আমাদিগের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও বিকৃত হইতে পারে। কিন্তু বিধাতার এ-সকল কিছুরই প্রয়োজন হয় না। অণু পরমাণুও তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত নহে ;—সকলেই তাঁহার শাসনে সুশাসিত, তাঁহার নিয়মে নিয়মিত—বিধানে বিধৃত। আমাদের সকলেরই দ্রষ্টা তিনি। সুতরাং, আমরা যাহা করি, যাহা বলি, যাহা ভাবি, সকলই যেন তাঁহাতে সমর্পণ করি এবং চিত্তের অশান্তি ও অসন্তোষকে দূরে পরিহার করিয়া তথায় শান্তি রক্ষা করিতে যত্নবান্ হই। মানুষ মানুষের নিকট আত্মভাব, আত্মকার্য্যাদি গোপন করিতে পারে, সে ভাবিতে পারে, 'আমি সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু মানবকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইলেও, ঈশ্বরকে প্রতারিত করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে-ব্যক্তি পরকে লইয়াই ব্যস্ত, শত উপদেশেও যে বধির, সে তাহার স্বপথই অনুসরণ করুক্ ;—সময় আসিবেই আসিবে, যখন তাহাকে ফিরিতেই হইবে।

পরজীবনে আর এক প্রকার দৃষ্টি আছে, তাহা এই :—'আমার নাম বিশ্ববিখ্যাত হউক্, বিশ্বজনের মুখে আমার নাম সাদরে উচ্চারিত হউক্ ; আমি বহুব্যক্তির আন্তরিক সৌহার্দ্দ লাভ করি, আমি গোপনে গোপনে সকলের হৃদয়ের প্রেম লাভ করি, সকলের হৃদয়কে অধিকার করি।' এই প্রকার আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হওয়াও কর্ত্তব্য নহে। এই সকল বস্তুই চঞ্চলতা উৎপাদন করে, হৃদয়ান্ধকার ঘনীভূত করিয়া দেয়।

এই সকল পরিত্যাগ করিয়া বিধাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সজাগ হইয়া তাঁহার আগমন পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, সমুদয় হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে ; তাহা হইলে তিনি আপনিই তাঁহার বাণী শুনাইবেন্ ; অদ্য যাহা ঘোর তমসাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে, তাহা উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আর অপরের পানে চাহিতে হইবে না,—পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্যোতিঃতে মানব আপন পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু ইহার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সজাগ ও সতর্ক হইয়া ভগবানের নিকট অকপট প্রার্থনা করিতে হইবে এবং সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদাই বিনীত-মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত—

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 672. August, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৭২ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩২৬। আগষ্ট, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মল্লার—কাওয়ালী।

ওগো এ যে শ্রাবণ মাহ্—!
ঝরিছে ঝর ঝর, গরজে গড় গড়,
স্বনিছে শর শর শ্রাবণ মাহ্।
তটিনী ভর ভর, সরসী ভর ভর,
ধরণী থর থর সিকত গা ;
বিরহী 'ধর ধর'! মানিনী 'সর সর'!
চাহিছে খর খর সুলোচনা!
যুবতী দলে দলে চলিছে গলে গলে ;
বিটপি তলে তলে ঝোলে ঝুলা।
কৃষক হলে হলে, বলাকা জলে জলে,
নাচিছে টলে' টলে' শিখীর পা।
পরাণ পলে পলে পড়িছে ঢলে' ঢলে'
উঠিছে বলে' বলে'—'তুমি কোথা'!

কথা—শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´
সন্‌া সা II ঋা ঋা -মা মা । ঋা -া সা -া I -া -া ন্‌া ন্‌া ।
ও০ গো এ যে ০ শ্রা ব ণ মা হ্‌ ০ ০ ঝ রি

৩ ০ ১
। ঋা -সন্‌া সা সা । সা -া ঋা মা । মা মা -পা পা I
ছে ০ঝ র ঝ র ০ গ র জে গ ০ ড়

২´ ৩ ০ ১
I ধা পা -া -া । মা পা না না । র্সা র্সা র্সা র্সা । নর্সা -র্ঋা র্সা -ণা I
গ ড় ০ ০ স্ব নি ছে শ র শ র শ্রা ব০ ণ মা ০

২´ ৩
I -পা -া -মগা -মা । -ঋা -া সন্‌া সা II
০ ০ ০০ ০ ০ হ্‌ "ও০ গো"

অন্তরা।

২´ ৩ ০
II মা পা পা -না । না না না না । র্সা র্সা -না র্ঋা ।
ত টি নী ০ ত র ত র স র ০ সী

১ ২´ ৩
। র্সা র্সা র্সা র্সা I র্সনা র্সা -র্ঋা র্ঋা । র্ঋা -া র্ঋা র্সা ।
ভ র ভ র ধ র ০ ণী থ ০ র থ

০ ১ ২´
। র্ঋা র্সা র্সা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -া -া র্ঋর্জ্ঞর্সা I -র্ঋা -র্সা মা পা ।
র সি ক ০ ত ০ ০ গা০০ ০ ০ বি র

৩ ০ ১ ২´
। পা পা র্সা -া । ণা পা মা পা । মা মা মা -ঋা I ঋা সা ঋা পা ।
হী ধ র ০ ধ র মা নি নী স র ০ স র চা হি

৩ ০ ১
। মা পা -া -া । মা পা ধা র্সা । নর্সা র্ঋা -র্সনা -র্সা I
ছে থ ০ ০ র থ র স্থ লো০ চ ০০ ০

২´ ৩
I -ধা -ণধা -পা -া । -মগা মা ঋা সা II
০ ০০ ০ ০ ০০ না "ও গো"

সঞ্চারী ও আভোগ।

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
II মা মা মা -া। মা মা মগা মা। পা পা পা -া। পা পা পমা পা　I
ঘু ব তী ০ দ লে দ০ লে চ লি ছে ০ গ লে গ০ লে

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I ধা র্সা র্সনা -র্সা। ধা পধা পা পমা। -মা -গা পমা মা। গমা -া রা -া I
বি ট পি০ ০ ত লে০ ত লে০ ০ ০ ঝো০ লে ঝু ০ লা ০

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I রা পা -মা পা। পা -মা মা রা। সা না রা না। সা -া সা সা　I
কু হু কু হু লে ০ হু লে ব না কা জ লে ০ জ লে

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I রা মা মা -া। পা পা ধা ধপা। মগা মা পা -া। -া -া -া পা　I
না চি ছে ০ টি লে টি লে০ শি০ খী র ০ ০ ০ ০ পা

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I মা পা পা -না। না না না না। র্সা র্সা না -র্রা। র্সা র্সা র্সা র্সা　I
পা পি য়া ০ প লে প লে প ড়ি ছে ০ চ লে চ লে

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I -া -া -া মা। পা পা -পমা পা। পা পা পা -পধা। মপা মা পমা -জ্ঞা I
০ ০ ০ উ ঠি ছে ০০ ব লে ব লে ০০ ভু০ মি কো০ ০

২　　　　৩
I -জ্ঞা -া -া -রজ্ঞমা। -রা রা সনা সা II II
০ ০ ০ ০০০ ০ থা "ও০ গো"

উপরি উক্ত গানটী হিন্দুস্থানী "সাওনে"-র সুরে গেয় বলিয়া রচয়িতা একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দেওয়া সুরের স্বরলিপি আমি কোথাও দেখি নাই, এবং তাঁহাকে কখন তাঁহার সুরে গাহিতেও শুনি নাই। এজন্য আমি নিজে গানটিতে বর্ষাকালের সাধারণ সুর দিলাম। আমার বিশ্বাস, আমার স্বরলিপির সুরে গাহিলেও সঙ্গীতপ্রিয় পাঠকপাঠিকা সুখী হইতে পারেন। শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা॥

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গোকর্ণনাথ।

লখীমপুর হইতে গোকর্ণনাথ ১০ ক্রোশ মাত্র। আর, কে, আর, লাইন দিয়া লখীমপুরে যাইতে হয়। গোকর্ণনাথ-ক্ষেত্র 'গোলা গোকর-নাথ'-নামে খ্যাত। বরাহপুরাণ ও কূর্ম্মপুরাণে গোকর্ণনাথের উল্লেখ আছে। কূর্ম্মপুরাণ-মতে উত্তর-গোকর্ণক্ষেত্রে যে শিবদর্শন করে তাহার মনোরথ পূর্ণ হয়, এবং মরণান্তে সে শিবলোক প্রাপ্ত হয়।

একটী প্রশস্ত সরোবরের তটে গোকর্ণনাথ-মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। মেলায় দিন এখানে এত জনতা হয় যে, তিল রাখিবার স্থান হয় না।

বৎসরে দুইবার মেলা হয়;—শিবরাত্রী ও চৈত্রমাসে। শিবরাত্রীর মেলায় প্রায় ৫০ সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। চৈত্রমাসের মেলাটী দুই সপ্তাহ থাকে। তখন দেড় লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। মেলাটী উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং লোকের ভিড়ও অধিক হইতেছে।

সোরোঁ বা বারাহতীর্থ।

সোরোঁর দুইটী নাম; যথা শূকরক্ষেত্র ও বরাহতীর্থ। ইহা ইটা-জেলার অন্তঃপাতী কাশগঞ্জ-নামক তহশীলের একটী সহর। স্থানটীর পরিসর ১০৮ বর্গ একর। এখানকার জনসংখ্যা ১১১৪২; তন্মধ্যে ৯৫৫৪ হিন্দু এবং ১৫৮৮ মুসলমান। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। ৪৬৪১ জন ব্রাহ্মণ এখানে বাস করেন্। যদি উক্ত সংখ্যায় যোশী ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ যোগ করা যায়, তবে তাহাদিগের সংখ্যা সমগ্র হিন্দুজাতির অর্দ্ধেকের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। এখানকার ব্রাহ্মণগণ দেখিতে অতিসুন্দর। তাহারা গোলাপিরঙ্গের পাকড়ি পরিধান করে। ইহাদিগের মধ্যে নির্ধনব্যক্তি নাই, বলিলেই চলে। ভারতের প্রায় সকল স্থান হইতেই ইহারা অর্থপ্রাপ্ত হন্। এতদ্ব্যতীত শিষ্যের বাটী গমন করিলেও ইহারা কিছু অর্থ পাইয়া থাকেন।

সোঁরোতে অনেকগুলি মেলা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা একটি বাণিজ্যস্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা ভারতের সকল স্থান হইতে তীর্থ করিতে মথুরায় সমাগত হন্। অতঃপর তাঁহারা এখানকার বুড়োগঙ্গায় স্নান করিতে আসেন্। বুড়োগঙ্গার পূর্ব্ব ও উত্তর তটে অনেকগুলি মন্দির ও ঘাট আছে। সোঁরো গঙ্গার একতটে এবং বদরীয়া-নামক একটা বৃহৎ গ্রাম অন্য তটে অবস্থিত। উক্ত স্থানদ্বয় একটী সেতুদ্বারা সংযুক্ত। ১৮৭৩ খৃঃ এগার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া অপর একটী সেতু নির্ম্মিত হয়। সেতুর তলদেশের জলটী অত্যন্ত ঘোলা কিন্তু বর্ষা-সমাগমে ইহা নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। এই স্থানেই তীর্থ-যাত্রিগণ স্নান করেন্ এবং এইখান হইতেই পূজাদি বা রোগমুক্তির ঔষধ-প্রস্তুতির জন্য জল লইয়া যান্। সোঁরোতে ১৮টী ঘাট আছে। সেগুলি সমস্তই পাকা। মন্দিরের নিকটে প্রায় ১০টী অশ্বথ বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মন্দির ব্যতীত প্রায় ৩০টী সুবৃহৎ

ধর্ম্মশালা আছে। গোয়ালিয়র এবং ভরতপুর-নিবাসী সমৃদ্ধ যাত্রীদিগের দ্বারাই এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। ধর্ম্মশালাগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং দেখিতে অতিসুন্দর। রাস্তাগুলি কঙ্কর-নির্ম্মিত এবং সুপ্রশস্ত। পুলিশ-থানা ও পোষ্ট অপিস বড় বাজারে অবস্থিত। সহরটীতে হাঁসপাতাল ও স্কুল আছে। শস্য-বাজারের সম্মুখে একটি পড়ার উপর শকটাদি থাকে। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালা ব্যতীত অপর দুইটী পান্থনিবাস আছে। সেঁরোতে অনেক-গুলি কূপ দৃষ্ট হয়। কূপোদক খাইতে স্বাদু।

সেঁরো পূর্ব্বে উকল-ক্ষেত্র নামে খ্যাত ছিল। এই স্থানে বিষ্ণু বরাহরূপ-পরিগ্রহ করেন। যখন যজ্ঞাদি সমস্ত ধর্ম্মের আধারভূতা ধরণী অজ্ঞানরূপ প্রলয়-জলে নিমগ্না হন্, তখন ভগবান্ বরাহরূপে তাঁহার পুনরুদ্ধার করেন। অর্থাৎ জীবসমূহ যৎকালে অজ্ঞানাবৃত হইয়া যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মে বিমুখ হয়, তখনই সাধুগণ ধর্ম্মবিপ্লবের জন্য পৃথিবীর প্রলয় স্বীকার করেন্। ফলিতার্থ এই যে, অজ্ঞান-সলিলে নিমগ্না বসুধার উদ্ধারার্থ অর্থাৎ যাগযজ্ঞ-ধর্ম্মকর্ম্মাদির পুনরুদ্ধারার্থ ভগবান্ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর সর্ব্বযজ্ঞময় পরমাত্মা যজ্ঞোপকরণ-বিশিষ্ট অবয়বান্বিত যজ্ঞবরাহ-নামে এক অদ্ভুত শূকররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে পুনর্ব্বার যজ্ঞাদিকর্ম্মে সকলকে প্রবৃত্ত করান্। এইকারণে বরাহরূপ-রূপকে যজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনায় রসাতলগতা ধরিত্রীকে বরাহ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃতা কহা হইয়াছে। বরাহের চতুষ্পাদ চাতুর্হোত্র, স্রুক্ তুণ্ড, জিহ্বা শব, চমস অধর, অগ্নিষ্টোম নেত্র, মস্তিষ্ক অশ্বমেধ, গুহ্য গোমেধ, ক্ষুরাগ্রে বাজপেয়, মেদ ঘৃত, রোম সকল কুশ-কাশ ইত্যাদি। এইসকল অবয়ব-বিশিষ্ট যজ্ঞ বরাহরূপ। মহাতমোমূর্ত্তি অর্থাৎ অহংকারমূর্ত্তি হিরণ্যাক্ষ দৈত্য, ধর্ম্মবিদ্বেষকারী, অজ্ঞানজলে ধরণীকে রক্ষা করিতেছিল; অর্থাৎ অহংকার অধর্ম্মবন্ধু পৃথিবীর ধর্ম্মনাশে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ উদ্যোগী যজ্ঞবরাহের প্রতি ব্যাঘাত করিয়াছিল, এইজন্য সর্ব্বধর্ম্মরক্ষক বরাহরূপী ভগবান্ অহংকাররূপী হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া অজ্ঞান-জলনিধি হইতে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন্। হিরণ্যাক্ষ-বধের পর পূর্ব্বোক্ত উকল-ক্ষেত্র "শূকর-ক্ষেত্র"-নামে অভিহিত হয়। শূকরক্ষেত্র অর্থে উত্তম কর্ম্মক্ষেত্র। বুড়োগঙ্গার উপর যে দুর্গ দেখা যায় তাহাই পুরাতন সহরের নিদর্শন-মাত্র। এখানে সীতারামজীর মন্দির ও সেখ-জামনের সমাধি-মন্দির অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে যে, রাজা সোমদত্ত-দ্বারা ঐই পুরাতন সহরটী প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার যথার্থ নির্ম্মাতা চক্রবর্ত্তী রাজা বেন। বেন রাজার রাজ্য গোরখপুর হইতে রোহিলখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার নিদর্শন অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে অনেকগুলি পুরাতন মন্দির আছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে সীতারামজী ও বরাহজীর মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। শেষোক্ত মন্দিরটিতে বরাহ-লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। মন্দিরটী শিখরদার এবং তাহাতে ভগবান্ বরাহের শুক্ল ও চতুর্ভুজমূর্ত্তি বিরাজিত। বরাহের মুখে পৃথিবীর আকার দৃষ্ট হয় এবং বামভাগে লক্ষ্মী অবস্থিতা। শিব, গঙ্গা, ভগীরথ এবং শিব, কৃষ্ণ, রাম ও জানকীর প্রতিমূর্ত্তিও স্থানটীতে দৃষ্ট হয়। বরাহ-অবতারের স্মরণার্থ মার্গশিরায় (অগ্রহায়ণ) কৃষ্ণ-পক্ষীয় একাদশীতে অনেক যাত্রী এই স্থানটী দর্শনা-

ভিলাষে আগমন করে। ঔরঙ্গজেব সীতারামের মন্দিরটী চূর্ণীকৃত করেন্, কিন্তু জনৈক সমৃদ্ধ বণিক্ মন্দিরটী পুনর্নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন্।

সোরোঁর পরিক্রমা তিনক্রোশ এবং এখানকার পাণ্ডা ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সোরোঁতে অনেকগুলি পুরাতন মন্দির আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দিরে যে লেখা আছে, তাহার সংবৎ ১২২৬ অর্থাৎ তাহা খৃষ্টজন্মের ১১৬৯ বৎসরের পরে। মন্দিরটী অবশ্য খৃষ্ট জন্মের ১০০০ বৎসর পরে নিশ্চয়ই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ১২৪১ খৃঃ মুসলমানগণ সহরটী অধিকার করার পর হইতে ১২৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত ১৫টী লেখা দৃষ্ট হয়। তদ্দারা আমরা বুঝিতে পারি যে, ঘোরীবংশের শেষকাল পর্য্যন্ত সোরোঁতে খুবই যাত্রী আসিত। খিলিজি ও তোগলক-বংশ সম্বন্ধে দুইটী লেখা আছে। বোধ হয়, অত্যাচারী আলাউদ্দিন খিলিজি এবং নির্ব্বোধ মহম্মদ তোগলক হিন্দুদিগকে এখানে আসিতে নিষেধ করিতেন্। তজ্জন্যই উক্তবংশের অল্প লেখা দেখা যায়। ইহার পর যে লেখা দৃষ্ট হয়, তাহা ১৪২৯ সাল হইতে ১৫১১ সাল পর্য্যন্ত। এই সময়ের ১৬টী উৎকীর্ণ লেখা দেখা যায়; তন্মধ্যে ১৩টী বহ্‌লোল লোদীর সময়ের। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

বাইগ্রস্ত ননীবালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে ভোর হইতে না হইতে ননীবালা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া নীচে আসিলেন। ঘটিতে গঙ্গা-জল ছিল, বিছানা-মাদুরে, ঘর-দুয়ারে তিনি তাহা ছিটাইলেন; কাপড় ছাড়িয়া ঝি আসিবার অগ্রেই উনুনে আগুন দিলেন। সকাল সকাল ভাত রাঁধিয়া কর্ত্তাকে দিলেন্। কর্ত্তা খাইয়া আপিসে আসিলেন।

এই ভাবে কিছু দিন চলিতে চলিতে ননীবালার শরীর খারাপ হইল। তাঁহার আর বাহাদুরী খাটে না। তিনি যাহাতে অনভ্যস্তা তাহা কিরূপে পারিবেন্? কাযেই তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। পশুপতিবাবু স্বহস্তে পাক করিয়া দুই এক দিন চালাইয়াছিলেন। আর পারিবেন্ কেন? তিনিও পীড়িত হইলেন। তিনি আপিস হইতে ছুটি লইলেন।

ছুটি ফুরাইলে তিনি কালীঘাটে আসিয়া বাসা করিলেন্। এখান হইতে আপিস দূর নয়। সুবিধা ভাবিলেন। কিন্তু সুবিধা হইলে কি হয়, স্বভাবের কাছে সকলেই হার মানে। ননীবালা এখানে আসিয়া আরও বাড়াইলেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও কালী-দর্শনের মাত্রা খুব বাড়াইয়া দিলেন। কাযে-কাযেই সংসারে আবার খুব বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। আপিসের এত কাছে আসিয়াও আবার সেই বেলা, আবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-বাবুর চোখ-

বাঙানি, মুখ-নাড়া প্রভৃতি নানারূপ ভয়-প্রদর্শন! আবার চাকুরী যায় যায় হইয়া উঠিল! তিনি আবার স্ত্রীকে অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন, "ওগো আগ্‌ড়োম বাগ্‌ড়োম ছেড়ে দিয়ে ছুটি সকাল সকাল ভাত দাও, তা না হ'লে চাক্‌রিটা যায় যে! কি করে সংসার চ'ল্‌বে! সকলে শুকিয়ে মরবো?

ননীবালা—আগ্‌ড়োম বাগ্‌ড়োমটা কি দেখ্‌লে?

পশুপতিবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, "আমি আর তোমায় বুঝাইয়া পারিলাম না! তুমি একটু জল ঘাঁটা কম কর, একটু হাক্ থু কম কর, একটু নাকে কাপড় দেওয়া কম কর, একটু কুসংস্কারগুলো ত্যাগ কর, তা হলেই সব ঠিক্ হবে।

কে কার কথা শুনে? ননীবালা আপনার খেয়ালে আপনি রহিলেন। তিনি 'ছুঁইও না' 'ছুঁইও না' স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এমন কি তাঁহার পেটের ছেলে তাঁহাকে ছুঁইলেও তিনি গা ধুইতেন, গঙ্গাজল ছড়াইতেন্। বোধ হয়, কোন সংসারে কুণ্ঠিতা বিধবাতেও এত কোট্-কেনা, এত ভ্রমাত্মক নিষ্ঠা-কাষ্ঠা ভাবে চলিতে পারে না। ইহা মনের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নয়!

ছেলেরা স্কুল এবং কর্ত্তা আপিস হইতে বাটীতে আসিলে তিনি তাহাদিগের কাপড়ে ও মাথায় গঙ্গাজল দিতেন; কখনও বা কাপড়-গুলা স্বহস্তে কাচিতেন। পরদিন সেই কাপড়গুলা না শুকাইলে, ছেঁড়া বা ময়লা কাপড় পরিয়া কর্ত্তা ও ছেলেদিগকে আপিসে ও স্কুলে যাইতে হইত। এইরূপে প্রায়ই কাপড়ের অভাব হইলে কাপড় কিনিতে হইত; খরচের মাত্রা বাড়িয়া যাইত। একদিন পশুপতিবাবু বলিলেন, "তোমার কোষ্ঠিতে মিতাচার কি মিতব্যয়িতা লেখে নাই?"

ননী—কেন?

পশুপতি। এই সে-দিন অত কাপড় কিন্‌লাম, আবার কাপড়ের জন্য বল্‌চ?

ননী—কাপড় নাই ত, ছেলেরা ন্যাংটা থাক্‌বে? কাপড় কিন্‌তে হবে না?

পশুপতি—ও রকম ক'রে কাপড় দিনে ৩।৪ বার কাচ্‌বার দরকার কি? কারো বাটীতে ত এ দেখি না, বাবা, যে বাবুরা আপিস থেকে এলে, ছেলেরা স্কুল থেকে এলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত কাপড় কেচে দেবে! তোমার সৃষ্টি-ছাড়া ব্যবস্থা!

ননী—আমি ত আর তোমাদের মত নাস্তিক নয়, খৃষ্টান নয়!

পশুপতি—কাপড় কাচাতে কি নাস্তিক খৃষ্টানের কথা এলো?

ননী—ওমা! ও কথা ব'ল না! তুমি মুসলমানের বেহদ্দো! তোমাকে ছুঁলে প্রায়-শ্চিত্ত ক'র্‌তে হয়।

পশুপতি—বটে! কেন বল দেখি? অপরাধটা কি?

ননী—তুমি আপিসে, রাস্তায় ঘাটে ছত্রিশ জাতের সঙ্গে মেশো, তোমার কি আর বাচ-বিচার আছে, না ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে? কি চণ্ডাল, কি হাড়ি, কি মুচি, কি মুসলমান, সকলই তোমার সঙ্গী। তোমার সঙ্গে মেশামেশি করা উচিত নয়। তোমার হাতে খাওয়া উচিত নয়।

পশুপতি—(হাসিতে হাসিতে) বল কি! এত দূর পর্য্যন্ত তোমার শাস্ত্র-জ্ঞান হয়েছে!

ভাগ ভাল! তুমি এখন ক্ষেপে না উঠ্‌লে বাঁচি।

ননী। বালাই, ক্ষেপ্‌তে যাব কেন? শত্তুর ক্ষেপুক্ গে।

পশুপতি—ছেলেগুলোর কি অপরাধ? তাদের গায়ে দশবার জল ছড়াও কেন? তাদের স্কুলের কাপড় দশবার করে কাচো কেন?

ননী—তারাও যা'র তা'র সঙ্গে মেশে যে!

পশুপতি—ছেলে দেবতা জান; এ ছেলের কোন দোষ নাই। ছেলের পাপ নাই! ছেলে কখনও অশুদ্ধ হয় না।

ননী।—তোমার কাছে হয় না, আর সকলের কাছে হয়।

পশুপতি। আশ্চর্য্য! তোমার এই বাইয়ের দরুণ আমাদের সংসারে এত গোলমাল, বিপদ্, এত দেনা-পত্তর, তবুও তোমার চৈতন্য হবে না?

ননী—(একটু মন ভার করিয়া) তবে আমাকে নির্ব্বাসন কর। আমি যদি সব গোলমালের, বিপদের কারণ, তবে আমাকে দূর কর? আমাকে নিয়ে ঘর কর্‌বার দরকার কি? আর একটা বে কর?

পশুপতি। তোমারা এত অবুঝ, এত একগুঁয়ে যে, তোমাদের ভাল বোঝাতে গেলে তোমরা আগে-মন্দটী বুঝে ব'সে থাক! ঐ জন্যে কথায় বলে না, 'আমাদের দেশের মেয়েদের নাক্ না থাকলে কি কর্‌তো? যাই হ'ক্ বাপু, তোমার সঙ্গে বকে বকে আমার শরীর মন সব নষ্ট হ'ল! আমি ত আর পেরে উঠ্‌লাম না।

ননী। (অভিমান-ভরে) বেশ ত! আমি ত বার বার বল্‌ছি, আমাকে নিয়ে না পোষায় আর একটা মনের মত বে কর! সুখে থাক্‌বে! আমাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দাও। আমি পুরোনো হয়েচি, একটা নতুন বে কর, যে তোমাকে সুখী ক'র্‌বে।

পশুপতি বলিলেন, "তোমাদের এক কথা বল্লে, তোমরা দশ কথা শুনিয়ে দাও। সোজা পথে যেতে বল্লে ব্যাকা পথ ধর। শিব গোড়্‌তে বল্লে বাঁদর গড়ে আন। যা হ'ক্ বাপু, আমার অপরাধ হয়েছে। মাপ কর! আমি হার মান্‌লাম।" এই বলিয়া পশুপতি তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ মাঘ মাস। অরুণোদয়-সপ্তমী-যোগ। কালীঘাট লোকে লোকারণ্য! কত দেশ-বিদেশ হইতে নানাবর্ণের যাত্রী আসিয়াছে। বৃদ্ধ, যুবা, বালক, দুগ্ধপোষ্য শিশু, সকলেই আসিয়াছে। কালীঘাট পরিপূর্ণ! 'ন স্থানং তিল ধারণে'; ঠেলা-ঠেলি ঘেঁসা ঘেঁসি খুব চলিতেছে। ফিরিওয়ালাদের মহাসুখ। তাহারা ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে! দুই পয়সার জায়গায় চার পয়সা লইতেছে! তাহারা আজ কথাগুলি ভাল করিয়া চিনির রসে ফেলিয়া পাক করিয়া রাখিয়াছে! তাহারা এক একখানি মিছিরির ছুরি! যাত্রী দেখিলেই অগ্রে মেয়েদিগকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া ডাকিতেছে!—কত শান্তিপুরের লৌকিকতা দেখাইতেছে! কত অনুনয়-বিনয় করিতেছে! কত ফুলওয়ালা বড় বড় চেঙারিতে ফুল, ফুলের মালা প্রভৃতি সাজাইয়া বসিয়া আছে।

তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে 'মা' 'মা' করিয়া ডাকিতেছে! কেহ বা মালা-হাতে উঠিয়া গিয়া, স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে, 'বেশ মালা মা, বড় মালা, লউন মা, রাজলক্ষ্মী' ইত্যাদি বলিতেছে। যাত্রিগণ কেহ বা মালা কিনিতেছে, কেহ বা আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। চারিদিকে সন্দেশ-ডালার দোকান। যাত্রিগণ ডালা কিনিতেছে। তাহাদিগকে কত পাণ্ডা ডালার দোকানে কিংবা পথে পাকড়াইতেছে; তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র যাইতেছে; গেঁয়ো ভূতের মত সঙ্গ ছাড়িতেছে না।

মায়ের বাড়ীর প্রবেশ-পথে দুইধারে বহুবিধ দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে! যাত্রিগণ ভিতরে প্রবেশকালে কেহ একটী, কেহ দুইটী পয়সা দিয়া যাইতেছে! সকলেই পয়সা রোজগারের দোকান পাতিয়া বসিয়াছে। মায়ের বাড়ীর ভিতরে ভয়ানক জনতা। মধ্যে নাট-মন্দির। নাট-মন্দিরের চারিদিকে উঠান। সেই উঠানে যাত্রিগণ ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। কত স্ত্রীলোক, ও বালক অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ যাত্রীর হাত ধরিয়া যাইতেছে! মধ্যে মধ্যে দুই একজন হাত ছাড়াইয়া হারাইয়া যাইতেছে! যাহার হাত ছাড়াইয়া যাইতেছে, সে বৎসহারা গাভীর ন্যায় ডাকিয়া ডাকিয়া উৎসুক-নয়নে হারান ব্যক্তিকে খুজিয়া মরিতেছে।

নাট-মন্দিরে কত যাত্রী দাঁড়াইয়া মায়ের মন্দিরের দরজার দিকে যোড়হাতে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে; আর, 'মা মা' করিয়া চেঁচাইতেছে। কেহ বা মধ্যে মধ্যে নাট-মন্দিরের ঘণ্টার শিকল ধরিয়া টানিতেছে। ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। নাটমন্দিরের মধ্যস্থানে কেহ বা তন্ময় হইয়া মায়ের জপে নিমগ্ন রহিয়াছে। কেহ বা অগ্নিকুণ্ড করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে ঘৃতাহুতি দিতেছে। আর সেই অগ্নি-শিখা লক্ লক্ করিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছে। নাটমন্দিরের দক্ষিণে যূপকাষ্ঠ—বলিতলা। উহা প্রত্যহ কত ছাগশিশু, মেষ, মহিষ প্রভৃতির আত্মদানে শুদ্ধ হইতেছে। তাহারা প্রাণ দিয়া মায়ের কৃপায় অমরধামে চলিয়া যাইতেছে। সেই বলিতলার চারিদিকে রুধিরস্রোত প্রবাহিত। চারিদিকে ব্রাহ্মণগণ, যাত্রীর ইচ্ছা না থাকিলেও, বলপূর্ব্বক যাত্রীর গলায় মালা দিয়া পয়সা লইতেছে। এইরূপে এইখানে, অনেক ক্ষমতাবিহীন ব্রাহ্মণ কেবল মায়ের নামেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

যাত্রিগণ অনেক কষ্টে মায়ের মন্দিরের দ্বারে প্রবেশ লাভ করিতেছে। যে যত পয়সা খরচ করিতে সমর্থ হইতেছে, তাহার দেখার তত সুবিধা ঘটিতেছে, সে তত সুন্দররূপে মায়ের দর্শন লাভ করিতেছে। হায়, ঈশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎকারেও পয়সা-খরচ! পয়সা! তোমারই মূল্য অধিক! তুমিই জগতে সর্ব্বারাধ্য!

পূজা দিয়া যাত্রিগণ বাহিরে আসিতে না আসিতে, কাঙালিগণ তাহাদিগকে ঘেঁকিয়া ধরিতেছে। তাহারা, 'মা একটা পয়সা দে মা, তুই রাজরাণীমা, তোর ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে মা,' ইত্যাদি বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। কেহ বা একটা পয়সা দিতেছে, কেহ বা আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। কত যাত্রী আসিয়া গাড়ীতে উঠিতেছে।

কাঙালিগণ তবুও তাঁহাদিগকে ছাড়িতেছে না। গাড়ীর পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছুটিতেছে। কেহ বা দুই এক পয়সা পাইতেছে, কেহ বা ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিতেছে!

বাহিরে খাবারের দোকান নানাবিধ মিষ্টান্নে সজ্জিত। বড় বড় মনোহারীর দোকান। যাত্রিগণ, অধিকাংশ স্ত্রীলোক, খাবারের দোকানে খাবার কিনিতেছে; মনোহারীর দোকানে নানাবিধ খেলনা ও পিতলের জিনিস খরিদ করিতেছে।

এই পীঠস্থান কালীঘাট, হিন্দুদিগের একটী মহাতীর্থ। এই মহাতীর্থের মহিমা অনেকেই অবগত! এখানে ধনী, দরিদ্র সকলের সমাবেশ। কত বড় বড় মাড়োয়ারী এই মায়ের বাড়ীতে আসিয়া কত ধন ব্যয় করে! কেহ মায়ের সোনার ছাতা দেয়, হীরা-মুক্তা-মণ্ডিত সোনার গহনা দেয়! কেহ মায়ের বাড়ীর প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেয়। তাহারা এই দেবীর জন্য ভূরি ভূরি অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহে!

এই তীর্থস্থানে, সর্ব্বতীর্থের ন্যায় সাধু-সমাগম এবং বদমাইসদিগেরও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তজ্জন্য পুলীশ-প্রহরী চারিদিকে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে; কিন্তু তবুও কত চুরি, জুয়াচুরি, বাটপাড়ী হইতেছে! আজ অরুণোদয়-সপ্তমী-যোগ। কালিঘাটে লোকের সংখ্যা নাই। ভিড়ে গা গলাইবার যো নাই। কত স্বেচ্ছাসেবক-সমিতি-ভুক্ত শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান আজ এই কালীঘাটে ভদ্রলোকদিগের বিশেষতঃ ভদ্র-স্ত্রীলোকদিগের মান-সম্রম-রক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত। তাঁহারা নিঃস্বার্থ ও অক্লান্তভাবে জন-স্রোত সরাইয়া দিতেছেন; যাত্রীদিগের পথ, করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছেন! কোনও যাত্রী পীড়িত হইলে, দেখিতেছেন, তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। অর্থ না থাকিলেও তাঁহারা অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেছেন! ধন্য তাঁহাদিগের সরলতা! ধন্য তাঁহাদিগের উদারতা, ধন্য তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্মভাব!

চারিদিকে পথের ধারে জীর্ণবস্ত্র বিছাইয়া কত ভিখারী বসিয়াছে। যাত্রিগণ যাইবার সময়, যাহার যাহা ইচ্ছা, দিয়া যাইতেছে। কেহ মুষ্টিয়ের চাল, কেহ একটী পয়সা, কেহ আধটি পয়সা দিয়া যাইতেছে! এদিকে গাড়োয়ানগণ ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার চেষ্টায় বুক ফুলাইয়া এদিক্ ওদিক্ গাড়ী ঘুরাইতেছে, ফিরাইতেছে।

চারিদিকে কেবল অবিরাম জন-স্রোত চলিতেছে। ঘাটে ঘাটে কেবল মস্তকের ঢেউ খেলিতেছে। মেয়েরা কাঁপিতে কাঁপিতে গঙ্গা-জলে অবগাহন করিতেছে। শীতের আধিক্য কেহ বা দুই একটা ডুব দিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসিতেছে; কেহ বা বাইগ্রস্ত বিধায়, অধিক-পুণ্য-সঞ্চয়ের আশায়, ডুবের পর ডুব দিতেছে! শীতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইলেও তবুও ছাড়িতেছে না!

একটী স্ত্রীলোক জীর্ণ-শীর্ণ-দেহ, মধ্যাকার; —একখানি ভিজা মলিন-বস্ত্র-পরিহিত; হাতে একখানি গামছা। দুইটী বালককে সঙ্গে করিয়া তিনি ঘাটে আসিয়াছেন। বালকদ্বয় যত কাঁপিতেছে, জননী তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কেবলই তাহাদিগকে গঙ্গাজলে

ডুবাইতেছেন্! অনেকক্ষণ এইরূপ জলে ডুবাইয়া বালকদিগকে উপরে ডাঙ্গায় আনিয়া গা মুছাইয়া দিলেন। তাহারা সেই দারুণ শীতে শুধু গায়ে বুকে কচি হাত দুখানি যোড় করিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মায়ের হুকুম না হইলে তাহাদের বাটীতে আসিবার ক্ষমতা নাই। সেখানে সেই অনাবৃত গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া তাহারা কেবল কাঁপিতে লাগিল। একটী প্রবীণ ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমাদের বাড়ী কোথায় ?"

বালক।—বরানগর।

ভদ্রলোক।—এখানে বাসা ?

বালক।—মায়ের বাড়ীর পিছনে।

ভদ্রলোক।—বাসায় যাও না কেন ? এখানে এমন করে কাঁপ্‌ছ কেন ? ভাল নয় ত। পীড়া হবে যে!

বালকদ্বয় কাঁপিতে বলিল, 'মা আছেন, আমরা চলে গেলে তিনি ব'ক্‌বেন।'

ভদ্রলোক।—তোমার মা কোথায় ?

অনেক কষ্টে সেই ভিড়ের মধ্যে বালকদ্বয় মাকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল। ভদ্রলোকটী সেই স্ত্রীলোকটীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! কে ডুব গাল্‌বার ধুম! ও এখন শীগ্‌গির হবে না! তোমরা বাড়ী যাও! তোমরা বাড়ী যাও! কচি ছেলে! তোমরা মারা যাবে! আর বাঁচ্‌বে না! বড় শীত!" এই বলিয়া ভদ্রলোকটী চলিয়া গেলেন্।

অনেকক্ষণের পর স্ত্রীলোকটী কাঁপিতে কাঁপিতে ডাঙ্গায় উঠিলেন্! একজন পক্বকেশ সন্ন্যাসী গোপীযন্ত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গাহিতে গাহিতে তথায় উপস্থিত হইলেন।—

সঙ্গীত।

"মা আমার পাগ্‌লী মেয়ে, আমি তার পাগল ব্যাটা,
পতি তার পশুপতি, গায়ে ভস্ম, শিরে জটা;
ভাঙ্ খেয়ে ভোলানাথ, ফিরে ভূত প্রেত সাথ,
সেটাও যে মস্ত পাগল চিনে তারে কটা?
ও চিনে তারে কটা?"

এই বলিয়া অতিশয় স্ফূর্ত্তির সহিত নাচিতে নাচিতে সন্ন্যাসী ঠাকুর গানটী গাহিতে লাগিলেন।

ননীবালা কাপড়ের খুঁট হইতে একটী পয়সা খুলিয়া সন্ন্যাসীকে দিলেন্। তিনি আবার ঐ গানটী গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেলেন্।

ননীবালা ভিজে কাপড়ে ছেলে-দুইটাকে লইয়া এ-দোকান সে-দোকান করিয়া বেড়াইলেন। বাড়ীতে আসিয়া ছেলেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া রৌদ্র পোয়াইতে লাগিল। এখনও শীতে তাহাদের গা ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল।

পশুপতিবাবু বাড়ীর ভিতর আসিয়া দেখেন, ছেলে-দুইটী রৌদ্রে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। তিনি বলিলেন, "এ কি! তোরা বুঝি, ওঁর সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে গিছিলি ?" তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা সঙ্গে করে নিয়ে গেল, কি ক'র্‌বো ?" তিনি বলিলেন, "বেশ! বেশ! সর্ব্বনাশ আর কি! ভরা পূর্ণ হয়েছে আর কি! এইবার ডুবুবে!" তিনি গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এদের গঙ্গায় নাওয়াইতে নিয়ে গেছলে কেন ?" ননীবালা চুপ করিয়া রহিল। পশুপতিবাবু রাগ করিয়া বলিলেন, "চুপ

করিয়া রহিলে যে?" ননীবালা বলিলেন, "বছরের মধ্যে একটা দিন! গঙ্গার এত কাছে রয়েছি, স্নান ক'র্‌বো না? পশুপতি বলিলেন, "তুমি মর ম'রবে, ক'ার কথা শুনবে না ত? ছেলেগুলোকে মার কেন?" ননী বলিলেন, "ছেলেগুলো কি একদিন গঙ্গায় নাইলে ম'রে যায়? মা কালী, মা গঙ্গা রক্ষা ক'র্‌বেন। আমি তাঁদের পায়ে ওদের ফেলে দে রেখেছি।—তুমি যাও।" পশুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আজকাল চারিদিকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হচ্চে, কলিকাতায় লোক মরে কুড় উঠে গেল!—ক্যাওড়াতলা ফাঁক যাচ্চে না; লোকে ভয়ে মরচে! আর তুমি ওদের এই শীতে জলে চুবিয়ে আন্‌লে! তোমার জ্ঞান গম্যি কিছুই নাই!" এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র আসিয়া মাকে বলিল, "মা বড় মাথা ব্যথা কচ্চে!" মা বলিলেন, 'যাও, তুমি শোও গে।' কিয়ৎক্ষণ পরে কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন আসিয়া আবার বলিল, "মা, আমার গা কেমন কচ্চে, বোধ হয়, অসুখ ক'র্‌বে!" মা বলিলেন, "না ভয় নাই; তুমি শোও গে।" দুই ভায়ে এক বিছানায় শয়ন করিল! রাত্রিতে সুরেনের জ্বর ভয়ানক বাড়িল! ১০৩।৪ ডিগ্রি জ্বর! সে আবোল তাবোল বকিতে আরম্ভ করিল! ভূপেন তাহার পার্শ্বে শুইয়া গোঁ গোঁ করিতেছে! পশুপতিবাবু আসিয়া দেখেন্, ভীষণ বিপদ্! একেবারে দুই ছেলের জ্বর! দুই জনই জ্বরে ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাঁর আক্কেল গুড়ুম! তিনি দেখিয়া শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! পরে ননীবালার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এইবার পুণ্যির ফল হাতে হাতে ফল্‌বে! চকিতচিত্তা ননীবালা সাহসে ভর করিয়া বলিল, "তোমার যেমন অলুক্ষণে কথা! জ্বর কি আর কারো হয় না? না, কোন অসুখ আর কারো হয় না? তুমি যে একেবারে ভয়ে গেলে!" পশুপতিবাবু বলিলেন, "আর কথায় কাজ নাই! তোমার বিদ্যাবুদ্ধি সব বোঝা গিয়েছে, তুমি আমাদের সব শেষ না করে আর ছাড়্‌চো না!" ননীবালা বলিল, "তোমার যেমন কথা! তুমি দেখো, ওদের কিছুই হবে না। ওরা মা-ষষ্ঠীর দাস, ওরা মা-কালীর দাস, ওদের তাঁদের পায়ে ফেলে রেখেচি। তাঁরাই ওদের রক্ষা করবেন।" পশুপতিবাবু বলিলেন, "তুমি আপনি দোষ করে, দেবতাদের ডাক্‌চো? এ কেমন ডাকা জানি না।" এই বলিয়া তিনি সেখান থেকে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পীড়ার প্রকোপ্ তত বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। বালকদ্বয় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল! পশুপতিবাবু আর থাকিতে পারিলেন না, সেই রাত্রিতে ডাক্তারের বাড়ীতে লোক পাঠাইলেন। ডাক্তারবাবু উপর হইতে বলিলেন, 'এত রাত্রিতে আমি যাইতে পারিব না। যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, সকালে যাইব।" পশুপতিবাবু থাকিতে পারিলেন না। তিনি সেই শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে নিজে ডাক্তারের বাড়ীতে দৌড়িলেন। এবার ডাক্তারবাবু পশুপতিবাবুর গলা বুঝিতে

পারিয়া সাড়া দিলেন্ না! পশুপতিবাবু ভগ্নমনে ঘরে ফিরিলেন্! পথে আসিতে আসিতে তাঁহার মন কতই না কু ভাবিতে লাগিল! তাঁহার মন বিষম চিন্তার দোলায় ছুলিতে লাগিল! সারা রাত্রি দম্পতী নীরবে জাগিয়া কাটাইলেন্।

প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই ডাক্তারবাবু আসিলেন। তিনি বালকদ্বয়ের কুক্ষিদেশে থারমোমিটর দিয়া দেখিলেন ১০৪° ডিগ্রি জ্বর। গা কাট ফাটিতেছে! ধান দিলে খৈ ফুটে! ডাক্তার অতিশয় চিন্তিত হইলেন। পশুপতিবাবু তাঁহার গম্ভীর-মুখ-ভাব দেখিয়া চিন্তাকুল হইলেন। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ হঠাৎ হইবার কারণ কি? কাল কি পরশু, কোনরূপ বিশেষ অত্যাচার হইয়াছিল কি?" পশুপতিবাবু নীরব। ডাক্তারবাবু ঘাড় হেঁট করিয়া সুরেনের বাম পিঠ একজামিন করিতে করিতে বলিলেন, "বড় সর্দ্দি! ছ'দিক্ সর্দ্দিতে ভরে গিয়েচে! ইস্! ভয়ানক ব্যাপার যে!" তিনি পশুপতিবাবুর দিকে চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন বিশেষ ঠাণ্ডা টাণ্ডা লাগিয়াছিল কি?" তখন পশুপতি আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কাল অরুণোদয় সপ্তমী-যোগে প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়াছিল। ডাক্তারবাবু তৎক্ষণাৎ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি! গঙ্গাস্নান! এই দারুণ শীতে গঙ্গাস্নান! এই মাঘমাসের শীতে এত ছোট ছোট বালকদিগের গঙ্গাস্নান! এ বুদ্ধি দিলে কে? কে এ পুণ্যের পথ, এ স্বর্গের সিঁড়ি দেখাইল? ছি! ছি!" ডাক্তারবাবু ঔষধ, অক্সিজেনবাষ্প ও ঘন ঘন পুল্টিসের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি বলিলেন, "খুব সাবধান! কেস বড় কঠিন!" গাড়ীতে বসিলে পশুপতি বাবু ৪টী টাকা তাঁহার হস্তে দক্ষিণাস্বরূপ দিলেন। তিনি টাকা চারিটী পকেটে না ফেলিয়া তাঁহার সম্মুখে হাতে রাখিয়া বলিলেন, "আর চারিটী টাকা চাই যে! আমার ভিজিট ৪৲ টাকা করিয়া। দু'জন রোগী।" পশুপতিবাবু একবার ডাক্তারবাবুর দিকে কুণ্ঠিত কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘাড়হেঁট করিয়া বলিলেন, "আন্‌চি।" তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ননীবালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর চারিটা টাকা আছে গো?" ননী 'না' বলিলে পশুপতি বলিলেন, 'তবে উপায়? এখনি ডাক্তারকে দিতে হবে যে।' ননীবালা আপনার মাকৃড়ি খুলিয়া ঝিয়ের হাতে দিলেন! ঝি তৎক্ষণাৎ বামুনদের বাড়ী হইতে ৪৲টী টাকা ধার করিয়া আনিল! পশুপতিবাবু টাকা-চারিটী ডাক্তারবাবুর হাতে দিলেন। ডাক্তারবাবু মনে মনে খুসী হইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন্!

পরদিবস প্রাতে আবার ডাক্তারবাবু আসিলেন্; আবার রোগিদ্বয়কে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন; দুইএকটী ঔষধ বদ্‌লাইয়া দিলেন। মালিস গ্যাস চলিতে লাগিল! আবার ৮৲টী টাকা দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এ আটটী টাকাও সেদিনের মকড়ীর উপর আনা হইয়াছে।

তৃতীয় দিবস আবার ডাক্তার আনিতে হইবে, কিন্তু টাকা নাই! বড়ই বিপদ্! ননীবালার হাতে দুইগাছি বালা ছিল, তিনি তাহা খুলিয়া দিলেন্। তাহার একগাছি রাখিয়া ৪০৲টী টাকা কর্জ করা হইল। আজ

ননীবালা নিজে বামুনদের বাটীতে গিয়াছেন। বামুনদের গৃহিণী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি মা, ছেলেরা কেমন আছে? ভাল আছে ত?" ননী বলিলেন, "কৈ আর মা, কিছুই বুঝি না! সকলি আমার বরাত! আমি তাদের তোমাদের পায়ে ফেলে রেখেছি! মা-কালী যা করেন্!" তৎপরে ননী বলিলেন, "মা আমাকে চল্লিস্‌টে টাকা দিতে হবে।" বামুনগিন্নী বলিলেন, "জিনিস এনেচ? কৈ দেখি?" ননী বালাগাছি তাহার হাতে দিল। সে বালাগাছি লইয়া আপনার মেয়ে সুরমাকে দেখাইল। দুইজনে কিয়ৎক্ষণ ফুস্‌ফাস করিয়া বাহিরে আসিল। গিন্নী ননীকে বলিলেন, "না, মা, আমরা অত টাকা দিতে পারবো না। তোমার বালা হাল্‌কা ফিন্ ফিন্ কর্‌চে, সোনা ভাল নয়, মিড় মিড় কর্‌চে; পরে পরে খেয়ে গেছে; আমরা অত টাকা দিতে পার্‌বো না।" ননী কি করে। সে মহাবিপদে পড়িল! সে বলিল, "মা দিন্, আমরা জিনিষ বেশীদিন রাখ্‌বো না; ছেলেরা একটু সেরে উঠ্‌লেই নিয়ে যাব!" গিন্নী বল্লেন, "না মা, আমার ছেলে জান্‌তে পার্‌লে বক্‌বে। আমি তা'কে না জানিয়ে কোন কাজ ক'র্‌তে পারবো না!" ননীবালা অতিকুণ্ঠিত ভাবে আবার বলিল, "দেখুন্, মা, আমরা আপনাদের প্রতিবেশী হয়েছি, আপনাদের উপর অনেক আশা ভরসা করি; তা ছাড়া আপনারা আমাদের বরা'নগরের বাড়ীতেও গিয়েছেন, আমাদের ঘর দোর দেখে এসেছেন্। আমরা ত পালানে লোক নয় যে, আপনাদের টাকা নিয়ে পালিয়ে যাব! আমরা শীগ্‌গীরই টাকা শোধ ক'র্‌বো!" গৃহিণী একটু চুপ করিয়া কহিলেন, "আমরা পঁচিশ টাকা দিতে পারি।" ননী বলিল, "দেখুন্ আমাদের বড়ই বিপদ্, আর পাঁচটা টাকা দিন্।"

গিন্নী। আর ত দিতেই পার্‌ব না। এই নিতে হয় নাও। সুদ কত করে দেবে?

ননী। জিনিস বন্ধকে যা সকলে দেয়, তাই; একপয়সা করে দেবো।

গিন্নী। না, তা হবে না; দু'পয়সার একপয়সাও কমে দিতে পার্‌বো না।

ননী। দেখুন্, আমাদের বড়ই বিপদ্! এর উপর আপনারা মা'লে, কোথায় যাব বলুন্?

গিন্নী। (মুখ ভার করিয়া) না, না, মারামারি কি! আমাদের ব্যবসা। আমরা দু'পয়সা পাবার জন্যই ত টাকা ধার দিই! আমরা ত আর দান ক'র্‌তে বসি নি।

ননী। (বিষন্নভাবে) আপনাদের যা বিচার হয়, করুন্। আমার ত বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে! আমরা এখন আপ্‌নাদের দয়ার পাত্র।

গিন্নী। দয়া কয়া আর কি বাপু! টাকার সময় ও-সব ভাল লাগে না। আমি কম সুদে দিয়েছি শুন্‌লে, আমায় মেরে ফেল্‌বে।

ননীবালা অনন্যোপায় হইয়া একহাতের বালা বন্ধক রাখিয়া দুইপয়সা সুদে ২৫৲ পঁচিশটী টাকা ধার লইয়া চলিয়া আসিলেন্।

ডাক্তারবাবু আবার আসিলেন্। রোগী দেখিয়া ৮৲ আটটী টাকা দর্শনী লইয়া চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দিবসে ছেলেদিগের ব্যায়রাম খুব বাড়িয়া উঠিল। বড়ছেলে সুরেন যায় যায়।

আবার ডাক্তার আসিল ! সেইদিন রাত্রিতেই সুরেন হতভাগিনী দুঃখিনী জননীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেল । চলিয়া গেল, জন্মের মত চলিয়া গেল ! আর অবুঝ মায়ের প্রাণে সাংঘাতিক আঘাতের শিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল ।

পাড়ার লোকে অনেকে বলিতে লাগিল, "মাগীটা কি আহাম্মুখ দেখ, আপনার ছেলেকে আপনি হাতে করে মারল !" কেহ বলিতে লাগিল, "তপ কর, জপ কর, কিছুই নয়, বোন্ ! দেখ্‌লে না, গিন্নীটা দিনের মধ্যে দশবার মায়ের বাড়ী যাচ্ছে, রোজ গঙ্গাস্নান ক'র্‌ছে ; তার এ দশা কেন !' একজন ব্যাটা ছেলে বলিল, 'কি ! শেষকালে দেবতার দোষ ! দেবতা কি ক'র্‌বে বাপু ? তুমি যদি তোমার ছেলেকে হাতে তুলে বিষ দাও, আর সে যদি মরে যায়, তা হ'লে কি তুমি ব'ল্‌বে, দেবতা তোমার ছেলেকে মেরে ফেলে ? কি চমৎকার যুক্তি ! নিজেরা ক'র্‌বে দোষ, আর দেবতাকে দেবে গাল ! ও'র মা ওকে অরুণোদয় সপ্তমীর দিনে, এই দারুণ শীতে, গঙ্গাজলে চুপিয়ে আন্‌লে ! তা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হবে না ? মরে যাবে না ? ঐ ছেলেটা দু'দিন আগে জ্বর-থেকে উঠেছিল ! তার উপর আবার গঙ্গার জলে শীতকালে ভোরের সময় চুপ্‌নি ! সহ্য হবে কেন, বাবা ! ঠিক্ হয়েছে !" এই বলিয়া ব্যাটাছেলেটা চলিয়া গেল !

ননীবালা ঘরের মেজেতে আচাড় পাচাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিল,—'আমি পোড়ারমুখী বাছাকে কেন গঙ্গায় নাওয়ালাম ! আমি যদি তা'কে না নাওয়াতাম, তা হ'লে আমার সুরেন আজ আমাকে ছেড়ে যেতে পারত না ! আমি পোড়ারমুখী, ম'রতে কেন তা'কে গঙ্গায় নিয়ে গেলাম গো ! বা—বা—গো ! সুরেন কোথায় গেলি গো ? ফিরে আয় গো, তোর চাঁদ মুখ একবার দেখি গো' ! এই বলিয়া চিৎকার করিয়া ননীবালা কাঁদিতে লাগিলেন ! পশুপতিবাবুর চক্ষে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল ! তিনি মাটির দিকে হেটমুণ্ডে চাহিয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে এক একবার আসিয়া ননীবালাকে বলি-লেন, 'আ ! বুজ্‌চো না ! যা হবার তা হয়েছে ! একটু চুপ কর !" তিনি আর বলিতে পারিলেন না ! কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল ! একজন বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী তথায় ছিলেন ; তিনি বলিলেন, "মা, চুপ কর, আর কেঁদো না ! যা হ'বার তা হয়ে গেছে ! এখন ঐ খুদ কুঁড়োটার মঙ্গল দেখ্‌তে হবে ত ? তুমি অমন ক'রে কাঁদ্‌লে ভূপেনের মন যে আরো খারাপ হবে ! তাকেও খোয়াবে ? তার মুখের দিকে চাও ?" এই কথায় ননীবালা মুহূর্তের জন্য চুপ করিলেন । আবার আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের ন্যায় তাঁহার শোকতপ্ত হৃদয় হইতে বিলাপ-ধ্বনি নির্গত হইয়া ঘর প্রতিধ্বনিত করিল ! তিনি আবার কাঁদিতে লাগিলেন ।

সৎকারের টাকা হাতে নাই ! মোক্ষদা পশুপতিবাবুর ভগ্নী, শেষ বালা-গাছি হাতে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে গেলেন । ব্রাহ্মণ-গৃহিণী 'হায় হায়' করিতে করিতে, পঁচিশটা টাকা দিলেন, আর বলিয়া দিলেন, 'দেখো মা, এর দু'পয়সা করে সুদ, শীগ্‌গির শীগ্‌গির দে দিও ।' মোক্ষদা টাকা লইয়া চলিয়া আসিল ।

পশুপতিবাবু আপিস হইতে ছুটি লইলেন। ভূপেন একটু সারিয়া উঠিলেই তিনি কালীঘাটের বাসা ত্যাগ করিয়া তাঁহার বরাহনগরের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ননী পাগল!

আজ ননীবালা পাগলিনী! দারুণ পাগলিনী! কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে! আহার নাই, নিদ্রা নাই! কেবল ভাবিতেছে! কি ভাবিতেছে, কেহ জানে না! কত আকাশ পাতাল ভাবিতেছে, কে বলিতে পারে! তিনি কখনও মুখে বলিতেছেন, 'সুরেন্, ও বাপ্ সুরেন্, আমি তোকে মেরে ফেল্‌লাম, আপনার হাতে মেরে ফেল্‌লাম্! নে যা, আমাকে সঙ্গে নে যা, আমি তোর সঙ্গে থাক্‌বো!' কখনও উর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, 'তুই ওখানে গেচিস্, আমি যাব। আমাকে নিয়ে যা। আমি যে তোর মা! আমাকে ভুলে গেলি কেন? আমি যে ভুল্‌তে পাচ্চি না!' কখনও থু থু করিয়া থুৎকার ফেলিয়া বলিতেছেন্, "ছি! ছি! আমি তোকে মেরে ফেল্‌লাম! আমার মত মহাপাতকী আর কে আছে! থু থু! ছি! ছি! আমার নরকেও স্থান নেই! আমি পুত্রঘাতী! আমি পিশাচী! থু থু, ছি ছি! আমি রাক্ষসী! আমি আপনার পুত্রের রক্ত আপনি খেলাম।" এই বলিয়া ননীবালা আপনার চুল আপনি ছিঁড়িতে লাগিলেন! আর কেবল "থু থু! ছি ছি!" করিতে লাগিলেন!

ভূপেন কখন আসিয়া 'মা মা' করিয়া ডাকিলে, তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতেন, 'কে তুমি?' ভূপেন বলিত, 'আমি ভূপেন।' ননীবালা বলিতেন, 'সুরেন, কোথায়? তাকে আন্। সে যে আমার বড় ছেলে। আমি তাকে অনেক দিন দেখি নি!' তিনি কখনও আবার মনের দারুণ বেগে বলিতেন, 'ওমা কালি, তোর মনে কি এই ছিল? তুই আমার সুরেনকে কোথায় রেখেছিস্, এনে দে? আমি তোর পায়ে তাকে ফেলে রেখেছিলাম্। তুই তাকে এনে দে? তোকে এত দিন ধরে ডেকে ডেকে শেষে কি এই হ'লো! তুই তাকে এনে দে? তোর মত ত নিষ্ঠুর আর দেখি নে! আমি তোর পায়ে পড়ি!'

এদিকে ভাগাদাদার কুক্ষিদেশে খাতা লইয়া পশুপতিবাবুর ভিটের মাটি বসাইয়া দিলেন্। তিনি দিনের পর দিন ফেলিতে লাগিলেন! কখনও বা আদালত হইতে দুই একখানা সমন আসিতে লাগিল! তিনি আদালত ঘর করিতে লাগিলেন্! কখনও বা পুঁটে মহাজন, পাড়ার দুই একটা মালি ছালি আসিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল! পশুপতিবাবু আর থাকিতে না পারিয়া আবাস বাটীখানি বিক্রয় করিলেন্। তাহাতে এক রকম করিয়া দেনা কিঞ্চিৎ পরিশোধ করিলেন।

পশুপতিবাবু ফার্লো লইয়া ছিলেন। ছুটি অন্তে পেন্‌সন লইলেন্!

কিছুদিন পরে ননীবালার মৃত্যু হইল! পশুপতিবাবু ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া নূতন বাসা-বাড়ী চিৎপুরে আসিলেন। স্ত্রীর বাতিক-ব্যায়রামের জন্য তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন!

(সমাপ্ত)

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

সার্থক।

হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল, মরুপথের মাঝখানে।
কোথায় যে সে লুকিয়ে গেল, কে বল্‌বে রে, কে জানে?
কঠিন পাথর ফাটিয়ে দিয়ে, দিনের আলো দেখ্‌লে সে,
জোছ্‌না রাতের রজত-ধারায় রূপোর গুঁড়ো মাখ্‌লে যে।
উচল পথে চল্‌তে গিয়ে, হোঁচট্‌ খেয়ে প্রতি-পায়
ইন্দ্রধনুর সপ্তবরণ ফুটিয়ে তুলে সর্ব্ব-গায়,
শতেক বাধা পায়ে ঠেলে, আস্‌ছিল যে ছুটে রে,
পথের মাঝে ধারাটি তা'র কে নিল বল্‌ লুটে রে?

শ্যামল শোভা ফুট্‌ত ধারে, স্নিগ্ধ হ'ত কতই দেশ;
সাগর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়াই ছিল যে তার আশার শেষ;
অগাধ সে নীল উঠ্‌ত ফুলে, পেলে যে তার দেখা রে;
এম্‌নি করেই হারিয়ে গেল, পথের মাঝে একা যে!
অসমাপ্ত সকল-আশাই বুকের মাঝে রইল ঘুমে,
শুষ্ক মরু ললাট তাহার এঁকে দিল মরণ চুমে;
উদাও সেই সিন্ধুর স্বর, বাজ্‌ছিল তার প্রাণে বেশ;
তৃষিত মরু বুকে টেনে, করে দিলে আশার শেষ।

হারিয়ে গেল; সত্যই কি ফুরিয়ে গেল একেবারে!
জনম তাহার বিফল হোল, লুপ্ত হোল অন্ধকারে!
বিশ্বপাতার সৃষ্টি কি রে বিনা কাযেই হোল লয়,
কণাটী যাঁর বিশ্বমাঝে, নষ্ট হবার নয় রে নয়!
সাগর-বুকে নিত্যই ত ঝাঁপিয়ে পড়ে শতেক নদী,
কি ক্ষতি তা'র না পায় হৃদে শীর্ণতমা একটী যদি?
বিশাল-বক্ষ তৃষায় ফাটে, সদাই ওঠে হাহাকার;
বিন্দু-বারি পড়্‌ল না হয়, স্নিগ্ধ কর্‌তে বক্ষ তার!

এই মিলনেই মরুর প্রাণে উঠ্‌বে জেগে 'ওয়েসিস্‌',
বিকার-দগ্ধ বুকের মাঝে স্নিগ্ধ-প্রলেপ অহর্নিশ।
ছুটবে বটে এমনি করেই আকাশ ভরা বালুর ঝড়;
তার মাঝেতেও ছোট পাখী খেজুর-বনে বাঁধবে ঘর।

মরীচিকায় নয়ন ধেঁধে আস্‌বে ছুটে যতই লোক;
বিন্দুরে এই স্নিগ্ধ-বারি ভুলিয়ে দেবে সকল শোক।
বিহনে তা'র সারা ধরা সমান ভাবেই চল্‌বে রে।
শুধু, লক্ষ্মীছাড়া মরুর বুকে লক্ষ্মী-প্রদীপ জ্বল্‌বে রে!

শ্রীলতিকা দেবী।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা নৈব ধীরস্য দুর্গ্রহঃ।
যদা যৎকর্ত্তুমায়াতি তৎকৃত্বা তিষ্ঠতঃ সুখম্॥২০॥

ধীরব্যক্তির প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি কিছুতেই দুরাকাঙ্ক্ষা নাই। যখন যাহা উপস্থিত হয়, তিনি তখন তাহাই করিয়া সুখে অবস্থান করেন।২০।

নির্ব্বাসনো নিরালম্বঃ স্বচ্ছন্দো মুক্তবন্ধনঃ।
ক্ষিপ্তঃ সংস্কারবাতেন চেষ্টতে শুষ্কপর্ণবৎ॥২১॥

জ্ঞানী বাসনাশূন্য, আশ্রয়ের অভিলাষী নহেন্; এজন্য তিনি স্বাধীন ও রাগ-দ্বেষাদি-বন্ধনশূন্য। (এজন্য বস্তুতঃ তাঁহার কোন প্রকার সাংসারিক কর্ম্ম সম্ভবপর নহে)। তথাপি বায়ুদ্বারা চালিত শুষ্কপত্র যেরূপ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, সেইরূপ প্রারব্ধ-সংস্কার-দ্বারা তাঁহার শরীরের নানাবিধ কর্ম দেখা যায়।২১।

অসংসারস্য তু কাপি ন হর্ষো ন বিষাদতা।
স শীতলমনা নিত্যং বিদেহ ইব রাজতে॥২২॥

সংসারের হেতুভূত সঙ্কল্পবিকল্প যাঁহার নাই, তাঁহার কিছুতেই হর্ষ বা বিষাদভাব নাই। তিনি সদাই শান্তচিত্ত এবং দেহ-মুক্তের ন্যায় শোভমান হন্।২২।

কুত্রাপি ন জিহাসাস্তি নাশো বাপি ন কুত্রচিৎ।
আত্মারামস্য ধীরস্য শীতলাচ্ছতরাত্মনঃ॥২৩॥

আত্মতৃপ্ত, শান্তচিত্ত, স্বচ্ছান্তঃকরণ ধীর-ব্যক্তি সম্প্রাপ্ত কোন বস্তুরই ত্যাগেচ্ছা করেন্ না এবং তাঁহার কোন বস্তুর নাশও হয় না; (কেননা, অনর্থের হেতুভূত দুষ্কৃত-পরিণাম তাঁহার সম্ভবে না, যে-হেতু দুষ্কৃতের হেতুভূত অজ্ঞান তাঁহার নাই)।২৩।

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তস্য কুর্বতোঽস্য যদৃচ্ছয়া।
প্রাকৃতস্যেব ধীরস্য ন মানো নাবমানতা॥২৪॥

ধীরব্যক্তি স্বভাবতঃই নিরালম্বচিত্ত,—সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য। ইনিও প্রারব্ধানুসারে অজ্ঞানীর ন্যায় স্বভাবপ্রবর্ত্তিত কার্য্য করেন্; ইহাতে কোনপ্রকার মান বা অবমান বোধ করেন্ না।২৪।

কৃতং দেহেন কর্ম্মেদং ন ময়া শুদ্ধরূপিণা।
ইতি চিন্তানুরোধী যঃ কুর্ব্বন্নপি করোতি ন॥২৫॥

'এই কর্ম দেহের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল, শুদ্ধচিৎস্বরূপ আমার দ্বারা নহে', এইরূপ বিচার যাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান, তিনি কর্মানুষ্ঠান করিলেও কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন্ না (অর্থাৎ তাঁহার দেহও কর্মভোগ করে না)।২৫।

অতদ্বাদীব কুরুতে ন ভবেদপি বালিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ সুখী শ্রীমান্ সংসরন্নপি শোভতে॥২৬॥

জীবন্মুক্ত পুরুষ, "আমি এই কার্য্য করিতেছি" এইরূপ না বলিলেও, যথাযথ কর্ম করিতে থাকেন, অথচ এই অনুষ্ঠিত কর্মের দ্বারা বিমূঢ় হন্ না। তিনি জন্মের পর জন্ম গ্রহণ করিলেও সুখী ও শ্রীমান্ হইয়া শোভমান হন্।২৬।

নানাবিচারসুশ্রান্তো ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
ন কল্পতে ন জানাতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি॥২৭

নানাপ্রকার সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ বিচারের দ্বারা সুশ্রান্ত ধীরব্যক্তি আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া বিশ্রামপ্রাপ্ত হইয়াছেন; তিনি কল্পনা করেন্ না, জানেন্ না, শোনেন্ না, দেখেন্ না। (অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ব্যাপার হইতে বিরত হন্ অথবা তৎফলভোগ করেন্ না।২৭।

অসমাধেরবিক্ষেপান্ন মুমুক্ষুর্ন চেতরঃ।
নিশ্চিত্য কল্পিতং পশ্যন্ ব্রহ্মৈবাস্তে মহাশয়ঃ॥২৮॥

জ্ঞানী ব্যক্তি মোক্ষের জন্য ব্যাকুল নহেন; কারণ, তিনি সমাধির অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হন্ না; অথবা তিনি যে বিষয়ের জন্য ব্যাকুল, তাহাও নহে; কেন না, তাঁহার চিত্তের কোন প্রকার অস্থিরতা দেখা যায় না। জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই কল্পনামাত্র, ইহাই স্থির নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানী মহাশয় ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করেন্।২৮।

যস্যান্তঃ স্যাদহঙ্কারো ন করোতি করোতি সঃ।
নিরহঙ্কারধীরেণ ন কিঞ্চিদ্ধি কৃতং কৃতম্॥২৯॥

যাহার অন্তঃকরণে অহঙ্কার আছে, সে কোন কর্মের অনুষ্ঠান না করিলেও, সে কর্ম করে (অর্থাৎ কর্মে অবহেলারূপ কর্মের অনুষ্ঠাতা হয়, ও তজ্জন্য সংসারে বদ্ধ হয়)। আর নিরহঙ্কার জ্ঞানী ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে কর্ম করিলেও, পরমার্থতঃ কিছুই করেন্ না (অর্থাৎ তিনি কর্মফলে লিপ্ত হন্ না)।২৯।

নোদ্বিগ্নং ন চ সন্তুষ্টমকর্ত্তৃস্পন্দবর্জিতম্।
নিরাশং গতসন্দেহং চিত্তং মুক্তস্য রাজতে॥৩০॥

যিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁহার চিত্তে কখনও উদ্বেগ উপস্থিত হয় না, অতিহর্ষ হয় না, কর্ত্তৃত্বাভিমানও হয় না। তিনি আশাশূন্য নিঃসংশয়চিত্তে বিরাজমান হন্।৩০।

নির্ধ্যাতুং চেষ্টিতুং বাপি যচ্চিত্তং ন প্রবর্ত্ততে।
নির্নিমিত্তমিদং কিন্তু নির্ধ্যায়তি বিচেষ্টতে॥৩১॥

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের চিত্ত (কোনপ্রকার আসক্তিবশতঃ) সঙ্কল্পবিকল্পাদি করিতে অথবা তদনুরূপ গমনাগমনাদি-ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু কোন প্রকার লৌকিক কারণ ব্যতিরেকেই তাঁহাদের চিত্ত সঙ্কল্প-বিকল্পাদি করে এবং তদনুরূপ ক্রিয়ারও অনুষ্ঠান করে।৩১।

তত্ত্বং যথার্থমাকর্ণ্য মন্দঃ প্রাপ্নোতি মূঢ়তাম্।
অথবায়াতি সঙ্কোচমমূঢ়ঃ কোঽপি মূঢ়বৎ॥৩২॥

যথার্থতত্ত্ব (অর্থাৎ জীব ব্রহ্মই) শ্রবণ করিয়া মূঢ়ব্যক্তি অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনা প্রভৃতি কারণ-বশতঃ সংশয়াদি-দ্বারা বিমোহিত হয়, অথবা সেই অবস্থালাভের জন্য সমাধিস্থ হইবার আশায় চিত্তসঙ্কোচ অভ্যাস করে। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি আবার অজ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করেন্।৩২।

একাগ্রতা নিরোধো বা মূঢ়ৈরভ্যস্যতে ভৃশম্।
ধীরাঃ কৃত্যং ন পশ্যন্তি সুপ্তবৎ স্বপদে
স্থিতাঃ॥৩৩॥

যাহারা মূর্খ, তাহারাই একাগ্রতা বা

চিত্তনিরোধ (অর্থাৎ যোগানুষ্ঠান) প্রতিনিয়ত অভ্যাস করে। সুপ্তের ন্যায় স্বরূপে অবস্থিত ধীরগণ কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট দেখেন্ না ।৩৩।

অপ্রযত্নাৎ প্রযত্নাদ্বা মূঢ়ো নাপ্নোতি নির্বৃতিম।
তত্ত্বনিশ্চয়মাত্রেণ প্রাজ্ঞো ভবতি নির্বৃতঃ ।।৩৪।।

আত্মজ্ঞান-বিহীন মূঢ়েরা চেষ্টার বাহুল্য-বশতঃ অথবা নিশ্চেষ্টতা- বা আলস্য-বশতঃ পরমসুখ লাভ করিতে পারেন্ না। জ্ঞানীরা কিন্তু যথার্থতত্ত্ব জানিয়াই পরমনির্বৃতি পান্ ।৩৪।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

বর্ষা-সঙ্গীত।

(মল্লার)

ঝর ঝর ঝরে জল বরষে—
চিত-চাতক নাচে হরষে!
নিবিড় কাল মেঘে ছাইল গগন,
শ্বসিয়া শ্বসিয়া ধ্বনিছে পবন,
অম্বরে ডমরু বাজিছে সঘন,
পশুপাখী কাঁপে তরাসে।

আজি উৎসব মম চিত-ভবনে
নাথ বিনা আজ কাটিবে কেমনে?
আসিবে বলি নাথ, এসেছে রাতি,
জ্বালিতে হবে আজ, পরাণ-বাতি!
কেহ নাই তাই আজ সেই হবে সাথী
ডুবাইবে সুধা-সরসে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

জাপ-কৌতুক।

প্রাচীনতম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সকল দেশেই মানবের অল্পবিস্তর কৌতুকপ্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যায়। কৌতুকের উপকারিতা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা কর্ম্মক্লান্ত চিত্তকে সরস করে, চিত্তে সজীবতা আনয়ন করে, মানবের দুর্বহজীবনভার হ্রাস করিয়া দেয়; এইজন্য সকল দেশে সকল কালেই ইহার এত সমাদর। সংস্কৃতে একটী উক্তি আছে—'সরসাঃ কান্তিহারিণ্যো নানাশ্লেষবিচক্ষণাঃ। ভবন্তি কস্যচিৎ পুণ্যৈর্মুখে বাচো গৃহে স্ত্রিয়ঃ॥ অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি পূর্ব্বকর্ম্মার্জিত পুণ্যবশতঃই মুখে সরস, মনোরম, নানাশ্লেষপূর্ণ বাক্য এবং গৃহে সরসা, কান্তিহারিণী, নানাশ্লেষ-সুনিপুণা স্ত্রী লাভ করিয়া থাকে। ইহা যে পুণ্যের ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। মানবের ক্লিষ্ট চিত্তকে সরস করা, তাহাতে সজীবতা আনয়ন করা, মানবের দুর্বহ-চিন্তভার দূরীভূত করিবার শক্তিলাভ করা কি অল্প সৌভাগ্যের কথা! পুণ্যবান্ ব্যক্তিরই এই সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে। কখনও কখনও এরূপ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা স্বীয় কৌতুকপ্রদ বাগ্বৈদগ্ধ্যগুণে অবান্তর বিষয়ের অবতারণা-দ্বারা মানবের ভারাক্রান্ত

চিত্তকে এরূপ আকৃষ্ট ও লঘু করিতে পারেন্ যে, মানব রোগ-শোকের তীব্র জ্বালাও ভুলিয়া যাইতে প্রয়াস পায়। জাপদেশীয় কোনও গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "কৌতুক জীবনের শোভা; ইহাকে বর্জ্জন করিলে কুসুমবিহীন বসন্তের ন্যায়ই জীবন দুর্ব্বহ ও আকর্ষণশূন্য।" তিনি আরও বলেন্, "ধন্য আমাদিগের ভাগ্য যে আমরা কৌতুকোপ-ভোগে অতিশয় সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন; ইত্যাদি।" জাপানবাসীদিগের কৌতুক-সকল কিন্তু দীর্ঘতা প্রভৃতি দোষ-দুষ্টতা-বশতঃ সকলের হৃদ্য হয় না। জাপানে দ্ব্যর্থ-শব্দ অত্যন্ত আদরণীয়। নিম্নে সামান্য কয়েকটী জাপানী কৌতুক প্রদত্ত হইতেছে।

১। একদল যুবক বহুবিষয়ে কথোপ-কথনে আমোদ-সম্ভোগ করিতেছিল। ইতোমধ্যে একটী যুবক বলিল, "আমার যেন যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যু হয়; তাহা হইলে আমি শান্তিতে মরিতে পারিব।" দ্বিতীয় যুবক বলিল, "আমি প্রিয়াবিরহ-জ্বরেই মৃত্যু কামনা করি; যেহেতু আমি অন্তিমেও প্রিয়াকে স্মরণ করিতে করিতে মরিতে পারিব।" তৃতীয় যুবক কহিল, "আমি নিদ্রায় বা স্বপ্নের ক্রিয়াশীল অবস্থায় মৃত্যু চাই।" চতুর্থ যুবক বলিল, "আকস্মিক মৃত্যুই আমার বাঞ্ছিত, এবং ইহাতেই আমি মানবলীলা সংবরণ করিব।" ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েক দিন পরেই চতুর্থ ব্যক্তির কৌতুক সত্যে পরিণত হইল; তাহার আক-স্মিক মৃত্যুই ঘটিল! বন্ধু-বান্ধব সজলনেত্রে তাহাদিগের পরলোকগত সুহৃদের জন্য শোক প্রকাশ করিতে সমবেত হইল। আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাবলীও সমাপ্ত হইল। এই সময় একটী বন্ধু, যাহার হৃদয়ে শোকশেল দৃঢ়ভাবে বিদ্ধ হয় নাই, কৌতুক করিয়া বলিল, "আজ যদি সে থাকিত, তাহা হইলে, আমাদের সহিত মিলিত হইয়া সে কত আনন্দ করিত।" বঙ্গ-দেশেও ইহার অনুরূপ কৌতুক আছে। যথা, শ্রাদ্ধবাটীতে কোনও মূর্খ ব্যক্তি বলিতেছে, "আজ সকলকেই দেখিতেছি, কিন্তু যাহার শ্রাদ্ধ তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?"

২। এক ব্যক্তি কোনও হোটেলে আসিলে, হোটেল-স্বত্বাধিকারীর পত্নী স্বামীকে কহিল, "দেখ, আগন্তুকের পুটুলীটীর মধ্যে বহুমূল্য দ্রব্যাদি আছে বলিয়া বোধ হইতেছে! আহা, উনি যদি ঐটী ফেলিয়া যান্!" ইহার উত্তরে তাহার স্বামী বলিল, "প্রিয়ে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমার নিকট এরূপ একটী ঔষধ আছে, যাহা মনুষ্যকে সব ভুলাইয়া দেয়। আমি প্রচুর পরিমাণে ঐ ঔষধ আগন্তুককে দিব।" এইরূপ স্থির করিয়া হোটেল-স্বত্বাধিকারী প্রত্যেক ব্যঞ্জনাদির সহিত উক্ত ঔষধ আগন্তুকে আহার করিতে দিল! আহারান্তে আগন্তুক প্রস্থান করিলে, হোটেল-স্বত্বাধিকারীর পত্নী আসিয়া কক্ষের সমুদয় দ্রব্য তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু সেই অভিলষিত দ্রব্য না পাইয়া স্বামীর নিকট তাঁহার ভ্রমোৎপাদক ঔষধের নিষ্ফলতা-সম্বন্ধে উপহাস করিয়া যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। তখন তাহার স্বামী বলিল, "না না, আমার ঔষধ নিষ্ফল হয় নাই।" পত্নী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া উত্তর করিল, "কেন? তুমি কি বলিতেছ!" তখন স্বামী কহিল, "কেন প্রিয়ে, আগন্তুক ত আহারাদি করিয়া আমাদিগকে মূল্য দিতে ভুলিয়া গিয়াছে!"

৩। একদল বালক এক গণকের দোকানের সম্মুখে ঘুড়ি উড়াইতেছিল ও পরস্পর বলিতেছিল যে, গণকের কিছুমাত্র ভবিষ্যদ্-দৃষ্টি নাই ; সে যাহাকে যাহা বলিয়াছে, তাহার কোনটীই সত্য হয় নাই, ইত্যাদি। ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া সক্রোধে গণক বালকবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন্, "হতভাগ্যগণ, তোমরা আমার কার্য্যালয়ের সম্মুখে ঘুড়ি উড়াইয়া আমাকে বিরক্ত কর ; এখন আবার আমাকে সাক্ষাৎভাবে অপমান করিতেও সাহসী হইয়াছ ! এ পৃথিবীর কোন্ স্থান হইতে তোমরা আসিয়াছ ?" তৎক্ষণাৎ বালকবৃন্দ উত্তর করিল, "বল গণক-ঠাকুর, বল গণক-ঠাকুর, আমরা কোথা থেকে এসেছি !"

৪। এক ব্যক্তি কি ভাবিতে ভাবিতে এক দোকানে যাইয়া দেখিল, একটী পাত্র উল্টা করিয়া বসান রহিয়াছে। কিন্তু তাহার অন্যমনস্কতা-বশতঃ সে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য, ইহার মুখ নাই !" এবং তৎক্ষণাৎ তাহা উত্তোলন করিয়া নিম্নের ফাঁক দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "অহো ইহার তলদেশও নাই ! ইহা যে একটী তলমুখশূন্য পাত্র !"

৫। মাদক-দ্রব্য-সেবনোদ্যত কোনও ব্যক্তির নিকট অপর এক ব্যক্তি আসিলে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আগন্তুককে বলিল, "ভ্রাতঃ, এই দ্রব্য উপহার পাইয়াছি ; ইহা পানের জন্য প্রস্তুত। এক পেয়ালা খাইবে না ?" ২য় ব্যক্তি—"না। ধন্যবাদ। আমি ঠাকুরের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, ৩ বৎসর আর ঐ দ্রব্য পান করিব না।" ১ম ব্যক্তি কহিল, "ইহা কি সম্ভব ? তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি না !" ২য় ব্যক্তি—"অপেক্ষা কর, দেখ, আমার কি কঠোর প্রতিজ্ঞা !" এই বলিয়া সে সে-স্থান পরিত্যাগ করিল। পরদিবস রাত্রিকালে যখন মদ্যপান চলিতেছিল, তখন ঐ ২য় ব্যক্তিটী আসিয়া বলিল, সে মদ্য পান করিতে আসিয়াছে। ইহাতে ১ম ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার প্রতিজ্ঞার ক্ষণভঙ্গুরতার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তোমার কল্যকার গর্ব্ব কোথায় ?" ২য় ব্যক্তি বলিল, "কেন ? আমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিতে চাহি না। আমার মনে একটি সুন্দর বুদ্ধির উদ্ভব হইয়াছে। আমি স্থির করিয়াছি যে, যদি প্রত্যহ রাত্রিতে আমি মদ্য পান করি, তাহা হইলে ৩ বৎসরকে ৬ বৎসর করিব।" ১ম ব্যক্তি কহিল, "আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বুদ্ধি দিতে পারি। তুমি ৬ বৎসরকে ১২ বৎসরে বর্দ্ধিত কর এবং দিবা ও রাত্রি, উভয়-কালেই মদ্য পান কর।" (অর্থাৎ ২য় ব্যক্তির মতে যদি ৬ বৎসর এক-বেলা করিয়া মদ্য পান তিনবৎসর মদ্যপান না করিবার সমান হয়, তবে, ১ম ব্যক্তির মতে ১২ বৎসর দুইবার করিয়া পান করা ৬ বৎসর একবার করিয়া পান করার সমান।)

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রীশিক্ষা যে মানবসমাজের পক্ষে অতীব কল্যাণকর এবং উহার প্রয়োজনীয়তা যে এ সময়ে অত্যন্ত গুরুতর সে বিষয়ে বর্ত্তমানে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। যেরূপ অঙ্গবিশেষের পরিচালনা-দ্বারা সমগ্র দেহের উন্নতি লাভ করা যায় না, সেইরূপ কেবলমাত্র পুরুষগণকে সুশিক্ষিত করিয়া এবং নারীদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত রাখিয়া অখণ্ড সমাজকে উন্নত করা সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্ত্য প্রদেশ-সমূহে পিতা, মাতা বা অন্যান্য অভিভাবকগণ বালকদিগের যেরূপ সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন, বালিকাদিগকেও সেইরূপ সুশিক্ষিতা করিয়া থাকেন্। আমাদের দেশেও প্রাচীন মহাত্মারা বলিয়া গিয়াছেন যে, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" অর্থাৎ কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় পালন করিতে হইবে ও অতিযত্ন-সহকারে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই যে, জীবনের মরুময় পথে নারী মানবের নিত্যসহচরী এবং অশেষ-শান্তি-প্রদায়িনী। যে নারীর আদর্শ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে আমরা যে কত হীন ও মলিন করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার চিন্তাও লজ্জাকর। আমরা অনেক সময় স্বার্থান্ধ হইয়া তাহাদের প্রতি বর্ব্বরোচিত ব্যবহার করিতেও পশ্চাৎপদ হই না; অথচ তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্য অংশের পরিমাণ কিছু কম হইলেই অযথা অনুযোগ করিয়া থাকি। নারীত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে না শিখিয়া এবং তাহাদের সুশিক্ষা-সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া দেশের ও জাতির উন্নতি-বিধানে চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতার বিষয় সন্দেহ নাই। গত ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বোম্বাই-নগরে সমাজ-সংস্কার-সমিতির প্রাদেশিক অধিবেশনের সভাপতি এবং Indian Social Reformer পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটরাজন বলেন যে, "Education is essentially a question of social reform......And in education, I would give the first place to the education of girls. The education of a single girl means the uplifting of a whole family in a larger sense than the education of a single man." (অর্থাৎ শিক্ষা সমাজ-সংস্কারের একটি প্রধান সমস্যা। আর শিক্ষার মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষাকেই আমি সর্ব্বপ্রধান স্থান দিতে ইচ্ছা করি। পরিবারে একটিমাত্র বালিকার শিক্ষা একটী বালকের শিক্ষা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে সমগ্র পরিবারকে উন্নত করে।)

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এই কথার যাথার্থ্যের উপলব্ধি হইবে। শৈশবে ও বাল্যে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা পরিবারের মধ্যেই এবং প্রধানতঃ মাতা, ভগিনী ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়াগণের নিকটই হইয়া থাকে। এই সময়েই বালক-বালিকার যে চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে, তাহার উপরই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এই সময়ে পারিবারিক শিক্ষার প্রভাব চিরকালের জন্য তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। কাজেই পরিবারস্থ